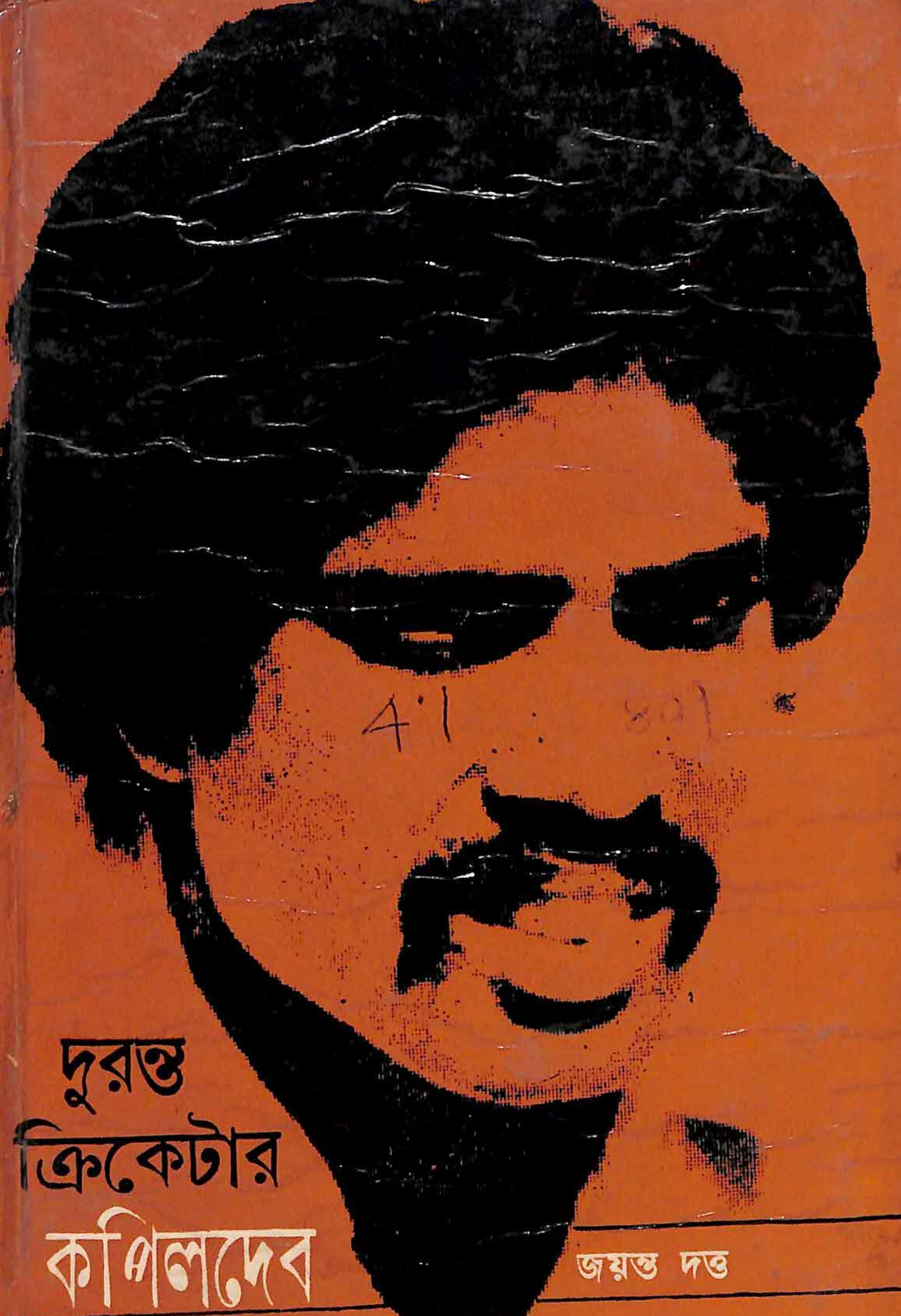


দুরন্ত ক্রিকেটার কপিলদেব

জয়ন্ত দত্ত

দুরন্ত ক্রিকেটার কপিলদেব

দুরন্ত ক্রিকেটার কপিলদেব

জয়ন্ত দত্ত

পরিবেশক
নাথ ব্রাদার্স ॥ ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ॥ কলকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ
শ্রাবণ ১৩৮৭
জুলাই ১৯৮০
প্রকাশক
সমীরকুমার নাথ
নাথ পাবলিশিং হাউস
২৬বি পণ্ডিতিয়া প্লেস
কলকাতা ৭০০০২৯
প্রচ্ছদপট
গৌতম রায়
মুদ্রক
জি শীল
ইম্প্রেসন প্রবলেম
২৭এ তারক চ্যাটার্জী লেন
কলকাতা ৭০০০০৫

বারো টাকা

সহদেব সাহা

বন্ধুবরেষু

লেখকের অন্যান্য বই

আমি ভিশ বলছি

পেলের ডায়েরী

ভিক্টোরিয়াস মোহনবাগান

গ্লোরিয়াস ইস্টবেঙ্গল

ফুটবলের সেরা ইয়াসিন

সানি গাভাসকর

ফুটবলের যাদুকর স্ট্যানলি ম্যাথিয়ুজ

হাউজ দ্যাট

ড্রাগনের মুখে ব্রুস লী

দুরন্ত ক্রিকেটার কপিলদেব

সত্তর দশক—মুক্তির দশক। এই দশকেই ভারতবর্ষের ক্রিকেট-ভূমি জুড়ে ফলেছে সোনার ফসল। সোনালী এই দশককে তাই অনায়াসে বলা যায় ভারতীয় ক্রিকেটের স্বুবর্ণ যুগ।

সেই কবে ১৯৩২ সাল—কর্নেল নাইডুর নেতৃত্বে ভারতবর্ষের ক্রিকেট প্রবেশ করেছিল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট আঙিনায়। তখন ক্রিকেটে ছিল না ভারতীয়ত্বের বিন্যাসিত সুষমা, রাজসিক গরিমা, কিংবা ঐতিহ্যের আভিজাত্য। তখন ভারতবর্ষ ছিল ক্রিকেট সংসারে নেহাতই দুগ্ধপোষ্য শিশু। সেই ভারতীয় ক্রিকেট আজ কৈশোরের সরলতা পার হয়ে সত্তর দশকের দোরগোড়ায় অভিষিক্ত হয়েছে যৌবনের সাম্রাজ্যে। ভারতবর্ষের ক্রিকেট সত্তর দশকে তাই পরিপূর্ণ। তিরিশ থেকে ষাট দশক—ভারতবাসীকে সহ্য করতে হয়েছে পোক্ত ক্রিকেট তাত্ত্বিকদের তাচ্ছিল্যভরা কটূক্তি। এই দীর্ঘ বন্ধ্যা সময়ে একমাত্র ভিনু মানকাদ ছাড়া আর কোন নাম মন্ত্রের বড়াই ভারতবাসী করতে পারেনি।

মানকাদ অনন্য—কিশোর ভারতীয় ক্রিকেটের একমাত্র উদার শিল্পী। তিরিশ থেকে ষাট দশক পর্যন্ত ভারতবাসী বুকের রক্তে লালন করেছিল ভিনুকে। ভিনু সব্যসাচী!

এই একটিমাত্র নাম মন্ত্রের জপে অবশেষে সত্তর দশকে খুলে গেল ভারতীয় ক্রিকেটের সিংহদুয়ার। সত্তরের শুরুতেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট আঙিনায় ভারতীয় ক্রিকেটের দুই প্রান্তের উইকেটে এসে দাঁড়ালেন দুই পুরুষ—দুই ব্যাটের রাজা—একজন গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথ, অন্যজন সানি গাভাসকর।

সেই শুরু হলো রেনেসাঁ পর্বের প্রাথমিক অধ্যায়। সানি-ভিশ'এর যৌবন উন্মাদনা দেখ দেখ করে মাতিয়ে তুললো বিশ্বজনকে। অবাক বিস্ময়ে বিশ্বজন দেখতে পেল ভারতীয় ক্রিকেটের নতুন এক কাব্যিক চেহারা।

শুধু কি তাই—এই সত্তরের শুরুতেই ভারত বিদেশের মাটি থেকে ওয়াদেকারের নেতৃত্বে জয় করে আনলো ক্রিকেটের স্বর্গীয় খেতাব।

একাত্তরের ভারত আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মহলকে চমকে দিলো রাতারাতি। প্রথম হারলেন ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটের কুলরক্ষক স্যার গ্যারী। ব্যাটের দাপটে সানি-ভিশ অবাক করে দিল সকলকে—সেই সঙ্গে "স্পিন ত্রয়ী"র জাদুমন্ত্র লাল বল রাতের ঘুম কেড়ে নিলো বিশ্ব ক্রিকেটারদের।

তবু ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি নিয়ে মুচকি হেসেছিলেন বৃটিশ পণ্ডিতেরা। এমন ভাব—অহ, ক্রিকেট খেলবে ভারতবাসী! 'ওহে ব্ল্যাক নেটিভ—গ্যারী সোবার্সকে হারিয়েছ বলে মনে করো না রাতারাতি হিরো হয়ে গেছ। একবার এস না, বিলেতের জলো আবহাওয়ায়। খেলে যাও—ক্রিকেট, দেখি তোমরা কেমন রপ্ত করেছ। কেমন ক্রিকেট নির্ভুল কেতাবী ঢঙে খেলতে শিখেছে তোমাদের সানি।'

ভারত চললো মাস কয়েকের ব্যবধানে বিলেতের মাটিতে ক্রিকেটের অগ্নি-পরীক্ষায়। বলাবাহুল্য—ফলাফল শেষ পর্যন্ত কি হয়েছিল নিশ্চয়ই আপনাদের স্মরণে আছে। স্বয়ং ইলিং—যীশুর শরণাপন্ন হয়েও হালে পানি পাননি শেষ পর্যন্ত। জোলো উইকেটে চন্দ্রশেখর লাট্টুরি মতো বল ঘুরিয়ে সহজে পকেটস্থ করে নিয়েছিল বৃটিশ ক্রিকেটকে। লজ্জায়, অপমানে মুখ খুলতে পারেননি বৃটিশ তাত্ত্বিকের দল। মাঠ ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল। বাড়িতে মুখ কালো করে বসে পরশ্রীকাতর বৃটিশ পণ্ডিতেরা ক্রিকেট ব্যাকরণ ঘেঁটেও সেদিন একটিও ভুল বার করতে পারেননি ভারতীয় ক্রিকেটের।

সেই সত্তরের ক্রিকেট চারপাশ কাঁপিয়ে নব অধ্যায়ের পদার্পণ ঘটালো। যৌবন উন্মাদনায় এই প্রথম ক্রিকেট ভূমিতে প্রতিষ্ঠা পেল ভারতবাসীর সোচ্চারিত দাবী।

সত্তর দশক—হয়েছে শেষ।

এসেছে ভারতীয় ক্রিকেটে নয়া জীবন।

সত্তরের অন্তিমে ভারতবর্ষের ক্রিকেট খুঁজে পেয়েছে তার যৌবনের অগ্নিদূতকে। "ভেঙেছে দুয়ার এসেছে জ্যোতির্ময়, তোমারই হোক জয়" —কবির এই অমর বাণী নিষ্ফল হয়নি।

ভারতবর্ষের ক্রিকেট আজ পরিপূর্ণ।

যৌবনের অগ্নি উন্মাদনায় ভারতীয় ক্রিকেট ভূমিতে অবতীর্ণ হয়েছেন এক মন্ত্রসিদ্ধ যোগী সব্যসাচী। দীর্ঘ দিনের প্রার্থনার পর মুখ তুলে তাকিয়েছেন ক্রিকেট-দেবতা, যাঁর আশীর্বাদে ভূমিষ্ঠ নবজাতক—আবির্ভাব মুহূর্তেই যিনি স্বয়ং সম্পূর্ণ।

এক হাতে উদ্দাম লহরী চিহ্নিত মাদকতাময় সাদা ব্যাট, আর এক হাতে লাল বলের অগ্নিস্ফুরণ!—উভয় নিয়েই সে আজ পরিপূর্ণ।

প্রথম আবির্ভাবেই চমক।

শুরু হলো কানাকানি—কে এই জ্যোতির্ময় পুরুষ!

শক্ত-সামর্থ্য, পেটানো শরীর! মুখে স্মিত হাসি! যার লালবলের হুংকারিত দাপটে সংযত থাকতে একদিকে যেমন বাধ্য হয়েছেন বিশ্বের তাবৎ সেরা ব্যাটধারীরা আবার তেমনি কুশলী লালবলকে তিনি তাঁর আপন শাসনের দক্ষতায় নতি স্বীকার করাতে বাধ্য করেছেন তাঁর হাতের যৌবন উদ্ধত সাহসী ব্যাটের প্রহারে। যৌবনের এমন এক প্রাণবন্ত সিদ্ধ পুরুষ ভারতীয় ক্রিকেটে এর আগে আর দেখা যায়নি। তাই কপিল সবার সেরা—সবার প্রিয়।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কপিলের প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল ১৯৭৮ সালে। সত্যি বলতে কি—সেদিন কোন অতিবড় আশাবাদী ভারতীয় বিশ্বাস করতে পারেননি—মেজাজি কপিল, তার আপন মেজাজকে বজায় রেখে ভূমিষ্ঠের মুহূর্তেই স্বদাবীতে এমন সোচ্চারিত হবেন।

যেমন ব্যাটে তেমনি বলে। যেমন রূপে, তেমনি রসে—যেন এক

সাক্ষাৎ সব্যসাচী। এমনি একজন যৌবনরূপবহ্নিময় প্রাণোচ্ছল যোগী পুরুষকেই মনে মনে একদিন প্রার্থনা করছিল ভারতবাসী।

হাতের ব্যাটে যেমন আছে চোখ জুড়ানো মার—তেমনি আছে লাল বলের দাপট দক্ষতায় ঐশ্বরিক জাদুমন্ত্র—একে চোখে দেখেও সুখ।

ভারতবাসী হিসাবে ভাবতে ভালো লাগে, একজন ভারতীয় বোলার-মহারুদ্রতাময় প্রদীপ্ত প্রখরতায় মাথা নুয়ে নিতে বাধ্য করেছেন বিশ্বের নামডাকসর্বস্ব তাবৎ ব্যাটধারীদের। রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছেন অনেকের।

সেই কবে কার রূপকথার গল্পের মত মনে হয় তিরিশ দশকের ফেলে আসা দিনগুলোকে। নিসার-অমর সিং ছিলেন সেদিন ভারতীয় আক্রমণের মূল অস্ত্র। উইকেটের পিছনে পাঁচ থেকে সাতজন ছাতার মতো অর্ধগোলাকারে ছায়া বিস্তারে দাঁড়ানোর সেই দৃশ্য এতকাল আমরা যা দেখে এসেছি, তা আজ ভারতবর্ষ নিজেই নিজের মধ্যে খুঁজে পেয়েছে একি কম কথা হলো!

চল্লিশের মানকাদ ভেল্কি জানতেন। জাদু জানতেন স্পিন বোলিং-এর। বিশ্বের তাবৎ ব্যাটধারীরা ভিনুর ঝোলানো বলের সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়লেও, ভারতীয়দের হৃদয়যন্ত্রণা কিন্তু তাতেও মেটেনি। এর কারণ একটাই—মানকাদ ছিলেন অহিংস গান্ধীপন্থী। পুরোদস্তুর বৈষ্ণবীয় ঢঙে তিনি ব্যাট-বলের প্রেমকাব্যের পদাবলী রচনা করেছিলেন। তাই তাঁর ক্রিকেট বিশ্বজনের কাছে সমীহ আদায় করতে পারলেও, ত্রাস সঞ্চার করেনি। অগ্নিগর্ভ লালবলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে পাল্টা আঘাত হানার স্বপ্ন দেখতে সেদিন ভয় পেত ভারতবাসী। বহুদিনের নির্মম হৃদয় বেদনা আজ কপিলের আবির্ভাবে তৃপ্ত। স্বপ্ন সার্থক।

ভারতবর্ষের ক্রিকেট, আজ সত্যিকার প্রতিদ্বন্দ্বিতার অগ্নিপরীক্ষায় স্বপ্নের ঘোর কাটিয়ে জাগ্রত যৌবনের মদিরতায় স্বতঃস্ফূর্ত! ক্রিকেট যা চায় তা আজ আছে ভারতবর্ষের ক্রিকেটে, আছে সাত রাজার ধন এক মানিক—কপিলদেব।

নিসার-অমর সিংয়ের মুছে যাওয়া দিন আজ আবার নতুন করে প্রত্যক্ষ করছেন বিশ্বজন। সেই সঙ্গে খুঁজে পেয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট হারানো ভিন্নুর যোগ্য উত্তরসূরীকে।

যে সত্তর দশকে তার আবির্ভাব—সেই সত্তর দশকেই সে পরিপূর্ণ।

মাত্র দুটি বছর।

১৯৭৮ থেকে ১৯৮০ সাল।

সময়ের দ্রুততায় কপিল পাল্লা দিয়ে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে তার অশ্বমেধের ঘোড়া। দেড় বছরের ক্রিকেট ভূমি তার উদ্ধত যৌবনের দুরন্ত দাপটে শিহরিত—মুখরিত।

কপিলের হাতে লাল বল শিহরণ আনে ক্রিকেটের বুকে। মুখরিত তার হাতের ব্যাটে আছে রমণীয় দুরন্তপনা। যৌবন যেন কিছুতেই বাধা মানতে চায় না। সে উন্মুখ চিত্তে সমস্ত জটিল রহস্যের বন্ধন খুলে এগিয়ে যেতে চায় আপন প্রাণোন্মাদনায়। সে চায় ক্রিকেট—ক্রিকেট যে তার রক্তে। স্বভাবের দাপট প্রহারে তার দামাল যৌবন নির্ভীক পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে চায়।

যে চলার মন্ত্র জানে, তাকে থামায় কার সাধ্যি। পাহাড়ের বুক চিরে যে নির্ঝ'র ধারা দুর্বার বেগে অবতরণ করে "কার হেন সাধ্য আছে রোধে সেই গতি"—সে দুর্জয়, দুর্দম, তার হৃদয় পেয়ালা মদির নেশায় মাতোয়ারা।

কপিল লড়তে জানে। লড়াই করার কৌশল জানে। তার মেজাজ লড়িয়ে নীতিতে বিশ্বাসী।

সে জানে কেমন করে স্পর্ধিত লাল বলকে আপন শাসনে রেখে ব্যাটের দাপটে সীমানার বাইরে ছুঁড়ে দিতে হয়। তার মুখরিত ব্যাটের প্রহারে রানের বন্যা, প্রাণের নেশা। উচ্ছল জলধারার মতো আপন সাবলীলতায় কপিলের শাসনহীন হাতের ব্যাট—দাপটের রাজসিক মাদকতায় যেন অনুপম লাস্যের রাগিণী বাজিয়ে যায় আপন খেয়ালে। বেপোরোয়া সেই তালে বাজে বিদ্রোহের সুর।

যৌবনের ব্যাট হাতে বিদ্রোহী কপিল অগ্নিবীণার সুরে সোচ্চারিত করতে চায় আপন সত্তাকে—

> "আমি তাই করি ভাই যখন চাহে এ মন যা,
> করি শত্রুর সাথে গলাগলি ধরি মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা,
> আমি উন্মাদ আমি ঝঞ্ঝা !"

সত্যি কপিল খেয়ালি ক্রিকেট বিধাতার হাতে গড়া এক চির-বিদ্রোহী ক্রিকেটার। তার জানা নেই বন্ধনের শাসন, ভ্রূকুটির ভয়, জানা নেই সংযত বিমর্ষতার জড়তা। সে যেন আইন-না-মানা বে-আইনী পরোয়ানা হাতে নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটে আত্মপ্রকাশ করেছে আপন দাম্ভিকতায়। বিদ্রোহী ভৃগুর মতো সেও যেন প্রতি মুহূর্তে পদচিহ্ন এঁকে দিতে চায় ক্রিকেট দেবতার শাশ্বত হৃদয়ে। তার এক হাতে বাজে ব্যাটের বাঁশরী, আর এক হাতে লাল বলের ভয়ঙ্কর রণতূর্য—সে যে সব্যসাচী।

১৯৭৮।

বেদীর নেতৃত্বে ভারতীয় দল গিয়েছিল পাকিস্তান সফরে। এই সফর রাজনৈতিকতার দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই সফরে ভারত হেরেছিল, হেরেছিল দস্তুরমতো লড়াই করে। সানি গাভাসকর, বিশ্বনাথ, বেঙ্গসরকার যেমন এই সফরে স্বমর্যাদা রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তেমনি ব্যর্থ হয়েছিল ভারতীয় আক্রমণের মূল অস্ত্র—"ত্রি-শক্তি স্পিন"। প্রসন্ন, ভেঙ্কট, বেদী সবাই ব্যর্থ—বিশেষ করে ব্যর্থতার সমস্ত দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল বেদীর ওপর। তার অপরাধ, তিনি যেমন একদিকে নিজের বোলিং ধারকে অক্ষম বলে প্রমাণ করেছেন, তেমনি দায়িত্ব-জ্ঞানহীনভাবে চালনা করেছেন দলকে। কর্মকর্তাসহ ঝুঁদে সাংবাদিকেরা তাই একবাক্যে চড়াও হলেন বেদীর ওপর। মন্দভাগ্য বেদীজীর, "শাক দিয়ে মাছ ঢাকা"র মতো স্পিন শক্তির কঙ্কালসার অন্তঃশূন্যতাকে গোপন করতে বাধ্য হলেন। তাছাড়া উপায় কি ? যে শক্তির ইন্দ্রজালে

একদা ভারতবর্ষ ছিল বিশ্বশ্রেষ্ঠ, সেই তথাকথিত শ্রেষ্ঠতার বেড়াজাল টপকে পাকিস্তানীরা সাবলীল ক্রিকেট খেলে কুড়িয়ে নিয়েছেন অজস্র রান। জাহির আব্বাস নামক একটি প্রিয়দর্শন রান জাহাজকে বিন্দুমাত্র সমীহ করতে দেখা যায়নি। যথেচ্ছভাবে এই ব্যক্তিটি রান সমুদ্রে সাঁতার কেটেছেন।

তবু মন্দের ভালো তার মধ্যে একটি যৌবনদীপ্ত যুবক—যে পাকিস্তানের শক্ত ভূমির ওপর কায়িক শ্রম বিনিময়ে রক্ত-ঘাম ঝরিয়ে কিছুটা সমীহ আদায় করতে পেরেছিলেন পাকিস্তানী ক্রিকেট ওস্তাদদের। তাঁর খেলার সহজ ছিরিছাঁদ দেখে বোঝাই যায়নি তিনি জীবনে এই প্রথম আন্তর্জাতিক সফরে আত্মপ্রকাশ করেছেন। বরং অনেক অভিজ্ঞের চাইতেও তাঁকে অনেক বেশী পরিপূর্ণ এবং সতেজ মনোভাব নিয়ে খেলতে দেখা গেছে পাকিস্তানের মতো অচেনা উইকেটে। গতিশীল ইমরানের সমগোত্রীয় না হলেও এই ভারতীয় যুবকটি যে তাঁর দশজন ভারতীয়দের তুলনায় অনেক আলাদা, একথা স্বীকার করতে আপত্তি করেননি কেউই। বরং তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সতেজ দাপট ও উন্মাদনা লক্ষ্য করে অনেকেই কিন্তু ভবিষ্যদ্বাণী করে বসেছিলেন। বলেছিলেন—"ভারতীয় ক্রিকেটের সম্ভাবনাময় যৌবন—কপিলদেব।"

কথাটা কতদূর সত্যি হবে বা আদৌ এই ভবিষ্যৎ-বাণী সফল হবে কিনা, এ বিশ্বাস অবশ্য তখনও ভারতবাসীর মনে দানা বাঁধতে পারেনি। কারণ কপিল তখন স্বদেশের মাটিতেই অনভিজ্ঞ।

তবু বিদায়ী অধিনায়ক বেদী বলেছিলেন, "কপিল অনেক বড় হবে। অভিজ্ঞতা ওকে পরিণত বোলার হিসাবে অবশ্যই চিহ্নিত করবে।"

শুধু বেদী নয়—নব নির্বাচিত দলপতির আস্থা বিদায়ী বেদীর তুলনায় ছিল অনেক বেশী। তিনিও তো আত্মপ্রত্যয় নিয়ে বলেই ফেললেন, আর স্পিন নয়, এবার আমাদের আক্রমণের ধারা বদল করতে হবে। বিশেষ করে যখন কপিলদেবের মতো একজন তরুণ বোলারকে আমরা দলে পেয়েছি।

সেই কপিলের জীবনে এলো প্রথম আত্মপ্রকাশের শুভ মুহূর্ত।

কপিল নামে পাগল হলো ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষের ক্রিকেট, ক্রিকেট প্রিয় মানুষ।

ফৈজালাবাদে প্রথম দেখা

১৬ই অক্টোবর।

ফৈজালাবাদের নীরস উইকেটে টসে জিতলেন মুস্তাক। সাদিক-মজিদের জুটিতে পাক দল রানসর্বস্ব উইকেটে শুরুতেই আরম্ভ করলেন ব্যাট চালাতে। এই টেস্টে সর্বপ্রথম নতুন বলে আক্রমণ শুরু করলেন হরিয়ানার জনপ্রিয় তরুণ কপিলদেব। প্রথম ঘণ্টায় একমাত্র কপিলের দু-একটি আউট সুইং-এর সামনে ঠকে যান সাদিক মহম্মদ। একবার তো তিনি আউট হতে হতে প্রাণে বাঁচলেন, ভারতীয় ফিল্ডসম্যান-দের বদান্যতায়। বল সাদিকের ব্যাট ছুঁয়ে এসে পড়েছিল প্রথম স্লিপের একেবারে পায়ের কাছে—কিরমানি ঝাঁপিয়ে না পড়লে হয়ত ওই ক্যাচটি সরাসরি বিশ্বনাথের হাতের মধ্যে আটকে যেতে পারতো। এর পরই সাদিক ও মজিদ খেলার চেহারাকে সম্পূর্ণ বিপরীত খাদে বইয়ে দিলেন। পেশ আক্রমণের প্রাথমিক পর্ব চুকিয়ে, ভারতীয় দলপতি ত্রি-মুখী স্পিনের ফাঁসে চেপে ধরার চেষ্টা করলে, প্রথম উইকেট থেকে বিদায় নিলেন সাদিক। বেদী তাঁকে সরাসরি বোল্ড আউট করলেন। কিন্তু এরপরই ক্রিকেটকে একাবারে নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে নিলো পাকিস্তানীরা। রানসর্বস্ব নিরেট উইকেটের সব রকম ফায়দা তুলতেকসুরকরলেননাতাঁরা। চশমাধারী জাহির আব্বাস, রান যন্ত্রের স্বয়ং-ক্রিয় প্রযোগ পদ্ধতিতে উইকেটের চার পাশে দেদার হাত খুলে পেটাতে লাগলেন ভারতীয় বোলারদের। 'বেদী-প্রসন্ন-চন্দ্রশেখরের' আগমার্কা স্পিন—সেই বেদম প্রহারের সামনে দিশেহারা অবস্থায় পড়লে, পাকি-

স্তানী ব্যাটধারীরা বড় রান তোলার জন্য কোমর বেঁধে খেলতে লাগলেন। অভিজ্ঞ বেদী-প্রসন্ন যেখানে নিরুপায়, সেখানে নবাগত কপিলের পক্ষে লেংথ বা ডাইরেকশন ঠিক রাখা সম্ভব ছিল না। মাত্র ১৬ ওভার হাত ঘুরিয়ে কপিল ব্যর্থ হলেন। তাঁর বোলিং থেকে রান উঠলো ৭১টি। একমাত্র এই মারমুখী দাপটের সামনে প্রসন্ন কিছুটা ভাল বোলিং করার চেষ্টা করেছিলেন। ফৈজালাবাদের উইকেটে পাকিস্তানীরা যখন দান ছাড়লো তখন গাধা স্কোরবোর্ড বহন করছিল ৫০৩ রানের একটি মস্ত ক্লান্তিকর বোঝা। তবু এই অবস্থায় ভাল ব্যাটিং করতে কসুর করলেন না ভারতীয় দল। চমৎকার একটি নির্মল ইনিংস খেললেন গাভাসকার, সঙ্গী চৌহানকে নিয়ে। প্রথম উইকেটে আউট হয়েছিলেন চৌহান। ফৈজালাবাদের উইকেট যে পেশম্যানদের আদৌ সহায়ক নয় তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল অচিরেই। যে ইমরান খান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গতিশীল বোলার হিসাবে পরিচিত—সেই তিনিও খুব একটা কার্যকরী হতে পারলেন না। বোলার প্রভাব হীন উইকেট থেকে গাভাসকারের এই টেস্টে একটি সেনচুরি পাওয়া উচিত ছিল। তিনি খেলছিলেনও সেই আশায়—কিন্তু নেহাতই দুর্ভাগ্যের জন্য তাঁকে সেনচুরি বঞ্চিত হয়ে ফিরতে হলো ৮৯ রানে। এরপর ফৈজালাবাদের উইকেটে জাহির মীয়াদাদের বদলা তুললেন ভিশ ও দিলীপ। চমৎকার কেতাবী মারের প্রয়োগ কৌশলে ভিশ প্রমাণ করলেন নিজের শ্রেষ্ঠত্ব। দীর্ঘদিন বাদে পাকিস্তানের উইকেটে ভারতীয় দলের হয়ে ভিশ করলেন প্রথম সেনচুরি। গাভাসকারের মতো বোম্বাই-এর আর একজন ব্যাটধারীও মন্দভাগ্য ছিল—তিনি হলেন বেঙ্গসরকার। জড়তাহীন বেঙ্গসরকার যে আউট হতে পারেন এমন বিশ্বাস সেই মুহূর্তে কোন পাকিস্তানী দর্শকদেরও ছিল না।

তবু আশার আশায় নিরাশাও সময় সময় কার্যকারী হয়। দিলীপ-ভিশের জুটিকে নামী বোলার দিয়ে ভাঙতে না পারায় মুদাসসার নজরকে দিয়ে শেষ চেষ্টা করলেন মুস্তাক। কাজ হল তাতেই—মাত্র দুটি ওভারে

বদলে গেল ক্রিকেটের চেহারা। যে ভিশ-দিলীপ দাপটের সঙ্গে ইমরান, সরফরাজ, আসিফ ইকবাল ও মুস্তাককে খেলছিলেন, সেই তাঁরাই নবাগত নজরের কাটিং বলে আউট হলেন। একমুহূর্তে চেহারা বদলে গেলেও ক্রিকেট ভাগ্যের কিন্তু পরিবর্তন ঘটলো না। এই ম্যাচে মুস্তাকের জয় পাওয়া সম্ভব হলো না। ভারতীয় দলও পেল মস্ত রান। ৯ উইকেটে ৪৬৭ রান তুলে বেদী দান ছেড়ে দিলেন।

দ্বিতীয় পর্বে পাকিস্তানীরা কিছুটা বড়ো ক্রিকেট খেলার চেষ্টা করলেন। এই পর্বে ভারতীয় দলের হয়ে শুরুতেই আঘাত হানলেন হরিয়ানার দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ যুবক—কপিলদেব। প্রথম ইনিংসের মতো দ্বিতীয় ইনিংসেও চমৎকার বোলিং করেছিলেন কপিল। সাদিক তাঁর আউট স্যুইং বলে বেশ কয়েক বার ঠকে যাওয়ার পর হঠাৎ একটা ইন-কামিং বলে কপিল ছিটকে দিলেন তাঁর উইকেট।

সাদিক আউট—আর এই আউটের সুবাদেই কপিল সংগ্রহ করলেন তাঁর টেস্ট জীবনের প্রথম উইকেট। দ্বিতীয় দফায় কপিলের বোলিং গড় ছিল প্রশংসা করার মতো। মাত্র বারো ওভার হাত ঘুরিয়ে একটি মেডেনসহ ২৫ রানের বিনিময়ে তিনি সংগ্রহ করেছিলেন পাকিস্তানীয় ক্রিকেট ঐতিহ্যের একজন মূল্যবান ব্যাটধারী সাদিক মহম্মদকে।

এই প্রসঙ্গ জানিয়ে রাখি পাকিস্তানীরা মারমুখী খেলে মাত্র চার উইকেটে সংগ্রহ করেছিল ২৬৫ রান। চমৎকার সেঞ্চুরি করেছিলেন আসিফ ইকবাল।

ফৈজালাবাদের টেস্ট ক্রিকেট রানের সমারোহে গরীমাদীপ্ত হলেও ফলাফলের দিক দিয়ে বড় ধরনের কোন নজির সৃষ্টি করতে পারেনি।

ফলে চলতি মরশুমের খেলার গুরুত্ব বাড়লো করাচী ও লাহোরের।

করাচীকে কপিল খেলা দেখাল

করাচীর বুকে ভারত হারলেও, চমৎকার ক্রিকেট খেলেছিলেন তরুণ কপিলদেব। তিনি যে ভারতীয় ক্রিকেটের একজন সত্যিকার সব্যসাচী, তার প্রমাণ কিছুটা পাওয়া গিয়েছিল লাহোরের খেলায়।

লাহোরে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় টেস্টে জিতেছিলেন মুস্তাক। এই ম্যাচে ভারতীয় দল প্রাথমিক পর্যায়ের ব্যাটিং ধারার সুষ্ঠু পরিচয় দিতে পারেন নি। টসে জেতা মুস্তাক সপ্রাণ উইকেটে ভারতীয় দলকে প্রথম ব্যাটিং করার সুযোগ দিয়ে গুটিয়ে দিলেন মাত্র ১৯৯ রানে। একমাত্র বেঙ্গসরকারের ৭৬ রান ছাড়া আর কারো ব্যাটিং উল্লেখ করার মতো ছিল না। কপিলদেব এই ইনিংসে উইকেটে এসে দু-একটা বেপরোয়া মার মারার পর, আউট হলো এল. বি. ডাবলু।

পাকিস্তানীরা সেই তুলনায় ইনিংসের গোড়াপত্তন করেছিল সুবিন্যস্ত মেজাজে। একমাত্র ১৯ রানের মাথায় মুদাসসার নজর স্লিপে কপিলের আউট গোয়িং বলে গাভাসকারের হাতে একটা সহজ ক্যাচ তুলে দিলে, লাহোরের মানুষ নড়েচড়ে বসেছিল খানিক, কিন্তু তারপরই যে কে সেই অবস্থা। চশমাধারী জাহির আব্বাস দ্বিতীয় দিনে তাঁর ব্যাটিংকে রান যন্ত্রে পরিণত করে সমগ্র ভারতীয় বোলারদের যত্রতত্র উইকেটের চারদিকে জ্যামিতির অঙ্কনে সীমানার বাইরে ছুঁড়ে ফেলতে লাগলেন। সুনম্র প্রিয়দর্শন চেহারার মানুষটি যে ভিতরে ভিতরে কি অভিসন্ধি নিয়ে ব্যাট করছেন, তা অচিরেই বোঝা গেল যখন তিনি ভারতবর্ষের সমস্ত দিকপাল বোলারদের হেলায় তুচ্ছ করে নিজেকে পৌঁছে দিলেন ২৩৫ রানে। ওসায়িম বারীও চমৎকার খেলেছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহে ছিল ৮৫ রান ও মুস্তাকের ৬৭। ৫৩৭ রানের একটা ইমারত গড়ে মুস্তাক ব্যাট ছাড়লেন ভারতীয়দের।

দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতীয় ব্যাটধারীরা ইমরানৎভীতির দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলেন। গাভাসকার, চৌহান জুটি অনবদ্য ভঙ্গিমায় শুরু করেছিল দ্বিতীয় পর্বের খেলা। উইকেটের চারদিকে গাভাসকার খুশী মতো পিটিয়েছিলেন। চৌহানকেও যেন সেদিন ভর করেছিলেন ক্রিকেট-দেবতা। প্রথম উইকেটে রান উঠলো ১৯২। মুদাসসারের বলে আশ্চর্য-জনক এক সিদ্ধান্তের পরিচয় দিলেন পাকিস্তানী আম্পায়ার। প্যাড ছোঁয়া বলকে, ব্যাট ছোঁয়া মনে করে তিনি চৌহানকে একরকম প্রায় জবর-দস্তি ফিরিয়ে দিলেন প্যাভেলিয়ানে। এতেও পাকিস্তানী আম্পায়ারিং কীর্তির অবসান ঘটলো না। খানিক বাদে সেনচুরির দোড়গোড়ায় এসে অতিবড় সাবধানী গাভাসকারকেও ওই একই কায়দায় প্যাভেলিয়ানে ফেরত পাঠাতে বাধ্য করলেন সাদাকোটধারী আল্লাদোয়াতুষ্ট নিরপেক্ষ ন্যায়পরায়ণ আম্পায়ার ভদ্রলোকটি, যে অলৌকিক পক্ষ-পাতিত্ব লক্ষ্য করে স্বয়ং পাকিস্তানীরাও লজ্জায় মুখ লুকিয়ে আত্ম-সমালোচনায় মুখর হতে বাধ্য হয়েছিলেন।

পরের দিন সংবাদপত্রের পাতায় ছাপা হয়েছিল তুমূল কলমী তর্ক-বিতর্ক। ছবি ছাপা, লেখালেখি নিয়ে বিস্তর সময় নষ্ট করলেও, এদিকে কিন্তু আসল কাজের কাজটি করে নিলেন পাকিস্তানীরা। ৪৬৫ রানে ভারতীয় দলের ইনিংসটিকে মুড়িয়ে, সামুদ্রিক ঝড়ের মতো দুরন্ত আবেগে ব্যাট চালিয়ে সময়ের আগে ম্যাচ জিতে সিরিজ এগিয়ে রাখলেন।

জয়ের জন্য পাকিস্তানী ব্যাটধারীরা অবশ্যই সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য। তারা যে পজেটিভ ক্রিকেট খেলতে অভ্যস্ত একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। তবু এত কথার পরেও থেকে যায় একটি প্রশ্ন, এই ম্যাচে কপিলদেব কি করেছিলেন ?

দ্বিতীয় পর্বের ক্রিকেটে কপিল খেলেছিলেন অসাধারণ মারমুখী ক্রিকেট। ঝড়ের বেগে তাঁর ব্যাট থেকে নির্গত হয়েছিল রানের অফুরান প্রবাহ। ৪৩টি সতেজ রান করে কপিল ইমরানের বলে ক্যাচ আউট

হলেন। আর বোলিং—দ্বিতীয় দফায় মুদাসসারকে সরাসরি বোল্ড করে, টেস্ট জীবনে সংগ্রহ করলেন তৃতীয় উইকেট। এই টেস্টের দুটি উইকেট ছিল উভয় ইনিংসে মুদাসসারের উইকেট।

এর পরই করাচীতে অনুষ্ঠিত হলো সফরের শেষ ম্যাচ। এই করাচীর বুকেই কপিল আত্মপ্রত্যয়ের দাম্ভিকতায় প্রতিষ্ঠা করলেন নিজেকে।

করাচীর টেস্টে ভারত হেরেছিল। হেরেছিল বেদীর বেহিসাবি পরিচালনার ভুলে। তবে একথা ঠিক এই ম্যাচে লড়াই হয়েছিল দস্তুরমতো। ভারতীয় দল প্রথম ব্যাট করার সুবাদে করাচীর উইকেটে দাপটের সঙ্গে খেলে সংগ্রহ করেছিল ৩৪৪ রান। চমৎকার সেনচুরি করেছিলেন গাভাসকার। পাকিস্তানের মাঠে সেনচুরি, তাঁর ক্রিকেট জীবনের ষোলোকলা পূর্ণ করেছিল। এই ইনিংসে গাভাসকারের পর নাম করা যায় কপিলদেবের।

কি সেই মারমুখী ক্রিকেট!

হাতের ব্যাটে চোস্ত মার মেরে কপিল আনন্দ পেয়েছিলেন যেমন নিজে তেমনি আনন্দ দিয়েছিলেন লক্ষ লক্ষ ক্রীড়ারসিককে। ২৫৩ রানে কিরমানি ফিরে এলে ঘাউড়ির সঙ্গে জুটি বেঁধেছিলেন কপিল। দুজনই ছিলেন সেদিন মারমুখী মেজাজে। ইমরান, সরফরাজ, ইকবাল কাসিম কেউই তাঁদের বাগে আনতে পারেননি। কপিলের চঞ্চল উদ্দামতার চকিত চমকে খুশীর মেজাজে ঝলসে উঠেছিল করাচীর ক্রিকেট। মুক্ত জীবনানন্দের মতো প্রাণখোলা মেজাজে হাতের ব্যাটে ঝরালেন বর্ণালী রোশনাই।

অনবদ্য ৫৯টি রান—রান তো নয় যেন একমুঠো নির্মল খুশীর আনন্দ, তৃপ্তির প্রাণভরা স্বস্তি। তাঁর ব্যাটিং পদ্ধতি কোন মতেই অকেতাবী ছিল না। যেমন ছিল বিন্যস্ত, তেমনি সংহত।

৩৪৪ রানে ভারতীয় দলের প্রথম পর্ব শেষ হলে পাকিস্তানীরাও হাত খুলে ক্রিকেট খেলতে শুরু করেছিল। এই ইনিংসে পাকিস্তান গড়েছিল

৪৮১ রান। জাভেদ মীয়াঁদাদের সেনচুরি। ভারতীয় দলের পক্ষে সেদিন তিনটি করে উইকেট পেলেন কপিল ও চন্দ্রশেখর। কপিলের ঝুলিতে জমা পড়েছিল মজিদ খাঁন, জাভেদ মীয়াঁদাদ ও সফররাজের উইকেট। এই তিনটি উইকেট সংগ্রহ করেছিলেন মাত্র ১৩২ রানে।

দ্বিতীয় দফায় গাভাসকার আবার সেনচুরি করলেন। টেস্ট ম্যাচে উভয় ইনিংসে সেনচুরির নজির গাভাসকারের, এই নিয়ে দ্বিতীয় বার পূরণ হলো। মহিন্দর চমৎকার খেলেছিলেন। শেষ দিকে আবার সেই ঘাউড়ি আর কপিলদেব। আবার পঞ্চাশ রানের জুটি—এবার কপিল করলেন মারমুখী ক্রিকেটে ৩৪ রান। চমৎকার—রাজসিক বিদ্রোহী মেজাজী ক্রিকেট। দর্শকেরা খুশী। ভারতবর্ষের ক্রিকেটে এমন মারমুখী হওয়ার মতো ক্রিকেটার আছেন,—একথা ভেবেই অবাক হলেন পাকিস্তানীরা। তাঁরা প্রশংসা করলেন কপিলের সংগ্রামী লড়িয়ে মেজাজকে। এই ম্যাচ জিততে পাকিস্তানীদের অবশ্য কিছুটা সাহায্য করেছিলেন বেদী। বাধ্যতামূলক ওভারে তিনি ৪ ওভার হাত ঘুরিয়ে পাকিস্তানীদের ৩৩ রান সংগ্রহ করতে সাহায্য করলেন অনায়াসে—যেন এমন ভাব, তাড়াতাড়ি ম্যাচ জিতে নিয়ে আমাকে মুক্ত কর।

আসিফ ইকবাল ও জাভেদ মীয়াঁদাদের সেদিনের ক্রিকেট ভোলার নয়। ঝড়ের বেগে সময়কে পিছনে ফেলে রানের ঘোড়া ছোটালেন পাকিস্তানী ব্যাটধারীরা আট উইকেট। ম্যাচ জিতলেন,সিরিজ জিতলেন।

তবু এই পরাজয়ের মধ্যে পাকিস্তানী দর্শক ও সমালোচকদের সমাদর আদায় করলেন সানি সহ হরিয়ানার যোগ্য সন্তান কপিলদেব।

পাকিস্তান সফর ভারতীয় ক্রিকেটের কাছে ব্যর্থতার বছর—এই সফরের অভিজ্ঞতা বেদীকে মনে হয় চিরকালটা দুঃস্বপ্নের মতো আত্মদহিত করবে। আবার এই সফরকে ধন্যবাদ জানাবে একালের যৌবনদীপ্ত সুকুমার কপিলদেব—করাচীর ক্রিকেটে যে খুলে দিয়েছে তাঁর সৌভাগ্য সিংহদুয়ার—যে পথ ধরে বিদ্রোহী তরুণ সব্যসাচী ক্রিকেটার আত্ম-

অহমিকার দর্পিত পদক্ষেপে প্রবেশ করেছেন বিশ্বজনের সাজানো ক্রিকেট উদ্যানে।

সত্তর দশক মুক্তির দশক—একথা আগেই বলেছি। আর কেন যে এই দশক ক্রিকেট ভূমিতে ভারতবর্ষের কাছে একান্ত আপনার, তাও ভারতীয় ক্রিকেট রসিক হিসাবে আপনাদের অজানা নয়।

সত্তরের শুরুতেই যেমন সূর্যোদয় ঘটিয়ে ক্রিকেটের পুব আকাশকে বর্ণালী রূপ বাহারে দর্শনীয় করে তুলেছিলেন বোম্বাই-এর একজন সতেজ ব্যাটধারী, ঠিক তেমনি দশক সমাপ্তির মুখে সেই সৌভাগ্যসূর্যকে মধ্য-গগনে দীপ্তিমান করে তুলছেন—হরিয়ানার এক দুরন্ত যুবক!

গাভাসকার যিনি শুরুতেই দর্পিত ব্যাটের বর্ণোজ্জ্বল ঘনঘটায় বিস্ময়ের বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিলেন বিশ্বক্রিকেটে—সেই তারপরেই বিশ্বজন প্রত্যক্ষ করেছে আর-এক ভারতীয় তনয়কে, যার ব্যাট-বলের যৌথ আবেগ প্রবণতায় সুসজ্জিত হয়ে উঠেছে এককালের ক্রিকেট অপরূপ লাবণ্যের মহিমাময় বিন্যাসে।

"Kapil Dev : this season's star".

কপিলদেব—ভারতীয় ক্রিকেটের একটা নাম—যে নামমন্ত্রে দোলা লাগে রক্তের গভীরে। হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে বাজে, উদ্ধত যৌবনের অফুরান প্রাণোচ্ছ্বাস। যার এক হাতে আছে সাদা ব্যাটের হিল্লোলিত উন্মাদনা, অন্য হাতে লালবলের অগ্নিবাণ।

যেমন ব্যাটে—তেমনি বলে!

ক্রিকেটের ব্যাটবলের প্রত্যক্ষ লড়াইতে কপিল হলেন একজন চির-বিদ্রোহী সৈনিক। যার দর্পিত পদক্ষেপে প্রতি মুহূর্তে ধ্বনিত হয় মহা বিদ্রোহের সুর। যার দু'চোখের ভ্রূকুটি—ক্রিকেটের সমস্ত শাসন শৃঙ্খলকে হেলায় ভেঙে-চুরে দামাল স্বভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠায় স্বোচ্চারিত অহংকারকে প্রকাশ করতে চাইছে। জনপ্রিয়তার কণ্টকহীন সাম্রাজ্যে যিনি অপারেজয় যুবরাজ—সেই কপিলদেব আজ সবার সেরা।

পাকিস্তান সফরে প্রথম আত্মপ্রকাশ মুহূর্তে কপিল রাতারাতি

প্রতিষ্ঠা করলেন নিজেকে। তাঁর যৌবনদীপ্ত নির্ভীক মনোভাব এক নিমেষে জয় করে নিলো বিশ্বজনের চিত্ত। সে যে আজ লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর হৃদয়দুলাল।

পাকিস্তানে প্রথম সফর শেষ করে কপিলদেব দেশে ফিরে এলেন যশের মুকুট মাথায় পরে। পাকিস্তানী ক্রিকেট রসিকের দল, যাঁরা নিজেদের ক্রিকেট সম্পর্কে চিরকালই উন্নাসিক—সেই তাঁরাও চির-শত্রু হিন্দুস্তানের ক্রিকেটীয় গরিমা সম্পর্কে মন্তব্য রাখতে গিয়ে স্ব-বিস্ময়ে বললেন, "কপিলদেব—আগামী দিন যার উজ্জ্বল সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ। গাভাসকার-বিশ্বনাথের পর কপিলদেবের তারুণ্যের উন্মাদনা আমাদের বিস্মিত করেছে।"

কথাটা মিথ্যে নয়—অক্ষরে অক্ষরে মিলেছে সেই ভবিষ্যৎ-বাণী। কপিলদেব—যিনি করাচীর বুকে ভেল্কি দেখালেন ব্যাট-বলের ক্রিকেটে, সেই তিনি আঠারো মাসের দিন কাটাতে না কাটাতেই বিশ্ব ক্রিকেটের কাছে হয়ে উঠেছেন আলোচ্যময় ব্যক্তিত্ব—এ কি কম কথা হলো ? ভারতবাসী হিসাবে এ যে বড় গর্বের কথা।

কপিলদেব—আমাদের কপিলদেব—আমাদের ভালোবাসার যৌবন-দীপ্ত একজন রূপকুমার ; যার ব্যাটের ঝলকানি শরতের রোদের মতো স্বচ্ছ আর মিঠে, যার লাল বলের দাপট দাবানলের মতো ভয়াবহ।

সেই কবে তিরিশ দশকে নিসার-অমর সিং ছিলেন ভারতীয় ক্রিকে-টের রুদ্র মানব, তারপর দীর্ঘ বিরতি। ভারতবর্ষের ক্রিকেট লালবলের বন্ধ্যা দশায় আপন মনে দহিত হয়েছে এতকাল। অবশ্য এরই মাঝে পরশপাথরের মতো কাজ করেছিলেন কিছুদিন রমাকান্ত দেশাই—তাও আজ বিগতপ্রায়।

স্মৃতি বড় বেদনা।

মুছে গেছে পুরনো দিনগুলো। কোথায় হারিয়ে গেছে তিরিশের ফেলে আসা নিশার-অমর সিংয়ের সাড়া জাগানো অধ্যায়। তবে কি যা যায়, তা আর ফিরে আসে না কোনদিন ? তবে কি আর নিসার বা

অমর সিংয়ের সমতুল্য কোনদিন কোন বোলারকে আজ খুজে পাবে না ভারতবর্ষ ?

পাবে—নিশ্চয়ই পাবে।

ঠিক একদিন না একদিন খুঁজে পাওয়া যাবে। এত বড় একটা দেশে ঠিক কোন না কোন জায়গা থেকে মাথা চাড়া দিয়ে কেউ না কেউ বলবে—আমি এসেছি। আমাকে গ্রহণ কর স্বদেশ। বুকের গভীরে এ হেন এক গোপন সোনালী স্বপ্নকে লালন করছিলেন চণ্ডীগড়ের একজন মানুষ যার নাম দেশপ্রেম আজাদ।

আজাদ আশাবাদী মানুষ। তাঁর বুকের স্বপ্ন হৃদয় কলজে উপড়ে ভারতীয় ক্রিকেটকে একটি যোগ্য পেশ বলের জুড়ি উপহার দেওয়া—যাদের আচার, স্বভাব হবে তিরিশ দশকের সেই বিখ্যাত জুড়ি অমর-নিসার সমতুল্য।

স্বপ্ন নয়—আদর্শ !

আজাদের আদর্শ। এই আদর্শকে বুকে নিয়েই একদিন কাজে হাতে দিয়েছিলেন আজাদ। খুঁজে বার করতেই হবে পেশ বলের যোগ্য জুড়ি, আমরা ভারতীয়রা কমতি কিসে। আমরাও ক্রিকেট খেলতে জানি।

অতএব আপন বুকের গভীরে লুকনো স্বপ্নকে বাস্তবে কার্যকরী করতে উঠে পড়ে লাগলেন তিনি।

শুধু তো স্বপ্ন দেখলেই চলবে না—স্বপ্নকে সফল করে তুলতে, আদর্শকে কার্যকরী করতে প্রয়োজন দক্ষতা, নিষ্ঠা, শ্রমের। আজাদ সমস্ত নিষ্ঠা নিয়ে শ্রমে নামলেন, তৈরী হলো চণ্ডীগড়ে পেশ বোলার গড়ার কারখানা। আজাদ যন্ত্রী—সঙ্গে বেশ কিছু তরুণ ছাত্র। দু চোখ বড় বড় করে আজাদ তাকিয়ে থাকেন সকলের দিকে, এদের মধ্যেই কেউ হয়ত আছে ভবিষ্যতের নিসার-অমরসিং।

কিন্তু কার মধ্যে !

ঘ্রাণে গন্ধ পান ক্রিকেটের—যার মধ্যে সামান্যতম প্রকাশের সম্ভাবনা দেখেন, তাকেই তিনি চালনা করতেন আপন যন্ত্রশালায়। এত পরীক্ষা-

নিরীক্ষা করা সত্ত্বেও আজাদের মন ভরে না। ঠিক তিনি যা চান, তা নয়। তাহলে! মন ভাঙে, তবু স্বপ্ন আনে মনের কোণে নতুন প্রেরণা। ঠিক তুমি খুঁজে পাবে আজাদ—স্বপ্ন তোমার সফল হবে।

অবশেষে এলো সেই দিন।

সেদিন আকাশের সূর্য কি বারতা অদৃশ্যে ঘোষণা করেছিল, তা কারো মনে নেই, তবে আজাদ তাকে প্রথম দর্শনেই চিনেছিলেন।

ছেলেটা এসে দাঁড়িয়েছিল আজাদের খুব কাছে। পেটানো শরীর। কতক্ষণ যে তিনি তাকে একভাবে লক্ষ্য করছেন, তার হিসাব নেই। এক সময় তাঁর তন্ময়তা কেটে ছিল। চোখে চোখ পড়েছিল।

সেই ছিল প্রথম গুরু-শিষ্যের মিলনের দিন।

এরপর থেকে প্রতিদিন সে আসতে শুরু করলো আজাদের ক্রিকেট শিবিরে, সেও তো বড় হতে চায়—অনেক বড়।

স্কুল ছুটির পর নিয়মিত চলে তার আসা-যাওয়া। দিনে ঘণ্টা তিন-চার করে চলে একটানা সাধনা। কোন বিরাম নেই, কোন ছেদ নেই।

আজাদের মনের মেঘ সরতে শুরু করেছে। তাঁর মনে আর কোন দ্বিধা নেই, দ্বন্দ্ব নেই। তাঁর স্থির বিশ্বাস, এই ছেলেই একদিন তার নাম রাখবে—বড় হবে--স্বপ্নকে সফল করে তুলবে।

আজাদের সেই স্বপ্ন আজ সার্থক! কপিল সত্যি নিসার সমতুল্য না কি গুণগত বিচারে নিসার বা কপিলদেবের মধ্যে কোন তফাত আছে, একথা বিচার করার তীক্ষ্ণতা আমাদের নেই। তবে যেটুকু সাদামাটা চোখে দেখতে পাই তা থেকে একটা কথা পরিষ্কার যে কপিলদেব ভারতীয় ক্রিকেটের উচ্ছ্বাস, সর্বশক্তিমান একজন অনন্যসাধারণ পেশম্যান। তার মধ্যে আছে দুরন্ত যৌবন তারুণ্যের স্বতঃস্ফূর্ততা দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ক্রিকেট দেবতা যেন মুখ তুলে তাকিয়েছেন ভারতবর্ষের ক্রিকেটের প্রতি। এ যেন তাঁরই আশীর্বাদ মাথায়

> "Kapil is the Nissar of my dream."—
> Desh Pram Azad

নিয়ে মৃতুঞ্জয়ী অজেয় তরুণ কপিল ভারতীয় ক্রিকেটে আবির্ভূত হয়েছেন মুক্তির দিশারী হিসাবে, যাঁর এক হাতে সাদা-ব্যাটের উদ্দাম যৌবনদীপ্ত রূপের ঝলকানি, অন্য হাতে লাল বলের দুরন্ত অগ্নিবাণ।

করাচীর মানুষ ভাগ্যবান, তাঁরা প্রত্যক্ষ করেছিলেন আবির্ভাবলগ্নে কপিলের যৌবনের অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খলতা। ঝড়ের বেগে হাতের ব্যাট চালিয়ে শিহরণ জাগানো চোস্ত কিছু বড় মার মেরে রাতারাতি কপিল ক্রিকেট উদ্যানে প্রতিষ্ঠা করেছেন নিজেকে।

ক্রিকেট দর্শকেরা তাঁকে ভালোবেসেছেন প্রথম দর্শনেই। তাঁর ঝড়ো ক্রিকেট দর্শকমাত্রেই প্রত্যাশিত!

কপিলদেব মাঠে নামছেন— দর্শকদের সে কি চিৎকার! উচ্ছ্বাসে করতালি দিয়ে সারা মাঠের মানুষ অভিনন্দিত করছেন প্রাণবন্ত সুকুমারকে। সবাই যা চায়, তা তো একমাত্র দিতে পারেন এই মানুষটি। তার যে অসীম ক্ষমতা। তাঁর হাতের ব্যাট যে দস্তুরমতো কথা বলে বলের সঙ্গে। ব্যাট-বলের এই মুখরিত ভাষা শোনার জন্যই তো দর্শকদের রোদে তেতে খেলা দেখা—এ দেখায় যে আছে স্বর্গীয় আনন্দ। আর এই আনন্দই দিতে পারে চণ্ডীগড়ের ক্রিকেটকোচ আজাদ-জীর একমাত্র যোগ্য শিষ্য, কপিলদেব।

সাধনার পর্ব

কপিল চিরকালই যোদ্ধা। তার ক্রিকেটে আছে সত্যিকার লড়াই করার মেজাজ। ব্যাট-বলের উদ্দাম লহরীকে উপেক্ষা করে সে বাজিয়ে যায় আপন মনে চিরবিদ্রোহের অগ্নিবীণা। যার সুরঝংকারে ক্রিকেট রসিকের চিত্তে জাগে শিহরণ, রোমাঞ্চ। কপিলের এই মানসিকতা তার নিজস্ব। নিজের খেয়ালে সে নিজের সাম্রাজ্য গড়ে তোলে,

আধিপত্য বিস্তার করে—তার রণনীতি তাই অন্য সকলের চেয়ে আলাদা।

কপিলের এই সংগ্রামী মেজাজ ছোট থেকেই। সে কিছুতেই হার মানতে রাজি নয়। তার কাছে ক্রিকেট যৌবনের উন্মাদনায় ঘেরা এক সত্যিকার আনন্দ, যে আনন্দে আছে তৃপ্তির উচ্ছলতা, সাহসিকতা।

শ্রমকে কোনদিনই ভয় পায় না কপিল।

একটানা তিন চার ঘণ্টা শরীরের ঘাম ঝরিয়ে বল করতে সে বরাবরই অভ্যস্ত।

লাল বল হাতে নিলে যেন তার রক্তে দোলা লাগে। মাথায় উঠে আসে সেই খুন। বিদ্যুতের ঝলক তুলে লাল বল ছুটে যায় হলুদ উইকেট লক্ষ্য করে। উদ্দেশ্য ব্যাটকে ফাঁকি দিয়ে ব্যাটধারীর আড়াল করে রাখা হলুদ জিওন কাঠি ভাঙার।

হাউজ দ্যাট !

লাফিয়ে উঠে উল্লাসে দু হাত, আত্ম-প্রত্যয় ছুঁতে চায় মাথার ওপর চাঁদোয়া বিস্তারিত নীল আকাশকে। গগনভেদী সেই আবেদনে সাড়া না দিয়ে কি উপায় থাকে !

দেখতে দেখতে ক্রিকেটের শত উইকেট পুরে গেল। এখন সে বিশ্বের একজন, সাড়া জাগানোদের মধ্যে অন্যতম। মাত্র ২৫তম টেস্টে শততম উইকেট দখলের নজির নয়—সেই সঙ্গে কপিল তাঁর সব্যসাচী ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠায় পূরণ করেছে হাজার রান। ব্যাট-বলের এই যুগ্ম সাফল্য—তারই নাম ক্রিকেটের পরিভাষায় ডাবলস্। কপিল সেই ডাবলস্-এর অধিকারী। মাত্র ২১ বছর বয়সে এমন একটি দুর্লভ রেকর্ড গড়ে কপিলদেব শুধু যে নিজের মর্যাদাকে বিশ্ব-আঙিনায় প্রতিষ্ঠা করেছে তাই নয়, সেই সঙ্গে মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেটের।

একক সন্ন্যাসী মানকাদের পর কপিলদেবের এই নয়া সৃষ্টি 'ডাবলস্-এর সম্মান তাই ভারতীয় মাত্রে বড় আকাঙ্ক্ষিত।

কপিলদেব ভারতের মুখরক্ষা করেছেন। তাঁর গৌরবে ভারতীয়

ক্রিকেট গৌরবান্বিত। তাইতো কপিল আমাদের আশা, আমাদের ভরসা, তেজ, প্রভাব, যৌবন!

সত্তরের শেষ প্রান্তে সানির পর কপিলদেব ভারতীয় ক্রিকেটকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এসেছেন যৌবনের জয়গান ঘোষণায়।

দশ বছর বয়সে কপিল ক্রিকেটে এসেছিলেন।

তারপর মাত্র আট বছর, রাতারাতি বিশ্ব ক্রিকেটের উচ্চশৃঙ্গে প্রতিষ্ঠার ধ্বজা উড়িয়ে ঘোষণা করেছেন হরিয়ানার যুবকটি আপন দৌরাত্ম্যের শ্রেষ্ঠত্ব।

বিশ্ব ক্রিকেট অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে। এক ভারতীয় যুবকের এত দাপট, এত শক্তি!

খুব ছোট বয়সে কপিলের দু'চোখের দিকে তাকিয়ে যে মানুষটি তাকে প্রথম চিনেছিলেন তিনি হলেন চণ্ডীগড়ের ক্রিকেট কোচ আজাদজী।

কপিলের দিকে তাকিয়েছিলেন বেশ কিছুক্ষণ, তারপর বলেছিলেন না, ওর হবে—ওর মধ্যেই আছে আমার স্বপ্ন সফলের সম্ভাবনা।

এক কথায় রাজি।

৬ নম্বর সেকটরে সেই শুরু হয়েছিল ক্রিকেট নিয়ে কপিলের আনা-গোনা। দেশপ্রেম আজাদজী নজর রাখতেন তার ওপর। লক্ষ্য করতেন, তবে কোনদিন জোর করে কোন আদর্শ তার মধ্যে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেননি।

জোর করে কারো ওপর কিছু চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয়। আজাদের শিক্ষাপদ্ধতি ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। তিনি বলছেন, যার মধ্যে নিজস্ব প্রতিভা আছে, সে নিজেই নিজের রীতিকে অনুসরণ করবে। নিজের স্বকীয় ধর্মে বেড়ে উঠবে। বাইরে থেকে চাপ দিয়ে কাউকে কিছু জোর করে চাপিয়ে দিলে সহজ গতি ব্যাহত হবে। কাজেই উচিত স্বধর্মে স্ব-প্রতিভাকে বিকাশ হওয়ার সুযোগ দেওয়া। কপিল তাই তাঁর গুরুর ভাষায় স্ব-প্রতিভার বিকাশ।

কপিল সম্পর্কে বলতে গিয়ে দেশপ্রেম আজাদ বলেছেন, কপিলকে দেখিয়ে কেউ যদি বলে আমি ওকে শিখিয়েছি, তাহলে বলবো, সে কথা ঠিক নয়। কপিলদেব হলো এমন একটি ব্যক্তিত্ব, যা স্বধর্মে আপন ধারায় বিকশিত। আমার বিশ্বাস, কপিলের মতো সতেজ যৌবন কারো ধরাবাঁধা নিয়মের গণ্ডিতে বাধা নয়, সে আপন প্রবাহে নিজেই গতিশীল। তাঁর ক্রিকেটের মধ্যে সাহস আছে, আনন্দ আছে, তৃপ্তি আছে, আছে অনাবিল যৌবন মাদকতা।

সে যখন লাল বল হাতে নিয়ে ছুটে আসে, তখন দেখে মনে হয় সে যেন নিজের হৃৎপিণ্ডকে হাতের মুঠোয় দলা পাকিয়ে নিয়ে আঘাত হানতে চাইছে বিশ্বের তাবৎ দাম্ভিক ব্যাটধারীর আত্মপ্রত্যয়কে।

আবার ওই কপিল যখন ব্যাট হাতে নিয়ে হলুদ উইকেট আগলে দাঁড়ায়, তখন তাকে দেখে মনে হয় ক্রিকেটের কোন দামাল বিপ্লবী ব্যাটের ঘায়ে লাল বলকে সীমানার বাইরে ছুঁড়ে ফেলে ঘোষণা করতে চায় স্বদাম্ভিকতায় আপন অধিকার।

চোস্ত হাতে বড় মার মারতে কপিলদেব চিরকালই সিদ্ধহস্ত। ক্রিকেটের ব্যাট-বলের ঝঙ্কারিত উচ্ছ্বাস শিহরণ আনে অগণিত দর্শকচিত্তে।

অবাক লাগে, যখন অনাবিলভাবে সে লাল বলকে ছুঁড়ে দেয় সীমানার বাইরে। তার হাতের ব্যাট কিশোরী প্রেমের মতো চঞ্চল আবেগে দোলা দিয়ে যায় লক্ষজনের হৃদয়তন্ত্রীতে।

আশ্চর্য! কি ভুবনমোহন রূপ, রূপের কি অহঙ্কার! কপিলের এই মেজাজ একদিনে তৈরী হয়নি। তাঁর এই মেজাজ—এই উন্মদনাভরা ক্রিকেটের চেহারা বরাবরের। কপিল সম্পর্কে তাই আজাদ বলেছেন—"কপিল ওয়াজ অলওয়েস এ ফাইটার।"

তাঁর সাড়া জাগানো ঝড়ো ক্রিকেটের মধ্যে জীবন আছে, আছে প্রাণের সাড়া। সে যৌবনকে বাজি ধরে ক্রিকেটের ব্যাট-বল হাতে নিয়ে মাঠে নেমেছে। তাই তাঁর ক্রিকেট যেমন সতেজ, তেমনি প্রাণবন্ত।

কপিল প্রসঙ্গে চণ্ডীগড়ের কোচ আজাদজী এক সাক্ষাৎকারে মজার কিছু ঘটনার উল্লেখ করেছিলেন।

কোচিং ক্যাম্পে ছেলেদের মধ্যে দল গড়ে প্রায়ই ক্রিকেট খেলাতেন আজাদী। এই দলের যে কোন একটিতে স্থান পেতেন কপিলদেব। কোনদিন যদি খেলার মধ্যে দেখা যেত কপিলের দল ৫০ রানের মধ্যে আউট হয়ে গিয়েছে, অমনি সে আজাদের কাছে এসে বলতো, দুশ্চিন্তা করবেন না স্যার, আমার টিম ৫০ রানে আউট হয়েছে তো কি হয়েছে—আমি ওদের (প্রতিপক্ষ) এই রান তোলার আগেই সাবড়ে দেব।”

আজাদ বলেছেন, কপিলের এই কথা, কথাই ছিল না। সে প্রায়ই তার কথাকে কাজে পরিণত করতো। আমি অবাক হয়ে ভেবেছি—আশ্চর্য—সে কথা রাখে কি করে!

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পাঠকদের জানিয়ে রাখি দেশপ্রেম আজাদ নিজেও একজন ভালো ক্রিকেটার ছিলেন। পঞ্চাশ দশকে তিনি দক্ষিণ পাঞ্জাব একাদশের হয়ে রনজি ট্রফিতে বহুবার অংশ নিয়েছেন। নিজে ক্রিকেটার ছিলেন বলেই তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল ক্রিকেটের গুরুত্ব বুঝে ক্রিকেট-পাঠশালা তৈরী করা।

তিনি ক্রিকেটের যে একজন পাকা জহুরী এই বিষয়ে কারো মনে আজ আর কোন প্রশ্ন নেই। আর থাকবেই বা কেন—সকলেরই সব প্রশ্নের উত্তর আজাদ হয়তো দিয়েছেন; তাঁর যোগ্য শিষ্য—কপিলদেব।

আজাদ তাই বারবার বলেছেন, আমি অবাক হয়ে যাই—যখন কাউকে বলতে শুনি আমি ওকে আবিষ্কার করেছি, কিংবা আমি ওকে নিয়ে প্রথম লিখেছি। কথাটা ঠিক নয়, কেবল বলতে পারি আমি ওর একজন কোচ ছিলাম। ওকে সাহায্য করেছি মাত্র, বেশী কিছু নয়। আমার বিশ্বাস—কপিলদেবের

> কপিল—নিজেই নিজের শিক্ষক। আমি কেবল মাত্র বেড়ে উঠতে সাহায্য করেছি।
>
> —দেশপ্রেম আজাদ

মতো খেলোয়াড় নিজেই নিজেকে প্রকাশ করতে সচেষ্ট। তার মধ্যে প্রকৃতিদত্ত কিছু সম্পদ আছে। আর এই সম্পদ হলো তার সুঠাম শরীর স্বাস্থ্য। একজন ভালো কোচ প্রথম যে দিকে নজর দিয়ে থাকেন, সেই এ্যাথলেটিক শরীর কপিলের ভগবানদত্ত সম্পদ।

শুনলে হয়ত অবাক হবেন, ক্রিকেটার হওয়ার বহু আগেই কপিল নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন একজন এ্যাথলেট হিসাবে। এখন তার বাড়িতে গেলে দেখা যাবে আলমারী ভর্তি অসংখ্য কাপ আর মেডেল, এগুলির অধিকাংশ তার ক্রিকেট থেকে আদায় করা। তবু এরই মধ্যে পুরনো কিছু কাপ আর মেডেল আছে যেগুলো কপিল পেয়েছিলেন একেবারে ছোট বয়সে, স্কুল স্পোর্টসে ২০০ ও ৪০০ মিটার দৌড়ে।

তার জীবনের প্রথম স্বপ্ন ছিল একজন ভাল দৌড়বিদ হওয়া। এর জন্য সে তৈরী করেছিল সুন্দর সুঠাম একটা শরীর, যা তার ক্রিকেট জীবনের মস্ত মূলধন।

ক্রিকেট আসরে কপিল এসেছিলেন একজন ভাল বোলার হওয়ার প্রত্যাশায়। তাঁর বরাবরের স্বভাব নতুন লাল বলটা হাতে নিয়ে প্রথম বল করা।

বল পুরনো হলে সেই বলে বল করতে তার মন চায় না। ইচ্ছে জাগে না। কপিলের ভাষায়—"নতুন বলের লাল রঙ আমার রক্তে নেশা ধরিয়ে দেয়। সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে ওই বলে বল করার ইচ্ছা আসে—চেষ্টাও করি।"

আজাদ বলেছেন, আমি যা চেয়েছিলাম, কপিল ঠিক তাই। সে আমার স্বপ্নের নিসার। আমি চেয়েছিলাম ভারতের মাটিতে আর একটা অমর সিং ও নিসারকে আবিষ্কার করতে ; সেই স্বপ্ন সে আমার সফল করেছে।

আজ চণ্ডীগড়ে গেলে বোঝা যায় সেখানকার মানুষের মনের ভাষা, শোনা যায় তাদের বুকের স্পন্দন, মনের কথা—তাদের কাছে একটা নামই সবার সেরা—তা হলো কপিলদেব।

কপিলদেব—নিজেই নিজের পরিপূরক।

তবু একথা ঠিক, তিনি সময় মতো এসে দীক্ষিত হয়েছিলেন উপযুক্ত গুরুর কাছে। গুরুর মন্ত্র তার মতো খেলোয়াড়কে সক্রিয় হতে সাহায্য করেছে অনেকখানি।

জীবনে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার ক্ষেত্রে গুরুর একটা প্রয়োজনীয়তা আছে। তিনি তো সাহায্যকারী মাত্র, পিছন থেকে অদৃশ্যভাবে চালিত করেন। আজাদও তাকে চালনা করেছিলেন। চালনা করেছিলেন কপিলকে তার সাধিত নিজস্ব সাধনপথে।

সে যেমনটি চায় ঠিক তেমনিভাবে বড় হওয়ার মন্ত্রটুকু বলে দিতে, সেই দিক দিয়ে বলা যায় কপিলও একজন ভাগ্যবান। ভাগ্যবান না হলে তিনি কি এমন গুরু পেতেন, যে তাকে সম্পূর্ণভাবে চিনতে পারে, বুঝতে পারে।

কপিলকে সহজ স্বাভাবিক ভাবে চালনা করেছেন আজাদ। ঠিক যেখানে যতটুকু দরকার, ঠিক ততটুকু উপদেশ দিয়েছেন। আদেশ বা নিয়মের কড়াকড়ি করে তিনি বাঁধতে চাননি তাঁর শিষ্যকে। এর ফলে কপিলের পক্ষে আপন নিয়ন্ত্রিত শক্তিকে ঠিকঠাক ভাবে যাচাই করা সহজ হয়েছিল।

শুধুমাত্র সাধারণ একজন ফাস্ট বোলার হব এই প্রত্যাশা কোনদিন আমার ছিল না। যদি আমার লক্ষ্য কেবল মাত্র ফাস্ট বোলার হওয়ার হতো, তাহলে গুরু আমাকে সেইভাবেই চালনা করতেন।

আমি বোলিংয়ের সঙ্গে চেয়েছিলাম একজন ভাল ব্যাটসম্যান ও দক্ষ ফিল্ডসম্যান হতে। সে ভাবেই নিজেকে তৈরী করেছিলাম। গুরুকেও বলেছিলাম—"I want to be an all purpose man. I should be able to do anything the team needs taking wickets, scoring fast runs, batting doggely, or fielding hard and taking catches."

ক্রিকেট—তিন কাঠির খেলা, ত্রি-গুণের সমন্বয়। একজন দক্ষ ক্রিকেটার হতে গেলে তিনটি গুণই থাকা দরকার। তাছাড়া এটাও তো ঠিক—খেলার মধ্যে যখন প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে, তখন তার মধ্যে আছে প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন। আমি তো এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে একজন সৈনিক। আমার দল, আমার দেশ, আমার ওপর অনেক কিছু প্রত্যাশা করে। আমার উচিত তাদের সেই প্রত্যাশাকে পূরণ করা। আর তা পূরণ করা সম্ভব হয়, যদি আমি নিজেকে "অল-পারপাস ম্যান" হিসাবে তৈরী করতে পারি।

আমার হাতে যখন টকটকে লালবলটা তুলে দেওয়া হয়, তখন জানি আমার দল আমার কাছে কি প্রত্যাশা করছে। আমি মরিয়া হয়ে উঠি আউট করার চেষ্টায়। যে করেই হোক আমার চেষ্টা থাকে—ব্যাটধারীকে বোকা বানিয়ে তার আগলে রাখা উইকেট ছিটকে দিতে। জানি—ওই হলুদ উইকেট ছিটকে দিতে পারলেই সবাই খুশী হবে। চিৎকার করে বলবে—সাবাস কপিল—কপিলদেব, এইতো চাই। এই না হলে নও-জোয়ান।

আবার ব্যাট হাতে যখন মাঠে নামি, তখন মনে হয় লালবলকে উড়িয়ে সীমানার বাইরে ছুঁড়ে দিতে হবে। আমার হাতে সাদা ব্যাট অতৃপ্ত হয়ে আছে লাল বলের চুম্বন কামনায়। সময় হাতে কম, করতে হবে অনেক রান। অতএব রানের বন্যায় মাতোয়ারা হয়ে হাতের ব্যাটকে উজান দরিয়ায় ভাসিয়ে দিই। দেদার আনন্দ, খুশী সবাই। আমি, আমার দল ও দলের সমর্থকেরা। মুঠো মুঠো আনন্দে ক্রিকেট হয়ে ওঠে প্রাণচঞ্চল। চঞ্চলতা আমি ভালোবাসি। সুবোধ বালকের মতো ধীরস্থির মেজাজ আমার নয়। অস্থিরতা যেখানে জীবন সেখানে স্থিরতা কি মানায় না টিঁকতে পারে। বরং মনে হয় অস্থিরতার মধ্যে স্থিরতা বড় বেমানান। তাই যতক্ষণ আছি ততক্ষণ চাই আনন্দ, আনন্দ মানেই ক্রিকেট, ক্রিকেট মানেই একমুঠো কলরব।

কপিলের বড় হওয়ার পিছনে আছে তার পরিবার। পরিবারের সকলে চেয়েছিল তাদের কপিল বড় হোক। মস্ত ক্রিকেটার হোক। এর জন্য তাঁরা চেষ্টাও করেছিলেন।

একবার আজাদজী তাঁর বাড়িতে বসে কথা বলতে বলতে বললেন, কাক্কু তো দারুণ পরিশ্রম করে। ওর চেহারার দিকে নজর দেওয়া দরকার। ভাল খাওয়া দাওয়া না করলে, ওর স্বাস্থ্য খারাপ হতে পারে।

আজাদজী চলে আসার পরই, বড়দা বেরিয়ে পড়লেন বাড়ি থেকে। সন্ধ্যের পর যখন বাড়ি ফিরলেন, তখন একা নয়, দেখা গেল বাজার থেকে একটা মহিষ কিনে নিয়ে এসেছেন।

কপিল অবাক।

কেন অবাক হবেন না!

বড় ভাই বললেন, তোমার স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করেই আমি ওটা কিনেছি।

সেই শুরু হয়েছিল মহিষের খাঁটি দুধ খাওয়ার অভ্যাস। এই অভ্যাস আজও কপিলের আছে। সকাল সন্ধ্যায় খাঁটি মহিষের দুধ তাঁর চাই। চা, কফি ওসবের কোন নেশা নেই। নেশা দুধের, তবে সেটা মহিষের দুধ হওয়া চাই—চাই।

শুধু তাই নয়—কপিল চাকরি করুক, এটা তার পরিবারের কারো কাম্য নয়। কথাটা শুনে নিশ্চয়ই অবাক লাগছে। সত্যি ঘটনাটা-মিথ্যে নয়। স্কুল থেকে পাস করে বেরুবার পরই তাঁর কাছে এসেছিল চাকরির প্রস্তাব।

কথাটা কপিলদেব বাড়িতে বলেও ছিলেন। দাদা কিছু বলার আগেই আপত্তি করেছিলেন মা।

বলেছিলেন, চাকরি করে কয়েক শ' টাকা রোজগারে মন না দিয়ে, যেমন ক্রিকেট খেলছ তাই খেল। আজাদজী তোমার জন্য এত শ্রম করছেন, ওই কয়েক শ' টাকার চাকরির জন্য নয়—ক্রিকেট খেলা শিখতে পারলে, ওরকম কয়েক শ' টাকা তুমি অনেক রোজগার করতে পারবে।

ব্যাস, এরপর কথা নয়।

চাকরি করা হলো না কপিলের।

উঠে পড়ে মন দিলেন ক্রিকেটের ওপর।

আমার জীবনের মস্ত প্রেরণা—আমার মা। আমি আমার মায়ের ইচ্ছাতেই এত বড় হতে পেরেছি। আমার মা চেয়েছিলেন, আমি বড় হই—অনেক বড়—আমি যেন আজাদজীর শ্রম সার্থক করতে পারি। মায়ের সেই ইচ্ছে পরিপূর্ণ হয়েছে।

আমি বরাবরই আমার মায়ের খুব প্রিয়। আমার কোন কাজেই তিনি কখন বাধা দিতেন না। তাই খেলার প্রতি আমার আগ্রহ লক্ষ্য করে সবসময় তিনি আমাকে সেই ব্যাপারে উৎসাহ দিতেন। তাঁর একটাই কথা—যা করবে, সেটা মন দিয়ে করবে। যা করবে মনে করবে, সেই কাজে তোমার সবার ওপরে থাকতে হবে।

মায়ের এই কথাই আমাকে বড় হওয়ার পথে প্রেরণা যুগিয়েছে।

ছেলে হিসাবে একটা কথা বলি, আমি মোটেই শান্ত নই। চুপচাপ থাকা আমার ধাতে সয় না। যতক্ষণ আছি, ততক্ষণ প্রাণভরে আনন্দ করতে চাই। ভয়ে ভয়ে ভীরুতা নিয়ে বেঁচে থাকাটা আমার একদম ভালো লাগে না। আমার কথা হলো—যা কিছু করবো, করবো বেপরোয়া ভাবে। ভয় পেয়ে হাত-পা গুটিয়ে থাকলে ভয় তো শীতের মতো জড়িয়ে ধরবে। বরং ভয়কে ভেঙে এগিয়ে যেতে হবে, ভয়কে পাল্টা ঘা মেরে ভয় দেখাতে পারলে তবেই ভয় পথ ছেড়ে দেবে।

ক্রিকেট প্রসঙ্গের আলোচনায় প্রায়ই অনেকে অভিযোগ করেন 'বাউনসার' বোলিংয়ের বিরুদ্ধে। একজন ফাস্ট বোলার হিসাবে আমি বাউনসারের সমর্থক। বোলার হিসাবে ভাল বোলিং করে, ভয় দেখিয়ে বুদ্ধি খাটিয়ে ব্যাটধারীকে আউট করাই হলো আমার লক্ষ্য। ক্রিকেট তো ব্যাট-বলের লড়াই। কাজেই এই লড়াই করার জন্য লড়িয়ে মেজাজ থাকাটা খুব দরকার।

ব্যাটিং করার সময় বাউনসারের মোকাবিলা করতে ভয় লাগে না আমার। আমার বিশ্বাস, আমার হাতে যে ব্যাটটি আছে, সেটি আত্ম-রক্ষার পক্ষে যথেষ্ট। এই ব্যাটের শাণিত ঘায়ে বলকে উড়িয়ে দিতে পারলেই যোগ্য জবাব দেওয়া হবে বাউনসারের। বাউনসারকে যাঁরা সমালোচনা করেন, আসলে তাঁরা ভীরুচিত্তের মানুষ। মনের দুর্বলতাই হলো বাউনসার-ভীতির মূল কারণ। কাজেই ভয়কে জয় করতে মনকে সতেজ ও দৃঢ় রাখাটা সকলের আগে দরকার। তাই বলি—ক্রিকেট খেলতে হবে মাথা উঁচু করে, বুক চিতিয়ে, মনকে ভয়শূন্য করে—তবেই ক্রিকেট থাকবে আপন শাসনে। নচেৎ ভয়ের প্রশয়ে নিজেই বারবার হারাতে হবে—হারতে হবে, যা একজন ক্রিকেটারের পক্ষে খুবই দুঃখজনক।

> "What is all this talk of restricting bouncers. It is born from a fear of getting hurt."
>
> —Kapil Dev

ঝড়ের বেগে ব্যাট উড়িয়ে ক্রিকেটকে প্রাণবন্ত করাই হলো আমার লক্ষ্য। শম্বুকগতির ক্রিকেট, বিদায় নিতে বসেছে। একালের মানুষ চায় গতিশীলতা, চায় বেগ।

বেগের সঙ্গে আবেগের সুসংযত সমন্বয় ক্রিকেটকে করে তোলে সুন্দর।

আমি কপিলদেব—মারমুখী ক্রিকেটের বিশ্বাসী। আমার হাতের লাল বল আগুন ঝরায় রক্তে। হলুদ উইকেট ছিটকে দেওয়াই হয় তখন আমার উদ্দেশ্য। আবার যখন ব্যাট হাতে নিয়ে মাঠে নামি, তখন চাই লাল বলকে উড়িয়ে পুড়িয়ে মাঠের চারদিকে ছড়িয়ে দিতে। ভয়হীন ক্রিকেট তাই আমার প্রিয়।

পাকিস্তান সফর আমার জীবনের একটা অভিজ্ঞতা। এই সফর থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি, কি ভাবে ক্রিকেটকে গতিময় করার

জন্য উইকেটে ভাল ছোটা যায়—যাকে বলে 'রান বিটউইন দ্যা উইকেট'। এই ব্যাপারে সত্যি পাকিস্তানীদের কাছ থেকে শেখার আছে।

উইকেটে তাঁরা চমৎকার ছুটতে পারেন। দ্রুত রান সংগ্রহ করা একালের ক্রিকেটের একটা আর্ট। এই আর্টের ব্যাপারে তাঁরা খুব সিদ্ধহস্ত। কাজেই পাকিস্তান সফরে সংগৃহীত এই অভিজ্ঞতা আমার ক্রিকেট জীবনের সেরা মূলধন। আমি তাঁদের এই 'আর্ট-অফ-কুইক সিঙ্গলস' পদ্ধতিকে যত গভীরভাবে দেখছি, তেমনি চেষ্টা করেছি অনুধাবন করতে।

পাকিস্তান সফরে যাঁর খেলা আমার সবচেয়ে বেশী ভাল লেগেছে তিনি হলেন মজিদ খান। মজিদের বিরুদ্ধে বল করার সময় আমার মধ্যে দারুণ উত্তেজনা বোধ হয়। উইকেটের চারদিকে দাম্ভিক ক্রিকেট খেলতে মজিদের মতো আমি আর কাউকে দেখিনি। ওঁকে বল দেওয়ার সময় আমি লক্ষ্য রাখি, যাতে আমার একটি বলও হালকা গোছের না হয়। শর্টপিচ বা যে কোন ধরনের লুজ বলকে যথেচ্ছা পেটাতে মজিদ সিদ্ধহস্ত। বিশেষ করে ওঁর মত হুকার আমি খুব কমই দেখেছি। কপিলের ভাষায়ঃ "Majid Khan of Pakisthan, is the best batsman I have enjoyed bowling against most. He is the best hooker I have seen."

এ তো গেল বোলার হিসাবে আমার দেখা একজন জাত ব্যাটধারীর কথা। এবার বলি ব্যাটসম্যান হিসাবে কোন্ বোলারদের আমার পক্ষে খেলা কষ্টসাধ্য বলে মনে হয়েছে সেই কথা। এই প্রসঙ্গে আমি সর্বাগ্রে নাম করবো বেদী ও চন্দ্রশেখরের।

বেদী—এমন একজন চরিত্রের বোলার, যিনি ঠাণ্ডা মেজাজে সব সময় ব্যাটসম্যানদের দুর্বলতা খোঁজার চেষ্টা করে থাকেন। এই চেষ্টার মধ্যে তাঁর লক্ষ্য থাকে ব্যাটধারীকে আউট করার ফাঁদ রচনার। পরিশেষে বলি; "বেদী-ইজ-দ্যা-অল-টাইম-বিজি-রিডিং-দ্যা-ব্যাটসম্যান।"

চন্দ্রশেখর—ভিন্ন চরিত্রের মানুষ। তাঁর বোলিংয়ের সমস্ত রীতিনীতি

অন্য সকলের চেয়ে এতই আলাদা যে কোন ব্যাটসম্যানের পক্ষে সম্ভব হয় না তাঁকে মোকাবিলা করার।

আমার এখনো অনেক কিছু শেখার আছে। ক্রিকেট থেকে সংগ্রহ করার আছে অভিজ্ঞতা। অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যাণ্ড এমনকি ভারতের সমস্ত প্রদেশের উইকেটগুলি আমার এখনও ভাল মতো চেনা হয়নি। তাই বিগত দিনের অভিজ্ঞতার দিকে আমি তাকিয়ে আছি। আমি জানি, আমি ঠিক নিজেকে প্রকাশ করতে পারবো। আমার মা—আমার ভরসা, প্রেরণা। আমি যা কিছু পেয়েছি তা কেবল আমার মায়ের জন্য। তাঁর আশীর্বাদই আমার মূলধন।

কালীচরণ এলেন

পাকিস্তান সফর শেষ হলো।

বিতর্কিত এই সফরের পরাজয়কে ভারতীয় কর্মকর্তার দল খুব একটা সুনজরে দেখলেন না। তাঁরা মূলত দায়ী করলেন বেদীকে। এর ফলে অচিরেই পালা-বদলের পালা আরম্ভ হলো ভারতীয় ক্রিকেটকে ঘিরে। বেদীর হাত থেকে দায়িত্ব তুলে নিয়ে দেওয়া হলো গাভাসকারের হাতে।

সানি ভারতীয় ক্রিকেটের প্রবাদ পুরুষ!

পাকিস্তান সফরে তিনি যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এই আলোচ্য সফরে আর একটি ব্যক্তিত্ব যিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সকলের তিনি হলেন কপিলদেব।

তরুণ কপিলদেব অনবদ্য ক্রিকেটের পরিচয় দিয়েছেন। ব্যাট-বলের লড়াইতে সব্যসাচী কপিল প্রমাণ করলেন নিজের শ্রেষ্ঠত্ব। এখন তাঁর কাছে ভারতীয় ক্রিকেটের অনেক আশা। ভারতীয় আক্রমণের মূল অস্ত্র

যে স্পিন, তা যে কতটা অন্তঃসারশূন্য তার প্রমাণ মিলেছে পাকিস্তানীদের মোকাবিলায়। চন্দ্র-বেদী-প্রসন্ন এই তিন প্রধান সেনাপতির বদলে তরুণ কপিলের আক্রমণ বরং অনেকখানি সাবলীল বলে মনে হয়েছে সকলের। পিচ থেকে কপিলের বল লাফিয়ে উঠেছে বিযাক্ত কেউটের ছোবলের মতো, যার মুখোমুখি হয়ে প্রতি মুহূর্তে বিব্রত বোধ করেছেন পাকিস্তানী ক্রিকেটারেরা। কপিলের ওপর সেই কারণেই সকলেই আশাবাদী। অধিনায়ক গাভাসকার তো প্রকাশ্যেই বললেন, ভারতীয় আক্রমণের ধারা বদলের সময় এসেছে। কপিলকে আমাদের মূলধন করে এবার থেকে আক্রমণের গতি বদল করতে হবে।

কালীচরণের দল যদিও খুব একটা উন্নতমানের ছিল না, তবু তরুণ ক্যারিবিয়ানরা দারুণ লড়াই করলো। সিরিজের প্রথম থেকেই তারা খেলতে লাগলো দাপটের সঙ্গে। অধিনায়ক কালীচরণের সঙ্গে দক্ষতার পরিচয় দিয়ে সমান তালে দক্ষতার পরিচয় দিলেন ল্যারী গোমস, প্যারী, ব্যাকাস, শিবনারায়ণ।

সিরিজের প্রায় সবকটি খেলার ফলাফল হলো অমীমাংসিত। এক মাত্র মাদ্রাজের উইকেটে জিতলো ভারত। ওই একটি টেস্ট ম্যাচ জেতার সুবাদে রাবার পেলেন সানি।

মাদ্রাজের যে টেস্ট ম্যাচে ভারত জিতেছিল, সেই ম্যাচটি ছিল কপিলের জীবনের সেরা খেলার একটি। কথাটা কপিলের নিজেরই। সে নিজেই বলেছে, "মাদ্রাজের যে ম্যাচে ভারত জিতেছিল—সেই ম্যাচটি আমার জীবনের একটি সেরা খেলা।" বিশেষত তার ব্যাটিংয়ের পর্যায়টি ছিল দেখার মতো। জয়ের মুখোমুখি অবস্থায় দলের হয়ে যখন কপিলকে মাঠে নামতে হয়েছিল, তখন তার গায়ে ধুম জ্বর। ওই জ্বর গায়ে নিয়েই কপিল ব্যাট করতে নেমে কিরমানির সঙ্গে জুটিতে দলকে জিতিয়ে দিয়েছিলেন। সেদিনের এই ক্রিকেটকে যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা নিঃসন্দেহে ভাগ্যবান। ওই একটি ম্যাচের সুবাদে সিরিজ জেতা ভারতের। এই ম্যাচে কপিল ব্যাটে-বলের ক্ষেত্রে সমান দক্ষতার পরিচয় দিলেন। এই

সফরে ৬টি টেস্টে তিনি সংগ্রহ করলেন সতেজ ১৭টি উইকেট। সেই শুরু হলো কপিলের নাম ঘিরে ভারতীয় ক্রিকেটের নব উন্মাদনা। এই সিরিজে একটি সেনচুরিও পেয়েছিলেন দিল্লীর মাঠে। ঝড়ের বেগে ব্যাট চালিয়ে তিনি সংগ্রহ করেছিলেন নিজস্ব শতরান। একবাক্যে সেদিন স্বীকার করেছিলেন ভারতের মানুষ—কপিল ভারতীয় ক্রিকেটের নব জ্যোতিষ্ক, সফরের সেরা।

মাদ্রাজে যে খেলায় জিতলাম

মাদ্রাজে ভারত জিতলো।

জিতলো তিন উইকেটে।

এই ম্যাচে মুখ্যত অসাধারণ খেলেছিলেন বিশ্বনাথ। ভারতীয় দলের জেতার মূলে তার যে অনন্যসাধারণ ভূমিকা ছিল একথা আমাদের অস্বীকার করার উপায় নেই।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রথম ব্যাট নিয়ে মাদ্রাজের দ্রুত উইকেটে বড় রান তুলতে পারলো না। কালীচরণ এই ম্যাচে অসাধারণ ক্রিকেট খেলে-ছিলেন। বাঁহাতি কালী উইকেটের চারপাশে মেরে শেষপর্যন্ত ভেঙ্কটের বলে বোল্ড হয়েছিলেন ৯৮ রানে। ২২৮ রানে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল গুটিয়ে গেল। এই বিপর্যয়ের মূলে কপিলদেবের ভূমিকার কথা সর্বাগ্রেই আলোচনার প্রয়োজন। নতুন বলে আক্রমণ চালিয়ে দ্রুত উইকেটে চমৎকার বোলিং করেছিলেন কপিল। শূন্য রানে কপিলের আউট সুইং বলে ব্যাট ছুঁয়ে প্যাভেলিয়ানে চলে এলেন ব্যাকাস। এরপর গোমস আউট হলেন কপিলের বলে। সর্বসাকুল্যে সেদিন চারটি উইকেট দখলে এলো কপিলের মাত্র ৩৮ রানের সুবাদে।

ভারতীয় দলের ব্যাটিং পর্বও খুব একটা কার্যকরী ছিল না। গাভাসকার যিনি ভারতীয় ক্রিকেটের মূল ভরসা তিনি ফিরলেন মাত্র ৪

রান করে। এরপর ১১ রানে ফিরে এলেন নাইট ওয়াচম্যান ভেঙ্কটরাঘবন। দলের দুর্যোগে হাল ধরলেন ভিশি। অনবদ্য ছিল তাঁর ব্যাটিং। একদিকে তিনি রানের ঘোড়া ছোটালেও অন্যপ্রান্তে বিদায় নিলেন গায়কোয়াড়, নরসিমা, কপিলদেবের মতো ব্যাটধারীরা। গোটা-মাঠ মারমুখী কপিল প্রত্যাশায় উন্মুখ প্রহর গুনে ব্যর্থ হলো। ক্লার্কের একটি উইকেটের বাইরের বলে বাঁ-দিকে সপাটে ব্যাট ঘুরিয়ে সহজ ক্যাচ তুললেন কপিলদেব। শর্ট লেগ থেকে ব্যাকাসের ছুটে গিয়ে সেই ক্যাচ তালুবন্দী করতে কোন অসুবিধে হলো না। এরপর ভিশির সঙ্গে জুটি বাঁধলেন তাঁর স্বদেশীয় সঙ্গী কিরমানি। পাক্কা চার ঘণ্টা আশি মিনিট তিনি ব্যাট ধরে রাখলেন। অন্যদিকে চীপকের লাফানো উইকেটে নিজের সক্রিয় ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠায় তৎপর ভিশি। ৩৪৬ মিনিট ব্যাট করে সতেরোটি বাউণ্ডারীর সাহায্যে করলেন ১২৪ রান। কিরি ও ভিশির ভূমিকায় ভারতীয় দলের রান উঠলো ২৫৫টি। ক্লার্ক চমৎকার বোলিং করে পেলেন ৪টি উইকেট।

দ্বিতীয় ইনিংসে ক্যারিবিয়ানদের আরো শোচনীয় অবস্থার মধ্যে পড়তে হলো। এই ইনিংসে কপিল ও ঘাউড়ির যৌথ আক্রমণে কালীচরণ কোম্পানী অচিরেই কোণঠাসা অবস্থায় পড়ে আত্মরক্ষায় নিয়োগ করলো সমস্ত শক্তি। উইকেট থেকে বল লাফিয়ে উঠছিল বিশ্রীভাবে। তবু মন্দের ভালো এই ইনিংসে গোমস চমৎকার সাহসিকতার পরিচয় দিতে পেরেছিলেন, তা না হলে হয়ত একশো রানও পার হতো না ক্যারি-বিয়ানদের। গোমস পরিচ্ছন্ন ক্রিকেট খেলে উইকেটের চারপাশে ঘোরাতে লাগলেন হাতের ব্যাট। সাবধানী গোমস সচেতন হওয়া সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত পারলেন না লাফানো বলের সামনে নিজেকে বাঁচাতে। বল তাঁর ব্যাটের কাণায় লাগা মাত্র শ্লিপে ক্যাচ ধরলেন গাভাসকার। সেনচুরি হাতছাড়া হলো গোমসের।

এই মরশুমে বলাবাহুল্য গোমস চমৎকার ক্রিকেটের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর বিন্যাসিত ক্রিকেট ভারতবাসী মাত্র অবশ্যই মনে রাখবে।

এই ইনিংসে গোমস ছাড়া আর কেউই সাহস ভরে উইকেটে না দাঁড়াতে পারায় ক্যারিবিয়ানদের মতো একটি সতেজ দলের ইনিংস মাত্র ১৫১ রানে মুড়িয়ে দিলেন ভারতীয় বোলারেরা। কপিল এই ইনিংসে সংগ্রহ করলেন ৪৬ রানে, গ্রিনিজ, মারে ও প্যারীর উইকেট। অন্যদিকে ঘাউড়ি পেলেন যথাক্রমে ব্যাকাস, চ্যাং ও শিবনারায়ণের উইকেট।

জয়ের জন্য তখন আর মাত্র ১২৫ রান দরকার। এই অবস্থায় অনেকেই ভেবেছিলেন, ভারতীয় দল হয়ত দশ উইকেটে জিতে গেলেও জিততে পারে। ভরসা ছিল গাভাসকারের ওপর। প্রথম ইনিংসে সানি ফিলিপসের লাফানো বলে ক্যাচ আউটের অভিজ্ঞতায় দ্বিতীয় ইনিংসে সে সতর্ক হয়ে খেলবেন এটাই সকলের আশা ছিল। কিন্তু হায় রে দুর্ভাগ্য, ক্রিকেট যে কখন কার ওপর অমোঘ পরোয়ানা মেলে ধরে কে তা জানে। সেই এক ধাঁচে প্রথম ইনিংসের মতো দ্বিতীয় ইনিংসে ক্লার্ক বল ঠোকা মাত্র গাভাসকার পিছনের পায়ে ভর দিয়ে খেলার চেষ্টা করায়, বল তাঁর দস্তানা চুম্বন করে সোজা এসে পড়েছিল মারের হাতে। স্কোর বোর্ডে ১৬ রান ওঠার সুবাদে সানি বিদায়ের শোক ভুলতে না ভুলতেই ১৭ রানে আউট হলেন বেঙ্গসরকার। মাঠের উত্তেজনা বাড়লো। পরের ওভারে ওই একই রানে বিদায় নিলেন চৌহান। এর ফলে ক্রিকেটের চেহারা বদলে গেল মুহূর্তে। চীপকের পিচ থেকে বল তখন এলোমেলো ছুটছে। এককেটা বল কাল কেউটের মতো ছোবল তুলে লাফিয়ে উঠছে বুক পর্যন্ত। এই অবস্থায় কোমর সোজা রেখে ব্যাট করা অসাধ্য হয়ে উঠেছে ব্যাটধারীর পক্ষে।

দর্শকেরা কিছুটা উত্তেজনায় মুষড়ে পড়লেন। তবে কি ম্যাচ জেতা যাবে না ? মুহূর্তে ক্রিকেটের যে হাল দাঁড়িয়েছে, তাতে ম্যাচ বাঁচানোই একরকম প্রায় মুশকিল হয়ে উঠেছে। তবু তাঁর মধ্যে ভিশি হাল ধরার চেষ্টা করলেন অংশুমানকে সঙ্গে নিয়ে। চমৎকার স্কোয়ার কাট—স্কোয়ার ড্রাইভ করলেন বিশ্বনাথ।

রান বাড়লো। স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন দর্শকেরা। রানের গতি

এগিয়ে নিয়ে গেল জয়ের লক্ষ্যপথে। এরপর ৭৪ রানে ভিশি ফিরলে, দলের আবার দেখা গেল পতনোন্মুখ অবস্থা। নরসিমা-অংশুমান আউট হলেন।

জয়ের লক্ষ্য পথ তখনও বেশ অনেকটা রাস্তা। এই অবস্থায় মাঠে নামলেন কপিলদেব। গায়ে একশো চার জ্বর ছিল আগের দিন রাত্রে। কাজেই সে যে খেলবে এমন প্রত্যাশা অনেকেরই ছিল না। তবু তাকে মাঠে নামতে হলো। দলের বিপদ। অধিনায়ক গাভাসকার চেষ্টা করেছিলেন ঘাউড়ি-কিরমানি দিয়ে ম্যাচ জেতার—সে আশা কার্যকরী হলো না। ঘাউড়ি আউট হলে বাধ্য হয়ে মাঠে নামলেন কপিলদেব। ১১৫ রান তখন বোর্ডে জ্বলজ্বল করছে।

হায়রে, তবে কি তীরে এসে তরী ডুবে যাবে, সম্বল বলতে তো প্রসন্ন আর ভেঙ্কট—রান উঠবে তো? নাকি হারতে হবে শেষ পর্যন্ত। এই অবস্থায় কপিলদেব তাঁর পাকিস্তান সফরের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগালেন শট রান নেওয়ার ক্ষেত্রে। একের পর এক রান বাড়তে লাগলো। জয়ের পথে এগিয়ে যেতে লাগলো ভারতীয় দল।

আর কতক্ষণ!

উত্তেজনা বেড়ে যায়। হৃৎপিণ্ড যেন স্তব্ধ হয়ে আসছে। ক্লার্ক ছুটছেন, বল করলেন। কিরমানীর ব্যাটে বল ছোঁয়ামাত্র কপিল ছুটলেন, একটা রান।

এক এক করে শেষে রান এলো সমান সমান। তবুও ব্যবধান থাকলো একটি রানের।

এই অবস্থায় ক্লার্কের বল খেলতে দাঁড়ালেন কপিলদেব। ক্লার্ক ছুটে এসে বল করলেন। উইকেটের বাইরে বল। কপিল কোনরকমে ব্যাট চালিয়েই ছুটলেন।

বল ব্যাটে স্পর্শ করেনি। উইকেটরক্ষক মারের হাতে বল। তিনি তৎপর হয়ে দস্তানার বল উইকেটে ছুঁড়ে দেওয়ার আগেই কপিল পৌঁছে গেছেন নিজের জায়গায়—অন্যপ্রান্তে।

উল্লাসে ফেটে পড়লো সারা মাঠ।

ভারত জিতলো।

জিতলো তিন উইকেটে।

মাদ্রাজের ক্রিকেট ভাগ্য নির্ণয় করলো সিরিজের। "ম্যান অফ দি ম্যাচ" পেলেন ভিশি! তবু এই ম্যাচ কপিলের জীবনের সেরা খেলার একটি। তাঁর ক্রিকেট জীবনে ভারতীয় দলের এই প্রথম জেতা, জয়ের স্বাদ পাওয়া। একি কম কথা!

কপিলের গ্রেট ম্যাচ

দিল্লীর বুকে অনুষ্ঠিত ক্রিকেটে জীবনের একটি সাহসভরা ইনিংস খেললেন কপিলদেব। ক্রিকেট যে কত প্রাণবন্ত হতে পারে, সেদিন যারা প্রত্যক্ষ করেছেন দিল্লীর ফিরোজশাহ কোটলায়, তারাই অনুভব করেছিলেন মনে মনে। এই ম্যাচ প্রসঙ্গে গাভাসকার বলেছেন, "আমার ধারণা এই ম্যাচটি কপিলের জীবনের খেলা একটি গ্রেট ম্যাচ। আমি ওকে এমন সতেজ ক্রিকেট খেলতে এর আগে কখনও দেখিনি। ওর ঝোড়ো ব্যাটিং প্রহারে একদিকে যেমন হু হু বেগে এসেছে রানের প্লাবন, তেমনি সে বুদ্ধি খাটিয়ে বোলিং করে বিপদে ফেলেছিল কালীচরণের দলকে।"

টসে জিতে এই টেস্টে সানি প্রথম নিয়েছিলেন ব্যাট করার সুযোগ। সানি-চৌহান শুরুতে সতর্কতা অবলম্বন করে ক্রিকেট খেলতে শুরু করেন। তাদের খেলার মধ্যে যেমন ছিল বিন্যস্ত রূপবিন্যাস, তেমনি সংযত আত্মপ্রত্যয়। ক্যারিবিয়ান পেশম্যানেরা আপ্রাণ চেষ্টা করেও পারেননি এই দুই ব্যাটধারীকে বিপাকে ফেলতে। তাঁদের স্বচ্ছন্দ স্বাভাবিক ক্রিকেটের মধ্যে ছিল বড় রান গড়ার প্রতিশ্রুতি।

তবু ক্রিকেট—সহজ পথে চলতে চলতে গতি বদল করাই হলো তার

লক্ষ্য। যে চৌহান ১৪২ মিনিট উইকেটে থেকে কাল পাহাড়ের মতো অটল আত্মবিশ্বাসে দুঃস্বপ্নের ছায়া ফেলেছিলেন কালীচরণের মনের ওপর, সেই তিনি ফিলিপসের অপেক্ষাকৃত একটা সাধারণ বলে অসাধারণ বাজে মার মেরে ফিরে এলেন প্যাভেলিয়ানে। ১১৯ রানে চৌহানের বিদায়ের পর বেঙ্গসরকার-সানির জুটি দিল্লীর সাদামাটা উইকেট থেকে রান কোড়াতে কসুর করলো না। দীর্ঘকায় বেঙ্গসরকার যেখানে শান্ত, সানি সেখানে অস্থিরভাবে ব্যাট চালিয়ে রান সংগ্রহ করতে লাগলেন সাবলীল মেজাজে। দেখতে দেখতে রান দুশোর সীমানা পার হলো। নতুন বল নিলেন কালীচরণ।

আবার পেশ আক্রমণ।

ক্লার্কের বলে এই সময় চমৎকার কাট করে সানি পূরণ করলেন তাঁর নিজস্ব শতরান। শতরান পার করার পর সানি স্বভাবতই মারমুখী হওয়ার চেষ্টা করলে ক্লার্কের ইনসুইংগার তাকে ঠকিয়ে দিল। দীর্ঘ ৩৪৪ মিনিট ব্যাট হাতে ২১৯ বলের মোকাবিলা করে সানি প্যাভেলিয়ানে ফিরলেন মারের হাতে ক্যাচ দিয়ে।

দর্শকদের প্রত্যাশা ছিল দিল্লীর উইকেট থেকে ভিশি হয়ত কিছু রান কোড়াতে পারবেন। কিন্তু তা হলো না। মাত্র ৯ রান করে বিশ্বনাথ ফিলিপের বলে পা বাড়িয়ে খেলতে গিয়ে একটি সহজ ক্যাচ তুলে বিদায় নিলেন। ভিশির এই বিদায় দর্শকদের খুশী করতে পারেনি। কিন্তু অন্যপ্রান্তে অনবদ্য ক্রিকেট খেললেন বেঙ্গসরকার। ৩৩৬ মিনিট ব্যাট হাতে নিয়ে এগারোটি বাউণ্ডারীর সাহায্যে ২২৩টি বলের মোকাবিলায় ১০৯ রান করে আউট হলেন ক্লার্কের বলে। ক্লার্কের বলটি নিঃসন্দেহে ছিল বুদ্ধি খাটানো। তিনি পর পর দুটি বল আউট সুইং করানোর পর, একটি ছোট্ট করে ইনসুইং করেছিলেন, যা দিলীপ বেঙ্গসরকার পিছনের পায়ে ভর দিয়ে খেলার 'চেষ্টা করলে বল তার ব্যাটের কানায় লেগে সোজা উড়ে এসে মারের তালুবদ্ধ হয়। গায়কোয়াড়ের সঙ্গী হলেন কপিলদেব।

কপিলের আগমনে গোটা মাঠ সরগরম হয়ে উঠলো। উইকেটে এসেই কপিল হলেন মারমুখী। চোস্ত হাতে তিনি পেটাতে লাগলেন প্রতিপক্ষ বোলারদের। তার ঝড়ের বেগে রানের গতি মুহূর্তে বদলে দিল ক্রিকেট চিত্র। কোন বোলারকেই সমীহ করলেন না কপিল। উইকেটের চারপাশে বল ছুটতে লাগলো।

মাঠের চারদিকে ফিল্ডসম্যান ছড়ালেন কালীচরণ। তাতেও কোন লাভ হলো না। কপিলের সংহার মূর্তির সামনে দস্তুরমতো বিব্রতবোধ করতে লাগলেন বোলারেরা। এই সময় একটা মিড উইকেটের ওপর দিয়ে ছয় মারলেন কপিলদেব। বল তার ব্যাটের ঘা খেয়ে সোজা উড়ে এসে পড়লো সীমানার বাইরে।

রান আর রান!

কালীচরণ রান তোলার গতিকে কমাতে পারলেন না। মাত্র ২২১ মিনিট উইকেটে থেকে কপিল ১১টি চার সহ একটি ছক্কায় পূরণ করলেন তার জীবনের প্রথম সেনচুরি।

দিল্লীর মাঠে কপিলের সেনচুরি নিয়ে ভারতীয় দল একটি ইনিংসে তিনটি সেনচুরি করার নজির রাখলো। তবে একথা নিঃসন্দেহে প্রত্যক্ষ-দর্শী মাত্র স্বীকার করতে বাধ্য যে, এই তিনটির মধ্যে সতেজ সেনচুরি ছিল কপিলদেবের। সানি ও বেঙ্গসরকারের সেনচুরি ক্রিকেট পণ্ডিতের চোখে পাণ্ডিত্যের ঐশ্বর্য হলেও কপিলের সেনচুরি ছিল প্রাণবন্ত দরাজ মেজাজের একটি জীবন্ত উদাহরণ। তিন তিনটি সেনচুরির সুবাদে ভারতীয় দল এই ইনিংসে গড়লেন একটি মস্ত রানের ইমারত। আট উইকেটে ৫৬৬ রান গড়ে দলপতি গাভাসকার দান ছেড়ে দিলেন ক্যারিবিয়ানদের হাতে।

দীর্ঘ সময় রোদে তেতে পুড়ে মাঠে ফিল্ডিং করায় কালীচরণ ও তার দলের খেলোয়াড়েরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। ভারতীয় দল সেই সুযোগে দান ছেড়ে দিয়ে কালীচরণের দলকে আরো যেন কিছুটা বিপদের মধ্যে ফেললেন।

কপিলদেব শুরু করলেন ভারতীয় আক্রমণ পর্ব।

শুরুতেই বিপর্যয়। মাত্র সাত মিনিটের মাথায় ঘাউড়ির ইন-কামিং বলের লাইন ফসকে সরাসরি বোল্ড হলেন গ্রিনিজ।

স্কোরবোর্ডে তখন শূন্যরান।

প্যাভেলিয়ান থেকে বেরিয়ে এলেন ত্রাণকর্তার ভূমিকায় ল্যারী গোমস। বাঁ হাতি গোমস—চমৎকার ক্রিকেটের পরিচয় দিলেন। উইকেটের চারদিকে মারতে লাগলেন ভারতীয় বোলারদের।

এই সময় পেস আক্রমণকে সরিয়ে সানি হলেন ভেঙ্কটের শরণাপন্ন। সানির এই পরিবর্তনে কাজ হলো অচিরেই। মাত্র ৪৮ রানের মাথায় নিজস্ব ২৬ রানে ভেঙ্কটের বলে সরাসরি বোল্ড হলেন উইলিয়ামস।

এরপরই বিপর্যয় নেমে এলো। যাকে বলে ধস নামা চেহারা। কপিলদেবকে আক্রমণে ফিরিয়ে আনলেন গাভাসকার। এই পর্যায়ে কপিলের বোলিং ছিল তারিফ করার মতো। চমৎকার বুদ্ধি খাটিয়ে বোলিং করলেন কপিল, সেই সঙ্গে অন্যপ্রান্তে ঘাউড়িও ভাল লাইন রেখে আক্রমণ রচনা করলেন। ভারতীয় এই দুই বোলারের দুরন্ত আক্রমণের সামনে কোণঠাসা কালীচরণ অতিমাত্রায় সাবধানতা অবলম্বন করতে গিয়ে বিপদ ডেকে আনলেন।

শতরানও স্কোরবোর্ডে এলো না, তার আগেই ছ-ছজন ব্যাটধারী প্যাভেলিয়ানে ফিরে এলেন। একক সৈনিকের মতো গোমস দলের সমস্ত দায়িত্ব কাঁধের ওপর তুলে নেওয়া সত্বেও হালে পানি পেলেন না। ১৭২ রানে নেমে গেল গোটা দল। একমাত্র গোমস ছাড়া আর কারো ক্রিকেট দেখার মতো ছিল না।

এই অবস্থায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দ্বিতীয় পর্বের দান শুরু করলো। এই ইনিংসে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল আগের তুলনায় ছিল অনেক বেশী সক্রিয়। তাঁরা বেপরোয়া ব্যাট চালিয়ে রান তোলার চেষ্টা করেছিল। তবু এই ম্যাচে বিশেষ কোন ফলাফলের পরিবর্তন ঘটাতে পারলেন না সানি। বড় রান তুলতে ভারতীয় দল অনেকখানি সময় হরণ করার জন্যই এই ম্যাচ হাতছাড়া হলো।

দিল্লীর ক্রিকেট ফলশূন্য ভাবে শেষ হলেও এই ম্যাচ কপিলের জীবনের একটি সেরা খেলা। ব্যাটের ঝংকারে রানের বন্যা ছুটিয়ে কপিল যে ক্রিকেটের পরিচয় দিয়ে গেলেন, তা বহুকাল মনে রাখবে দিল্লীর মানুষ। খেলা শেষে 'ম্যান-অফ-দ্যা-ম্যাচের' সম্মান তুলে দেওয়া হলো সংগ্রামী কপিলদেবের হাতে।

যোগ্য মানুষের যথাযোগ্য পুরস্কার।

দিল্লীর মানুষ সমস্বরে চিৎকার করে উঠেছিল সেদিন, 'সাবাস ক্রিকেটার কপিলদেব। দলের সেরা—দেশের সেরা—ক্রিকেটের সেরা ক্রিকেটার।'

এক শূন্য ম্যাচে সিরিজ হেরে কালীচরণ দলবল নিয়ে ফিরে গেলেন। যাওয়ার আগে তিনি প্রশংসা করলেন ভারতীয় ক্রিকেটের। বিশেষ করে তিনি বললেন, "এই সিরিজ ভারতের অনুকূলে যাওয়ার মূলে কপিলের অবদান অস্বীকার করার নয়। কপিলদেব, আমার বিশ্বাস, অদূর ভবিষ্যতে একজন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চৌকশ ক্রিকেটার হতে পারবে।"

কালীচরণের এই ভবিষ্যদ্বাণী যে অমূলক নয়, একথা ভারতবাসী স্বীকার করতে আজ বাধ্য। মাত্র আঠারো মাসের মধ্যে কপিল নিজেকে বিশ্বজনের কাছে প্রতিষ্ঠা করেছেন, তা সত্যি ভারতবাসী মাত্র গর্বের বিষয়।

তাই আবার বলি, কপিলদেব ভারতীয় ক্রিকেটের এমন একটি নাম, যে নাম মন্ত্রে উজ্জীবিত ভারতীয় ক্রিকেট আজ পরিপূর্ণ।

সানির পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এতবড় ক্রিকেটার আর দেখা যায় নি। জনপ্রিয়তার শীর্ষাসনে বসে কপিল ভারতীয় ক্রিকেটকে যে-ভাবে টেনে নিয়ে চলেছেন, তাতে আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে তিনি বিশ্ব-জনের কাছ থেকে আরো বেশী মর্যাদা আদায় করতে পারবেন।

কপিলদেব তাই ভারতীয় ক্রিকেটের আশীর্বাদ। সত্তর দশকের সর্ব-শেষ বিদ্রোহী, যাঁর এক হাতে মুক্ত কৃপাণের মতো উদ্যত ব্যাটের

রোশনাই ঝলক, অন্য হাতে অস্থি-নির্মিত বজ্র-বিষাণ। তাঁর সব্যসাচী ক্রিকেট জীবন, ভারতীয় ক্রিকেটের কাছে মুক্তি অমরাবতী।

কালীচরণের কাছ থেকে রাবার ছিনিয়ে নেওয়া ভারতীয় দল এবার তৈরী হলো বড় ধরনের মোকাবিলায়। ক্রিকেটের মাতৃভূমি ইংল্যাণ্ডে বসছে বিশ্বকাপ ক্রিকেটের খেলা—সেই সঙ্গে গোটা একটা সফরের কর্মসূচি। সদ্য রাবার বিজয়ী ভারতীয় দলের তখন একনিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয় গড়া দরাজ মেজাজ!

কিন্তু শুরুর মুখেই ঘটলো বিপর্যয়।

ক্রিকেটের সরকারী টেস্ট আসর থেকে শোনো গেল সানি নাকি সরে দাঁড়াচ্ছেন। চমকে উঠেছিল ভারতবাসী। সানি খেলছেন না? না—শোনা যেতে লাগলো সানি, অস্ট্রেলিয়ার ধনকুবের প্যাকার মশাইয়ের পথ নির্মিত সার্কাস গোষ্ঠীতে যোগ দিচ্ছেন। শুধু তিনি একা নয়, সঙ্গে আছেন আরো কয়েকজন।

এই অবস্থায় দোটানার মধ্যে পড়লেন ক্রিকেটের কর্তাব্যক্তিরা। তাঁরা সানির সিদ্ধান্তে বিব্রত হয়ে, বাধ্য হলেন খেলোয়াড়দের দিয়ে মুচলেখায় সই করাতে।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ শেষ পর্যন্ত এই সার্কাস পার্টি ভেঙে যাওয়ায় কর্তার দল স্বস্তি না পেলেও ভারতবাসী মাত্র আশ্বস্ত হলেন। সানি দলের হয়ে সফরে গেলেও কর্তার দল মনের ঝাল মেটাতে বহুকালের অনুগত ভেঙ্কটের হাতে দায়িত্ব দিয়ে দল পাঠালেন নয়া লড়াইয়ের জন্য।

নবনির্বাচিত দলপতি ভেঙ্কট স্বদেশ ত্যাগ করার আগে সগর্বে বললেন,—ইংলণ্ডে আমরা নিশ্চয়ই জিতব।

হায়রে, সগর্বিত ভারতীয় দলের অধিনায়কের মন্তব্য শুনে ক্রিকেট দেবতা যে অদৃশ্য হাসি হেসেছিলেন,—এই মনে হয় হতভাগ্য অধিনায়কের দৃষ্টিগোচর হয়নি, যদি হতো তাহলে পরবর্তী পর্যায়ে ভারতীয় ক্রিকেট

সম্পর্কে মস্ত বুলি কপচে কার্যত হাস্যাস্পদ হতে সাহায্য করতেন না নিজেকে—বিশ্বজনের কাছে।

ক্রিকেট সুন্দরী ক্রিকেট!

অনিশ্চিয়তার ভাগ্য-বিড়ম্বনায় ক্রিকেট যেমন বিব্রত, তেমনি উত্তেজনাময়। ক্রিকেটকে ঘিরে তাই আগেভাগে কোন মন্তব্য করা কোন বুদ্ধিমান ক্রিকেট পণ্ডিতেদের আদৌ সমীচীন নয়—আর তাঁরা করেনও না। কথাটা যে মিথ্যে নয়, সে উত্তর বিনম্র বিনয়ে বলতে পারি, বিশ্বকাপ ক্রিকেটের ফলাফলই হলো তার প্রমাণ। ভাবতে, অবাক লাগে যে দল নিয়ে কর্মকর্তারা ও তাঁদের নির্বাচিত অনুগত ভেঙ্কটরাঘবন এত বড় বড় কথা বলেছিলেন, সেই দল যে এমন নিদারুণ দৈন্যতার পরিচয় দেবেন মনে হয় এমন প্রত্যাশা তিনিও ঘুর্ণাক্ষরে কল্পনা করতে পারেন নি।

গোটা ভারতবাসী মাত্র খবরটা শুনে চমকে উঠেছিল, যখন শুনেছিল ভারতীয় দলকে শোচনীয়ভাবে হার স্বীকার করতে হয়েছে শ্রীলংকার সঙ্গে। এত বড় একটা কলঙ্ক কাহিনী ভারতবাসী মাত্র ভোলার নয়।

বিশ্ব-ক্রিকেটে ভারতীয় দলের শোচনীয় পরাজয়কে কেন্দ্র করে বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেল ইংল্যাণ্ডের পত্র-পত্রিকায়। তারা সরাসরি বিদ্রূপ করে বললেন: "ভারতীয় দলের হয়ে কতকগুলো শিক্ষানবীশ ছেঁড়া-জামা পরে টেস্ট ক্রিকেটে অবতীর্ণ হয়েছেন।"

যে ইংল্যাণ্ডের চতুর পণ্ডিতদের ভারতীয় ক্রিকেটের সম্পর্কে এই ধারণা—সেই ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে চলতি মরশুমে ভারতীয় ক্রিকেটের প্রত্যক্ষ লড়াই যে খুব একটা জমজমাট হবে না, এই ধারণাই ছিল বুদ্ধিমান কর্তাদের। বিশেষত বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতায় ভারতীয় ব্যাটধারীদের যৌথ দৈন্যতা একথাই প্রমাণ করেছিল। সত্যি কথা বলতে কি; বিশ্বকাপের খেলায়, যে সানি কপিলের ওপর ভারতীয় দলের ষোলআনা বিশ্বাস ছিল, সেই তারা হলেন সর্বাগ্রে ব্যর্থ। একমাত্র বিশ্বনাথ ছাড়া

আর কেউই উইকেটে দাঁড়াতে পারলেন না! হয়ত সেইজন্য বৃটিশ পত্রিকাগুলি স্পস্ট ভাষায় বলছিলো, 'এক বিশ্বনাথ ভারতীয় ক্রিকেটের সব নয়।'

আমার মনে হয় ক্রিকেট লিখিয়ে উন্নাসিক পণ্ডিতের দল ভুল করলেন।

টেস্ট পর্যায়ের ক্রিকেটে ভারতীয় দল সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মিতায় করলো আত্মপ্রকাশ, যা অভাবনীয় পুনরুত্থান বললে মনে হয় ভুল বলা হয় না।

যে কপিলদেব বিশ্বকাপ পর্যায়ের খেলায় আত্মপ্রত্যয়ের মুখোশ খুলে স্বধর্ম প্রকাশে সচেষ্ট হতে পারেন নি—সেই তিনি টেস্ট পর্যায়ের ক্রিকেটে লাল বলের অগ্নিবর্ষণে সঙ্কিত করে তুললেন বৃটিশের নামজাদা ব্যাট-ধারীদের। বয়কট, ব্রিয়ারলী, গুচ, গাওয়ার, র‍্যানডেল, বোথাম-এর মতো ক্রিকেটারেরা কপিল ভীতির দুর্বলতায় নিজেদের জড়িয়ে প্রাণরক্ষায় হয়ে উঠলেন তৎপর। সহজ ক্রীড়া বিন্যাসে ব্রিটিশীয় প্রতিভার যে ছেদ পড়েছিল একথা অনস্বীকার্য। রাতের ঘুম ছুটে গিয়েছিল তাত্ত্বিক পণ্ডিতদের। মোটা মোটা চোখে তারা তাকিয়ে লক্ষ্য করেছিলেন নবাগত এই ভারতীয় জোয়ানটিকে। কাঁধের ঝাঁকুনিতে লাল বলকে ঐশ্বরীক ক্ষমতায় চালিত করে কপিলদেব জাগিয়ে তুললেন ক্রিকেটের আসর। শুধু কপিলদেব একা নয়—এই সফরের টেস্ট পর্যায়ের খেলার ভারতীয় ব্যাটধারীরা রাখলেন তাদের প্রতিভার অনন্য সাক্ষর।

লর্ডস ওভালের বুকে রচিত ভারতীয় খেলোয়াড়দের অমরকীর্তি বহুকাল মনে রাখবে ইংলণ্ডবাসী।

ইংল্যণ্ডের টেস্ট পর্যায়ের খেলা

ইংল্যাণ্ডের জোলো ভারি আবহাওয়ার মধ্যে ভারতীয় দল সীমিত ওভারের খেলায় সাফল্যলাভ করতে না পারলেও, অনেক ক্রিকেট পণ্ডিত আশা করেছিলেন, ভারত টেস্ট পর্যায়ের ক্রিকেটে ভিন্ন রূপ মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করবে। বিশেষ করে ভারতীয় দলপতি যখন বিশ্বকাপে শোচনীয় ব্যর্থতার পরও বলেছিলেন 'আমাদের ভাল ওয়েদার দাও, আমরাও ভাল ক্রিকেট উপহার দেব।'

ভেঙ্কটরাঘবনের এই সকরুণ প্রার্থনা মনে হয় ক্রিকেটের মহানুভব দেবতার কর্ণগোচর হয়েছিল, তারই জন্য দৈববশত তিনি এজবাস্টন মাঠে প্রথম টেস্ট ম্যাচ শুরু হওয়ার সময় যথেষ্ট ঝলমলে রোদ দুহাতে বর্ষণ করেছিলেন। ক্রিকেটের এমন যোগ্য আবহাওয়া ইংল্যাণ্ডের আকাশে বিরল দেখা যায়। তবু কিন্তু অনুকূল পরিবেশ ও পরিস্থিতি পাওয়া সত্ত্বেও ভারতীয় ক্রিকেটারেরা যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারলেন না। কেন এই ব্যর্থতা, এই প্রশ্নের উত্তর ভারতীয় অধিনায়ক দিতে পারেন নি। যারা ক্রিকেটের আচার বিচার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল তারা কিন্তু সকলেই আশা করেছিলেন রৌদ্র স্নাত এজবাসটনের ক্রিকেটে আর কিছু না হলেও অবশ্যই প্রাণবন্ত হবে। পীচের ওপর যে দোষারোপ করবেন, এমন নজির এজবাসটনের উইকেট রাখেনি। বরং শেষদিন পর্যন্ত উইকেট যেমন ছিল সতেজ তেমনি ছিল প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর। অথচ এমন পিচ ও আবহাওয়া হাতের মুঠোয় পাওয়া সত্ত্বেও ভেঙ্কটরাঘবন ও

তার সঙ্গীরা কেউই প্রাণ উচ্ছ্বাসে ভরপুর হতে পারলেন না। বরং সে তুলনায় ব্রিয়ারলির দল পাহাড় প্রমাণ রান গড়ে ভারতীয় খেলোয়াড়দের স্নায়ু দুর্বলতায় এমন জায়গায় দাঁড় করালেন, যা দেখে অনেক বৃটিশ তাত্ত্বিকদের নাকি করুণার উদ্রেক হয়েছিল।

পাত্রীর দল গ্যালারীতে বসে মুচকী হেসেছিলেন। কেউবা তামাশা করে বলেছিলেন—'আহা বেচারীদের এবারের মতো ছেড়ে দাও, ওদের আর ব্যাটের রাজসিক প্রহারে বিব্রত করো না। ভারত ৭১ সালে ওভালে টেস্ট জিতে যে অপরাধ করেছে—ইংল্যাণ্ড তারি বদলা তুলছে বছর বছর।'

ব্রিয়ারলি যেন এজবাসটনে বড্ড বেশী নিষ্ঠুরতার প্রশ্রয় দিয়েছেন বলে কেউ কেউ তামাশা করেছিলেন। লজ্জায় ভারতবাসীর কান জোড়া লাল হয়ে উঠলেও করার কিছু ছিল না।

প্রাণবন্ত উইকেটে ইংল্যাণ্ড প্রথম থেকেই ব্যাকরণ মানা ক্রিকেট খেলে ভারতীয় বোলারদের বিব্রত করেছিলেন। অভিজ্ঞ ভেঙ্কট ঘন ঘন বোলিং বদল করেও মুহূর্তের জন্য বিব্রত করতে পারেননি বয়কট, গ্রাহাম গুচ ও গাওয়ারকে।

চমৎকার একটি সতেজ ইনিংস খেলেছিলেন বয়কট ও গাওয়ার। আক্রমণের সীমিত পরিধির মধ্যে দাঁড়িয়ে ভারতীয় দলের একমাত্র কপিলদেব কিছুটা সমীহ আদায় করেছিলেন সেদিন। ঝরঝরে আবহাওয়ায় প্রাণবন্ত উইকেট থেকে কপিল একপ্রান্তে ত্রাসের সঞ্চার করলেও, অন্য প্রান্ত থেকে বৃটিশ ব্যাটধারীরা কুড়িয়ে নিতে থাকলেন অফুরান রান। সমীহ জাগানো কপিলের নিখুঁত লাইন নিশানা বয়কটকে সেদিন এত সংযত করে রেখেছিল যে মাত্র দশটি রান সংগ্রহ করতে তার মতো ব্যাটধারী সময় নিয়েছিল পাক্কা ৯৭ মিনিট। অপার ধৈর্য ও সংযম—বৃটিশ ক্রিকেটের একমাত্র মানসিকতা, যাকে নির্ভর করে ব্রিয়ারলি গড়তে সক্ষম হয়েছিলেন ৬৩৩ রানের এক মস্ত ইমারত। অবশ্য এই রান গড়ার পিছনে ভারতীয় ফিল্ডসম্যানদের ত্রুটি-বিচ্যুতি যে ছিল না একথাও

অস্বীকার করতে পারি না। নিকৃষ্ট ফিল্ডিং ও নিচুমানের দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যাটিং ছিল এজবাসটনে পরাজয়ের একমাত্র কারণ।

গাওয়ার দাপটের সঙ্গে খেলেছেন। তার হাতের ব্যাট থেকে গোলার মত নিক্ষিপ্ত হয়েছিল একেকটি চোস্ত মার। বয়কট চিরকাল সংযমী। কাজেই সমীহ ক্রিকেটে ভিত গড়তে সময় নিলেও তিনিও ভারতীয়দের মনোবল ভাঙতে ষোলোয়ানা সফল হয়েছিলেন। গাওয়ারের অনবদ্য দ্বিশত রানসহ বয়কটের ১৫০ রান ছিল ব্রিরারলি দলের মূল রান গড়ার স্তম্ভ বিশেষ। ব্রিয়ারলি নিজে অবশ্য এই ম্যাচে খুব একটা সফল হতে পারেননি। মাত্র ২৪ রানে তিনি প্যাভেলিয়ানে ফিরে আসতে বাধ্য হন কপিলের সাড়া জাগানো সতেজ বোলিং-এর তাড়নায়। এই ইনিংসে গুচের অবশ্যই একটি সেনচুরি পাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তিনিও একরকম প্রায় বাধ্য হয়েই কপিলের হাতে প্রাণ হারিয়ে ফিরে এসেছিলেন মাত্র ৮৩ রান করে। ধন্যবাদ যা কিছু পাওয়ার তা বৃটিশ তাত্ত্বিকদের মতে পাওনা ছিলো তরুণ কপিলদেবের। এই ম্যাচে একমাত্র ভারতীয় আক্রমণের মধ্যে তিনিই ছিলেন মূল অস্ত্র। একটানা বোলিং করে হরিয়ানার যুবক বৃটিশদের মতো তাবৎ উন্নাসিক পরশ্রীকাতর পণ্ডিতদের দস্তুরমতো অবাক করে দিয়েছিলেন। তার সংগ্রহশালায় জমা পড়েছিল পাঁচ-পাঁচটি উইকেট, যার বিনিময়ে বৃটিশ ক্রিকেট গড়েছিল ৬৩৩টি সতেজ রান। কপিল ছাড়া এই টেস্টে ভারতীয় দলের আর কোন বোলারই একটিও উইকেট দখল করতে পারলেন না।

এ তো গেল বোলিং পর্যায়ের কথা। এবার বলি ভারতীয় ক্রিকেটের দৈন্যতাময় ব্যাটিং-এর কথা। যে বৃটিশ ক্রিকেটারেরা দীর্ঘ সময় ধরে ক্রিকেট খেলে ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়ে গেলেন ভারতীয়দের চোখের ওপর—সেই ভারতীয় দল পাল্টা ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে দায়সারাভাবে একটা মস্ত ইনিংসকে গুটিয়ে দিলেন অসহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়ে। অহেতুক উইকেটের বাইরের বলকে তাড়া করে ভারতীয় ব্যাটধারীরা আত্মদান করলেন স্বেচ্ছায় বৃটিশ বোলারদের কাছে। কপিলদেব যেভাবে

সমীহ জাগানো বোলিং করেছিলেন, গুণগত বিচারে তার তুলনায় নিকৃষ্টতার পরিচয় দিয়েছিলেন বৃটিশ বোলারেরা। দায়সারা ভাবে খেলার জন্যে ভারতীয় দলকে অযথা ইনিংসের সমাপ্তি টানতে হলো মাত্র ২৯৭ রানে। যে গাভাসকার ভারতীয় ক্রিকেটের একমাত্র ভরসা সেই তিনি প্যাভেলিয়ানে ফিরলেন দায়িত্ব চেতনার অভাবে। গাভাসকার যেরকম চমৎকার কায়দায় খেলা শুরু করেছিলেন, তাতে আশা করা গিয়েছিল তিনি হয়ত বড় রান গড়তে পারবেন এজবাসটনের উইকেটে।

কিন্তু এর নাম ক্রিকেট—যা ভাবা যায়, তাকে অকল্পনীয় কায়দায় ধূলিসাৎ করে কল্পনার বুনুনিকে কার্যকর করতেই সে অভ্যস্ত থাকে। এর জন্য ক্রিকেট হয়ে উঠে সুন্দর-জীবন্ত। কেউ কি জানতেন জৌলুস ভরা প্রাণবন্ত গাভাসকার রানের অনুকূলতায় দাঁড়িয়ে এমন একটা দৈন্যতার পরিচয় দেবেন। গাভাসকারের বিদায় অপ্রত্যাশিত। তবু ভারতবর্ষের ভাগ্য সুপ্রসন্ন বলতে হবে—এই ইনিংসে চমৎকার ব্যাটিং করেছিলেন বিশ্বনাথ। তার চোখ জুড়ানো নয়নাভিরাম ৭৮টি রান ক্লাসিক ক্রিকেটের একটা উদাহরণ ছিল একথা বলতে হয়। এই টেস্টে ব্যাটিং পর্যায়ে কপিলদেব তার সচরিত্র প্রকাশ করতে পারেননি। মাত্র ৯ রান করে তাকে প্যাভেলিয়ানে ফিরে আসতে হয়।

ইংল্যাণ্ডের ৬৩৩ রানের সামনে ভারতীয় ব্যাটধারীদের গড়া ২৯৭ রানের ইনিংসটির মধ্যে বড়াই করার মতো কিছু ছিল না। ব্রিয়ারলি অনুকূলতার সুযোগ নিয়ে ভারতীয় দলকে ফলো-অন করলেন।

দ্বিতীয় পর্যায়ে ভারতীয় দল যেভাবে সতর্কতার সঙ্গে ব্যাটিং শুরু করেছিলেন তা সত্যিই ছিল ম্যাচ বাঁচানোর প্রতিশ্রুতিতে পরিপূর্ণ। স্বপ্রাণ উইকেটে গাভাসকার-চৌহান দুজনেই সতর্ক। তাদের ব্যাটিং চরিত্র দেখে স্পষ্টত বোঝা গিয়েছিল ক্রিকেট মানসিকতায় ভারতীয়রাও পিছ পা নয়। তারাও জানেন সত্যিকার ধৈর্যের ক্রিকেট খেলতে।

কিন্তু হায়রে—ক্রিকেটের চরিত্র যে রমণীর মতো পাণ্ডিত্যের অতিরিক্ত। তাই সচেতন ক্রিকেট খেলে ভারতীয়রা যখন পাত্রীদের

বোঝাবার চেষ্টা করছিলেন এজবাসটনের ক্রিকেট ফলাফল শূন্য হতে চলেছে ; ঠিক তখনই নতুন বল হাতে নিয়ে দক্ষ বাজিকরের মতো ক্রিকেটকে ভোজ-বাজির মতো উল্টে দিলেন তরুণ ইয়ান বোথাম। নতুন বলে বোথামের সুইং বাতাস চিরে উইকেট ফালা ফালা করে চিরে দিলো অচিরেই। মুহূর্তে নাটকীয় পরিস্থিতির উদ্ভব। এতজন যে ব্যাটধারীরা চমৎকার ক্রিকেট খেলেছিলেন, সেই তারাই আবার কোন আপদেবতার ভরে এক দিনের তাসের ঘরের মতো ঝুরঝুর করে ভেঙে ফেললেন নিজেদের আত্মশক্তির অবরোধ। একমাত্র গাভাসকার ছাড়া আর কোন ভারতবর্ষ ব্যাটধারীর পক্ষে নিজের আউট সম্পর্কে বড় মুখ করে কোন ন্যূনতম যুক্তি খাড়া করার অবকাশ ছিল। গাভাসকারের আউটটি ছিল অনবদ্য। উইকেট থেকে তিরিশ গজ দূরে দাঁড়ানো র‍্যানডেল চমৎকার থ্রো করে রান আউট করলেন গাভাসকারকে। শারীরিক দক্ষতা সে ক্রিকেটের ছিল তারই প্রমাণ। নেহাতই দুর্ভাগ্য ছাড়া এই ধরনের রান আউট ক্রিকেটে দুর্লভ বললে অন্যায় হয় না।

> কপিলের বল সাড়া জাগিয়েছিল। বৃটিশ ক্রিকেটারেরা এই তরুণ বোলারটির দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখ।
>
> —হেনরি ব্লোফিল্ড

থাক গাভাসকারের আউট প্রসঙ্গ—ফিরে আসি ভারতীয় ক্রিকেটের দলগত অন্তঃসারশূন্যতার কথায়। নতুন বল হাতে নিয়ে চা-পানের বিরতির পর বোথাম একে একে ফেরালেন ভারতীয় ব্যাটধারীদের। চা পানের আগে পর্যন্ত যেখানে রান ছিল চার উইকেটে ১৯৯, সেই রান চা পানের নির্দিষ্ট সময়ের আধঘণ্টা পরে এসে দাঁড়ালো গোটা ইনিংসের সমাপ্তিতে। অর্থাৎ মাত্র ১৫৩তে—অর্থাৎ মাত্র চুয়ান্ন রানে ছ-ছটি সতেজ উইকেটের পতন। শেষ দিকের কোন ব্যাটধারী বোথম ও হেনড্রিকের বলে ঠিকমতো খেলতে পারলেন না। যে কপিলদেব মাস কয়েক আগে স্বদেশে দুরন্ত বিক্রমে ব্যাট করেছিলেন কালীচরণের দলের বিরুদ্ধে, মায়

কি ইংল্যাণ্ডের মাটিতেও চলতি সফরের প্রথম খেলায় নর্দানটনের বিরুদ্ধে মাত্র ৭৪ মিনিটে সেনচুরি করে সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন, সেই তিনিও তার স্বভাবসিদ্ধ চপলতা দিয়ে বোথামকে বশীভূত করতে পারলেন না। চটুল হাতে দুটি লম্বা স্ট্রোক করার পর মাঠ যখন সরগরম হয়ে উঠেছিল, ঠিক তখনই তিনি ফিরে এলেন মাত্র ২১ রান করে। শেষ দিকের তিন-তিনজন ব্যাটধারী শূন্য রানে ফিরে এলেন। যথাক্রমে এই এই তিনজন ব্যাটধারী হলেন অধিনায়ক ভেঙ্কটরাঘবন, চন্দ্রশেখর এবং ভরত রেড্ডী।

বলতে বাধা নেই, এজবাসটনের রানসর্বস্ব পিচে ভারতীয় ব্যাটিং-এর নৈরশ্যতা বৃটিশ পণ্ডিতদের নিরুৎসাহ করেছিল। চলতি সফরে যে ব্রিয়ারলি প্রাকটিসের মেজাজে ক্রিকেট খেলে রাবার জয় করবেন, এই ধারণাই করলেন তাত্ত্বিক পণ্ডিতের দল।

ভারতীয়দের এই পরাজয় ব্রিটিশ পাত্রীদের তাচ্ছিল্যতার মেজাজ আরো কিছুটা বাড়িয়ে দিয়েছিল। তারা প্রকাশ্যে বললেন; "চলতি মরশুমে ভারত একদল শিক্ষানবীশ ক্রিকেটার নিয়ে ইংল্যাণ্ডের আবহাওয়া বেড়াতে এসেছে। গোটা দলে সানি ও ভিশি ছাড়া তেমন কোন ব্যাটধারী নেই, উল্লেখ করার মতো নেই কোন যোগ্য বোলার। একমাত্র কপিলদেবই কিছুটা ভাল বোলিং করেছে, তাছাড়া বাকিরা হলেন দলে অবাঞ্ছিত বোঝা মাত্র।"

বৃটিশ পাত্রীদের বিদ্রূপ ও তাচ্ছিল্যতা, আর কিছু না হোক মর্মবিদ্ধ করেছিল ভারতবাসীর। বিধর্মীদের চটুলরসিকতার সরস দংশন যন্ত্রণা যে কি তীব্র, মনে হয় তা আত্মস্থ করেছিলেন ক্রিকেটের সর্বজ্ঞ দেবতা। যার দলে আত্মদুর্বলতার খোলশ ছাড়িয়ে ভারতবর্ষীয় ক্রিকেটকে আত্ম-প্রত্যয়ে জাগ্রত হতে প্রেরণা যুগিয়েছিলো পরবর্তী অধ্যায়ের জন্য।

কথাটা যে লেখক হিসাবে মন গড়া নয়—অন্তত পরবর্তী পর্যায়ে ভারতীয় ক্রিকেটের সাফল্য তারি সাক্ষ্য বহন করেছে। যদি তা না

হবে তো এজবাসটনের সঙ্গে লর্ডসের ক্রিকেটের এবং লর্ডস-'এর সঙ্গে ওভাল ক্রিকেটের এত রাজসিক সৌন্দর্যের তফাত হয়েছিল কি করে।

এজবাসটন টেস্টে পরাজয়ের পর ভারতীয়দের সম্পর্কে নৈরাশ্যতা আরো দানা বাধলো। লর্ডসের দ্বিতীয় টেস্টে ব্রিয়ারলি অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েই মাঠে নেমেছিলেন। বিশেষ করে লর্ডস'-এর উইকেট তাদের পরিচিত। ঘরোয়া আবহাওয়ায় ব্রিয়ারলি চেয়েছিলেন ভারতীয় দলকে প্রথম ব্যাটিংএর সুযোগ দিয়ে স্যাঁতস্যাঁতে উইকেটের সম্পূর্ণ ফায়দা আদায় করতে। তাছাড়া ঝিরঝিরে বৃষ্টিও অনেকখানি অনুকূলতার মধ্যে এনেছিল ইংলিস ক্রিকেটকে।

ভারতীয় দল যে ভিজে উইকেটে ব্যাটিং করতে নেমে যথেষ্ট অসুবিধার মধ্যে পড়বে—এটা একরকম প্রায় স্থির ছিল ব্রিয়ারলির মনে। সেই ভাবেই তিনি শুরু করেছিলেন প্রাথমিক পর্বের আক্রমণ। লিভারকে দিয়ে এই ম্যাচে আক্রমণ শুরু করে ব্রিয়ারলি ভেবেছিলেন বড়ো রকমের সুবিধা আদায় করতে পারবেন। কিন্তু তা হয়নি—বরং সেই তুলনায় ভিজে স্যাঁতস্যাঁতে উইকেটের সবরকম ফায়দা করলেন বোথাম। ভারী মেঘলা আবহাওয়ার মধ্যে তিনি বাতাসে বল কাটাতে লাগলেন অস্বাভাবিক দক্ষতায়। ইংল্যাণ্ড কথায় বলে, ক্রিকেটের অগ্নিপরীক্ষার সাক্ষাৎ স্থান। এখানকার অনিশ্চিত আবহাওয়ায় ক্রিকেটের চোস্ত পণ্ডিতদের পক্ষেও যে স্বাচ্ছন্দ্য অনুযায়ী খেলা মুশকিল, এই কথাটাই আবার নতুন করে প্রমাণ করালন ভারতীয় ব্যাটধারী দল। তারা সুষ্ঠুভাবে এতো পরিচ্ছন্ন ক্রিকেট খেলতে পারলেন না।

মাত্র বারো রান স্কোরবোর্ডে পৌঁছানো মাত্র চৌহান বোথামের আউট সুইং বলে ক্যাচ আউট হলেন। খানিক ব্যবধানে ফিরলেন বেঙ্গসরকার। উইকেট তখন সাহস সম্বল ভারতের তুই ব্যাধধারী সানি ও ভিশি। এই তুই ব্যাটধারী যথার্থভাবে বৃটিশ আক্রমণকে দেখেশুনে মোকাবিলা করতে লাগলেন। বিশেষ করে সানির টেকনিক ছিল সম্পূর্ণ ব্যাকরণ

সম্মত। তাকে বৃটিশ বোলারেরা বিন্দুমাত্র বিব্রত করতে পারলেন না। ভিশি মারমুখী হলেন।

স্কোরবোর্ড কিছুটা গতি পেয়েছিল ভিশির নয়নাভিয়াম স্কোয়ার কাটের জৌলুস দাপটে। রান কিছুটা বাড়তেই ব্রিয়ারলি বদলে নিয়ে এলেন হেনড্রিকস্‌কে! চমৎকার বোলিং করেছিলেন হেনড্রিকস্। নিশানা লেংথ ঠিক রেখে আক্রমণ করার ফলে তার বল থেকে রান আদায় করা কঠিন হয়ে পড়েছিল। অস্থির বিশ্বনাথ ধৈর্যের বন্ধন খুলে তার মার-মুখী হওয়ার চেষ্টা করলে হেনড্রিকস্ তাকে ঠকিয়ে দেলেন। স্লিপে দর্শনীয় ক্যাচ নিলেন ব্রিয়ারলি।

দলের সংকটে গাভাসকারের সঙ্গে জুটি বাঁধলেন গায়কোয়াড়। এই

এই দুই ব্যাটধারীর ধৈর্যরপ্ত ক্রিকেট দেখে বোঝাই গেল না খানিক সময়ের মধ্যে আবার কোন বৈসাদৃশ্য ঘটনায় অবতীর্ণ হতে পারে। আসলে ক্রিকেট স্বভাবদোষে রোমান্টিক। আর এই রোমান্টিক তার স্পর্শদোষে সময় সময় ক্রিকেটকে প্রথম একটা জায়গায় এনে পৌছে দেয় যে তখন বোঝাই যায় চপলকুমারীর মোহ মুগ্ধতার মত ক্রিকেট কত বিপজ্জনক। এই বিপদ অচিরেই ভারতীয় ব্যাটিং পর্বটিকে রাহুর মত গ্রাস করলো গাভাসকারের বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে। মাত্র পঁচাত্তর রানে আউট হয়ে ফিরলেন গাভাসকর। যে ব্যক্তিটি এতক্ষণ উইকেটে দাপটের সঙ্গে আপন ব্যক্তিত্বকে সোচ্চারে প্রকাশ করছিলেন সেই তারই বিদায় পর্বটি মোটেই সুখকর হয়েছিল একথা বলা যায় না।

আউট—আউট!

গাভাসকার ফেরামাত্র ব্রিয়ারলি প্রাণপণ শক্তিতে টুঁটি টিপে ধরলেন ভারতীয় দলের। তার বজ্রকঠিন মুঠির চাপে ভারতীয় দল অচিরেই গুটিয়ে গেলো। তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়লো অন্তঃসার শূন্য ভারতীয় ব্যাটিং স্তম্ভটি। গায়কোয়াড়, কপিলদেব, যশপাল যখন উইকেট থেকে বিদায় নিলেন তখন স্কোরবোর্ডে রান দাঁড়ালো মাত্র ৯৬। বলাবাহুল্য পরবর্তী তিনজন ব্যাটধারী আর একটিও রান

সংগ্রহ করতে না পারায় ওই ৯৬ রানেই ভারতীয়দের তরতাজা ইনিংসটি গুটিয়ে গেল।

মুখ টিপে হাসলেন পাত্রীর দল।

ব্রিয়ারলি যে প্র্যাকটিস মেজাজে প্রতিটি ম্যাচে জয়লাভ করবেন এই ধারণাই তখন স্পষ্ট হয়েছিল ইংলিস তাত্ত্বিকদের মনে।

ইংল্যাণ্ড শুরুতে কিন্তু ভাল ব্যাটিংয়ের পরিচয় দিতে পারলো না। ব্রিয়ারলি তার নিজস্ব ঘরোয়া উইকেটের সমস্ত গুণত্বপনা জানা সত্ত্বেও মাত্র ১২ রানে ফিরে এলেন কপিলের আউট গোয়িং বলে ক্যাচ দিয়ে। ব্রিয়ারলির এই সফর ব্যর্থতায় ভরা! তার ব্যাট থেকে একটিও বড় রান বৃটিশ কর্মকর্তারা দেখতে না পাওয়ায় যথেষ্ট চিন্তার মধ্যে ছিলেন। মাত্র ৬০ রানে বাঁ হাতি ঘাউড়ি সমস্যা জর্জরিত বয়কটকে অতি সহজে তুলে নিলেন। এরপর যোগ হলো আরো এগারোটি রান। কপিলের ডিপিং বলে ক্লিন বোল্ড হলেন গুচ। সাড়া জাগানো তরুণ গুচের বিদায় দস্তুর মতো ভাবিয়ে তুললো পাত্রীদের। বিশেষ করে কপিলদেব হয়ে উঠেছিলেন মারাত্মক। একপ্রান্ত থেকে কপিল একাই আক্রমণ চালাতে লাগলেন।

এই সময় খেলার মোড় ঘোরালেন গাওয়ার ও বোথাম। দাপটের সঙ্গে গাওয়ার প্রথমে ব্যাট করলেন র‍্যানডেলকে সঙ্গী নিয়ে, তারপর বোথাম। যে প্রত্যাশা খানিক আগে গুচ বিদায়ে দানা বেঁধেছিল ভেঙ্কটরাঘবনের মনে, তা একেবারে ফিকে হয়ে এলো গাওয়ার-বোথমের ঝড়ো ক্রিকেটের দাপটে। এই প্রথম মনে হয় ভেঙ্কট ও বেদী আন্দাজ করতে পাচ্ছিলেন, যে ক্রিকেট আসর থেকে তাদের বিদায় নেওয়ার যথার্থ সময় এসেছে। তাদের বোলিংয়ের ধার একবারের জন্য বিপাকে ফেলতে পারলেন না এই দুই সতেজ ব্যাটধারীকে। সেই সবেধন নীলমণি এক কপিলদেব!

কপিল চমৎকার বোলিং করলেন সারাক্ষণ। উইকেট থেকে যতটুকু ফায়দা পাওয়ার তাকে ষোলো আনা হাতের মুঠোয় তুলে নিতে কসুর

করলেন না এই তরুণ ভারতীয়টি। একটানা ৩৮ ওভার বোলিং করে কপিল ৯৩ রানের বিনিময়ে সংগ্রহ করলেন তিনটি উইকেট। একজন পেশম্যান যে একটানা এতক্ষণ বোলিং করতে পারেন চোখে দেখার পর অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়েছিল বৃটিশ পণ্ডিতদের। মোটা মোটা চোখ করে তারা অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে ছিলেন এই তরুণটির দিকে। আশ্চর্য—এত ক্ষমতা, এত জীবনী শক্তি?

পরের দিন সকালে প্রায় প্রতিটি প্রভাতী দৈনিক সংবাদপত্রের পাতায় উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হলো কপিলদেব ও ঘাউড়ির। এই প্রথম ভেঙ্কট বুঝেছিলেন, দলে তার আর একজন পেশম্যানের প্রয়োজন ছিল, যা অনেকখানি আক্রমণের পক্ষে সহায়ক ছিল। কিন্তু যা ভুল হয়ে গেছে—সেই ভুলের মাশুল তো দিতেই হবে—তাই দিতে হয়েছিল

> Kapil Dev—when he fills out he should be even more formidable. Now Kapil's leaping action is such that I fear for his knees on harder wickets, if he continues to bowl the same volume of overs as he has done here."
>
> —ফ্রেডী ট্রুম্যান

ভেঙ্কটরাঘবনকে। এই প্রসঙ্গে পাঠকদের কিছু কথা জানিয়ে রাখা দরকার। তা হলো প্রথম ইনিংসে ভিশি ২১ রান করার সুবাদে হাজার রান পূরণ করলেন ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে। মাত্র ১৮টি টেস্টে ৩৫টি ইনিংসের বিনিময়ে এই রান এসেছিল ভিশির।

থাক রেকর্ডের কথা, এবার ফিরে আসি লর্ডসের রাজসিক ক্রিকেট উদ্যানে। দ্বিতীয় ইনিংসে উইকেট কিছুটা সহজ থাকায় ভারতীয় ব্যাটধারীরা স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ্যে ব্যাটিং শুরু করলেন। বিশেষ করে গাভাসকার—যার তুলনা ছিল না। সোজা ব্যাটে ক্রিকেট খেলে গাভাসকার প্রমাণ করলেন বিদেশী পণ্ডিতদের চোখে নিজের বনেদিয়ানা।

যে টেকনিক নিয়ে বৃটিশ তাত্ত্বিকদের বড়াই সেই তাদেরই মুখের ওপর যোগ্য জবাব দিলেন সানি। তার সতেজ ব্যাট থেকে বেরিয়ে এলো অগ্নিগর্ভ কিছু মার। লর্ডসের লঙরুমে উপবিষ্ট পণ্ডিতদের দল করতালি দিয়ে অভিবাদন জানালেন সানিকে। স্কোর বোর্ডে ৯৯ রান গড়ার পর—ফিরে এলেন ভারতের দুই প্রারম্ভিক ব্যাটধারী।

এই অবস্থায় ভিশি যখন মাঠে নামলেন, তখন অনেক পাদ্রীকেই কব্জি উল্‌টে ঘড়ি দেখতে দেখা গিয়েছিল। তাদের বিশ্বাস ছিল, হয়ত দিনের খেলা শেষ হওয়ার বহু আগেই ভারতীয় দলকে ব্রিয়ারলি গুটিয়ে নিতে পারবেন।

কিন্তু আবার বলি, ক্রিকেট তর্কের খেলা নয়। তর্ক দিয়ে ক্রিকেটকে বিচার করতে গেলে তাই ভুল করা হয়। অথচ বৃটিশ উন্নাসিকের দল ক্রিকেট বিষয়ক জ্ঞানগম্বিতে রসালো হওয়া সত্ত্বেও, দ্বিতীয় পর্যায়ে ভারতীয়দের সম্পর্কে ভুল চিন্তাভাবনা করেছিলেন।

দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতীয় দলের ক্রিকেট চিরকালই উন্নত পর্যায়ের হয়ে থাকে। এর প্রমাণ নতুন করে দেওয়ার কারণ আছে বলে মনে হয় না। অভাবনীয় এক কল্পনা প্রসূত ক্রিকেট খেললেন ভিশি ও দিলীপ। এই দুই ব্যাটধারীর যৌথ ক্রীড়াশৈলী লর্ডসের বুকে রচিত করেছিল এক অমর কাব্য। উভয় উইকেট থেকে সাবলীল বেগে বেরিয়ে আসতে লাগলো রানের বন্যা। দীর্ঘদিন অপেক্ষার পর লর্ডস-বুকে দুই ভারতীয় ব্যাটধারী গড়লেন শতরানের ইনিংস।

সেই কবে ১৯৫২ সাল।

ভিনু মানকাদ খেলেছিলেন অবিস্মরণীয় ক্রিকেট। সব্যসাচীর অমর ভূমিকায় মানকাদের সেদিনের অবদান আজো স্মরণে রেখেছেন বৃটিশের ক্রিকেট তাত্ত্বিকের দল। লর্ডসের সেদিনের ক্রিকেট আজো ভিনু মানকাদের নামে স্বীকৃত!

মানকাদের সেই অনন্য ভূমিকার পর ১৯৭৯ সালে ভিশি-দিলীপের জুটি নতুন এক অধ্যায়ের সংযোজন করলো। উভয় ব্যাটধারীর সেনচুরি

ভারতীয় ক্রিকেটের এই অভাবনীয় নজির, বৃটিশ পণ্ডিতদের মনে নতুন করে চমক তুলেছিল! সেদিন তাদের ব্যাটিং ছিল ঐশ্বরিক ক্ষমতা প্রসূত অকল্পনীয় দৃঢ়তায় ভরপুর! আর এই মারমুখী দাপটের ফলেই লর্ডসের অনিশ্চিত ক্রিকেট—নিশ্চিত পরাজয়ের হাত থেকে বাঁচিয়ে ছিল ভেঙ্কটরাঘবনকে। ক্রিকেট আবার নতুন প্রেরণায় হলো জাগ্রত। মন্দের ভালো হেডিংলের ক্রিকেট অধিকাংশ ব্যয়িত হলো বৃষ্টির অবিরাম বর্ষণ মুখরতায়। পাঁচদিনের ৩০ ঘণ্টা সময়ের ক্রিকেটের মধ্যে খেলা নষ্ট হলো মন্দ আলো সহ বৃষ্টির সুবাদে পাক্কা আঠারো ঘণ্টা। এর ফলে কোন দলের পক্ষেই দুটি ইনিংস পুরো ব্যাটিং করা সম্ভব হয়নি। ইংল্যাণ্ড প্রথম ব্যাট হাতে নিয়ে দান শেষ করলো ২৭০ রানে—এরপর ভারতীয় দল স্বকীয় দাপটে নির্ভেজাল ক্রিকেট খেলে গড়ে তোলে ছয় উইকেটে মাত্র ২২৩ রান। এই অমীমাংসিত টেস্টে কপিলদেব আবার পরিচয় দিলেন নিজের শ্রম দক্ষতা। একটানা বোলিং করলেন গুনে গুনে ২৭টি ওভার—যার ফাঁকে বয়কট, গুচ, গাওয়ারকে ফিরিয়ে দিতে কসুর করলেন না। ইংল্যাণ্ডের স্যাঁতস্যাঁতে উইকেটে আপন শ্রম দক্ষতায় কপিলদেব অগ্নিপরীক্ষায় যে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন তা বুঝতে কোন অসুবিধে হলো না, যখন কপিল প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতে দেখা গেল বিদেশী পণ্ডিতদের। তারা ঘাউড়ির বোলিংয়ের রীতিনীতি নিয়ে ব্যাকরণের পাতা ওল্টালেও, কপিলের বেলায় বলতে বাধ্য হলেন, "সে নিঃসন্দেহে একজন উঁচু জাতের বোলার।"

লর্ডসের উইকেটে গাভাসকারকে আউট করে যে বোথাম শত উইকেট দখলে তরুণ ক্রিকেটার হিসাবে অল্পসময়ে নয়া নজির সৃষ্টি করেছিলেন, সেই তিনি এবার হেডিংলের ভিজে উইকেটে ভেঙ্কটের বলে ঘাউড়ির মাথা টপকে বলকে এক্সট্রা কভার অঞ্চল দিয়ে সীমানা টপকে দিয়ে পূরণ করলেন বিশ্ব ক্রিকেটে দ্রুততম ১০০০ রান। মাত্র ২১টি টেস্টে অবতীর্ণ হয়ে বোথাম একশো উইকেট সহ হাজার রান গড়ার নজির যে বিশ্বের কাছে অবশ্যই অনন্য, একথা

স্বীকার করতেই হবে। একদিন এই রেকর্ড ছিল ভারতীয় সব্যসাচী ভিনু মানকদের দখলে। ১৯৪৮ সালে ভিনু মানকাদ অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে দাঁড়িয়ে লকস্টনের বলে দাম্ভিকের মতো ব্যাট চালিয়ে এই একই সম্মানের অধিকারী হয়েছিলেন—সেই রেকর্ড ভাঙলেন তরুণ বৃটিশীয় ইয়ান বোথাম, তাও ক্রিকেটের তীর্থভূমি লর্ডসের বুকে, যা প্রত্যক্ষ করে আহ্লাদে গলে গিয়েছিলেন সেদিন পরশ্রীকাতর আত্মপ্রেমিক বৃটিশ সমালোচকেরা। এতদিন ভিনুর নামটি উচ্চারণ করতে জিহ্বায় যেন আড়ষ্টতা বোধ করেছিলেন লালমুখো পাদ্রীর দল। হাজার হোক ভারতীয় মানেই ব্ল্যাকনেটিভ—কাজেই ব্রিটিশীয় বনেদীয়ানার এই যন্ত্রণা যে কত তীব্রভাবে একত্রিশটা বছর শূলবিদ্ধ করেছিল, তা শুধু যীশুভক্তের দলই জানেন। আর স্বভাবতই সেই কারণেই আত্ম-মুক্তির আস্বাদনে তারা জাতীয় মর্যাদা রক্ষায় ক্রিকেটের সুবাদে বোথমকে নিয়ে যথাযোগ্য বিজ্ঞাপিত করতে কসুর করলেন না।

চমৎকার ব্রিটিশীয়ত্ব! চমৎকার ইংলিশ ক্রিকেট!

এরপর ওভালের বুকে রচিত হলো অমরকাব্য!

দাপটে ক্রিকেট খেলেছিলেন সানি, মনে হয় ওভালের এই ইংনিসটি সানির ক্রিকেট জীবনের একটি সেরা খেলা। সৌভাগ্য অবশ্যই ওভালের শেষদিনের দর্শকদের। এমন ক্রিকেট যে কখনও কেউ খেলতে পারেন, এ বিশ্বাস মনে হয় আত্মদাম্ভিক বৃটিশ বনেদি পাদ্রীদেরও ছিল না। তাই ম্যাচ শেষের পর তারা হাঁফ ছেড়ে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন—"He is a Super man in Cricket."

উত্তেজনায় থরথর কাঁপছিল ওভাল!

হৃদরোগে আক্রান্ত পাদ্রীদের তখন কাহিল অবস্থা। রক্তের চাপ ক্রমান্বয়ে উঠানামা করছিল। দু চোখ মোটা মোটা করে উদ্বিগ্ন লাল সাহেবের দল তাকিয়ে ছিলেন মাঠের দিকে। সানি তখন একাই লড়ছেন। এ তো লড়া নয়, যেন দস্তুরমতো যুদ্ধ। ক্রিকেট নিয়ে এত-বড় যুদ্ধ ইংল্যাণ্ডের মাটিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই প্রথম দেখা গেল।

টসে জিতে ব্রিয়ারলি ব্যাট হাতে নিয়ে স্বাভাবিক ধারায় খেলা শুরু করেছিলেন। তার একক ভূমিকার আত্মপ্রত্যয়ে ইংল্যাণ্ড ৩০৫ রানের ইনিংস গড়ে তুলতে কসুর করলো না। এই টেস্টেও কপিলদেব তার যৌবন দাপটে সাবলীলভাবকে প্রকাশ করলেন। একটানা ৩২ ওভার বোলিং করে তিনি ফিরিয়ে দিলেন বয়কট, গাওয়ার, বাকিংসে'র উইকেট। অন্যপ্রান্তে ঘাউড়ি ও বেদী পেলেন দুটি করে উইকেট! ভারতীয় দলেন ব্যাটিং চিত্র প্রথম দফায় কহতব্য ছিল না। গাভাসকার, চৌহান, বেঙ্গসরকার, যশপাল ফিরলেন অল্প রানে। এই ইনিংসে চমৎকার ব্যাটিং করলেন বিশ্বনাথ। তার অনবদ্য স্কোয়ারকাট ছিল নয়নাভিরাম! ভারতীয় দল তবু কোনক্রমে মাঝ উইকেটে যজুর্বেন্দ্র সিং সাহচর্যে রান পেলো ২০২। এরপর ১০৫ রানের এগিয়ে থাকা ব্রিয়ারলি দাপটের সঙ্গে ব্যাট করে দলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেন। তার প্রচেষ্টায় কাজও হলো। তিনি নিজে ভাল ব্যাটিংয়ের পরিচয় দিতে না পারলেও চমৎকারিত্বের পরিচয় দিতে কসুর করলেন না বয়কট। তাঁর তৃষ্ণিত চোস্ত নিখুঁত কেতাবী ব্যাকরণ মানা ব্যাট থেকে বেরিয়ে এলো একটি উত্তপ্ত সেনচুরি! আট উইকেটে ব্রিয়ারলি যখন দান ছাড়লেন তখন ইংল্যাণ্ড এগিয়ে ৪৩৭ রানে! এই অবস্থায় ৫০০ মিনিটে চতুর্থ ইনিংসে ৪:৮ রান করার সংকল্প নিয়ে মস্ত ঝুঁকি নিলেন গাভাসকার।

শুরু হলো ব্যাট বলে প্রত্যক্ষ সমর।

পাদ্রীর দল ভেবেছিলেন এই অবস্থায় ভারতীয় ব্যাটধারীরা হয়ত নেতিমূলক ক্রিকেট খেলবেন। ধারণা মিথ্যে নয়—এই অবস্থায় যে কোন দলের পক্ষে আত্মরক্ষায় ব্যস্ত থাকাই বাঞ্চনীয়। কিন্তু ওভালে ভারতীয় দলের ক্রিকেট বিশেষজ্ঞের সমস্ত ধ্যান ধারণা পালটে দিয়ে দস্তুর মতো ব্যাট হাতে তাড়া করলেন ইংল্যাণ্ডের মস্ত বোলারদের। রানের পিছনে সময়ের আগে ছুটতে প্রথম দেখা গেল গাভাসকারকে। তাঁর অপ্রত্যাশিত তাড়নাকে লক্ষ্য করে পাদ্রীর দল অনেকেই মুখ

টিপে হেসেছিলেন। মুখে চোখে বক্রোক্তি নিয়ে কেউ কেউ তাঁর মধ্যে বলেও ফেললেন ; বামন হয়ে চাঁদে হাত বাড়ানোর প্রত্যাশা করছেন গাভাসকার।

কিন্তু খানিক সময়ের মধ্যে তাদের লালমুখগুলো আতংকে শুকিয়ে গিয়েছিল। উৎকণ্ঠায় ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলছিলেন অনেকে। বিশেষ করে বাধ্যতামূলক ওভারে সানি যেভাবে ক্রিকেটকে চালনা করছিলেন তা দেখে ব্রিয়ারলির সম্মান বাঁচানো হয়ে উঠেছিল খুবই কঠিন।

বোথামের প্রথম ওভার থেকে সংগ্রহ হলো ১০টি রান। দ্বিতীয় ওভারে ন-রান। এই অবস্থায় ব্রিয়ারলি পড়লেন মহাসমস্যায়। রান আটকানো হয়ে উঠলো অত্যন্ত কঠিন। মাঠের চারদিকে ফিল্ডসম্যান-দের প্রাচীর তুলেও ব্রিয়ারলী মুহূর্তের জন্য সংযত করতে পারলেন না ভারতীয় ব্যাটধারীদের। মারের দুন্তর তাড়নায় অচিরেই দিশেহারা হয়ে উঠেছিলেন বৃটিশ কর্তারা। তবে কি ম্যাচ হাত ছাড়া হয়ে যাবে।

হয়ত—হতো, যদি না নেহাতই দুর্ভাগ্যবশত সেই চরম মুহূর্তে বিদায় নিলেন গাভাসকার। যাক—শেষ পর্যন্ত ব্রিয়ারলির সৌভাগ্য যে প্রভু খৃষ্ট তাঁর প্রতি সদয় হয়েছিলেন। পরবর্তী পর্যায়ে বিশ্বনাথ, কপিলদেব-যশপাল ঠিক মতো ব্যাট চালাতে না পারায় নিশ্চিত ঐতিহাসিক পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন ব্রিয়ারলি।

ওভালে গাভাসকারের ক্রিকেট প্রত্যক্ষ করে বৃটিশ পণ্ডিতেরা বাধ্য হয়ে তার হাতে তুলে দিলেন ম্যান-অফ-দ্যা "সিরিজের" সম্মান।

এখন জানা দরকার—এই সফরে কপিলদেব কি করেছিলেন। কপিল সংগ্রহ করেছিলেন সর্বসাকুল্যে ১৬টি উইকেট—তাঁর বোলিংয়ের গড় ছিল প্রথম। আর ব্যাটিং পর্যায়ে কপিল ৪টি টেস্টে ৬টি ইনিংস ব্যাট করে সংগ্রহ করলেন মাত্র ৪৫ রান।

তুলনামূলক বিচারে বলা যায় ইংলণ্ড সফর কপিলের ব্যাটিংয়ে তেমন সাড়া জাগানো ছিল না। অহেতুক মারমুখী হতে গিয়েই তিনি

নষ্ট করেছিলেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ব্যাটিংয়ের সক্রিয়তা। হয়ত তারই জন্য বৃটিশ পণ্ডিতের দল বলেছিলেন ; "কপিলের ব্যাটিংয়ে উন্নতির দরকার। তাঁর ব্যাটিং পদ্ধতিটি সম্পূর্ণ ব্যাকরণ সম্মত নয়!"

কিন্তু বোলার হিসাবে—হরিয়ানার এই তরুণ যুবক দস্তুর মতো সৃষ্টি করলেন ত্রাসের। ব্রিয়ায়লি বললেন, ভারতীয় আক্রমণের মধ্যে কপিল-ঘাউড়ির জুটি এবার তারিফ করার মতো। বিশেষ করে কপিলের ডিপিং বোলিং পদ্ধতি বিব্রত বোধ করিয়েছে আমাদের ব্যাটসম্যানদের।

তরুণ গাওয়ার এক সাক্ষাৎকারে কপিলের প্রশংসা করে বললেন, কপিলের হঠাৎ নিচু হয়ে আসা বলগুলি খুবই বিপজ্জনক। আমার বিশ্বাস পৃথিবীর যে কোন ব্যাটধারীর পক্ষে কপিলের এই বোলিংয়ের মোকাবিলা করা খুবই কঠিন। অদূর ভবিষ্যতে সে নিশ্চয়ই অনেক বড় বোলার হবে!

ট্রেভার বেলী, ট্রু্ম্যান সবাই কপিল প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আর একটু মন্তব্য জুড়ে দিয়ে ট্রেভার বেলী অভিভাবকের মতো সুরে বললেন, ওর একটানা এত বোলিং করা উচিত নয়! ভারতীয় অধিনায়কদের উচিত কপিলকে স্টক বোলার হিসাবে ব্যবহার করা, মনে হয় এতে ভারত আরো বেশি লাভবান হবে।

প্রসঙ্গত বলি, ইংল্যাণ্ড সফরের সামগ্রীক ফল খতিয়ে আমরা দেখতে পাবো মোট ২৯টি ম্যাচের মধ্যে ভারত জিতেছে মাত্র একটি টেস্টে, পরাজয় ১৯টি টেস্টে—আবার প্রকারান্তরে ভারতের মাটিতে অনুষ্ঠিত ২০টি টেস্টের মধ্যে ভারত জয়লাভ করেছে ৬টি টেস্টে। পরাজিত হয়েছে ৭টিতে।

কেন এই ফলাফলের তফাৎ এই প্রশ্নের উত্তরে একটা কথাই বলা যায়, তা হলো আবহাওয়ার বৈচিত্রতা। ইংলণ্ডের আবহাওয়ায় ভারতীয় ক্রিকেটারদের পক্ষে মোটেই অনুকূল নয়, তাছাড়া ভারতীয় ব্যাট-ধারীদের মূল দুর্বলতা পেশ ও সুইং বলের মোকাবিলায়—তবে সুখের

কথা এই যে এই সিরিজে সর্বপ্রথম ভারতীয় দল পেশ আক্রমণে সফলতা দেখাতে পেরেছে। কপিল-ঘাউড়ির যৌথ আক্রমণে উইকেট পতন ঘটেছে ২৪টি ; সে তুলনায় স্পিন বোলারেরা সাফল্য দেখাতে পারেননি।

ইংল্যাণ্ডের চলতি সফর ভারতীয় ক্রিকেটের কাছে এক নয়া অভিজ্ঞতার বছর। যে স্পিন আক্রমণে এতকাল ভারতবর্ষ বিশ্ব ক্রিকেটে দাপটের সঙ্গে লালিত হচ্ছিল, সেই লালিত স্পিনের নিকৃষ্ট প্রতিফলন এক নতুন প্রতিক্রিয়া আনলো ভারতবাসীর কাছে। কর্তার দল বুঝতে পারলেন বিশ্ব-ক্রিকেটে আগমার্কা স্পিন চাতুর্যের মুখরোচক কাল্পনিক প্রত্যাশার দিন শেষ হয়েছে—অতএব দলকে তাদের নতুন করে গড়তে হবে—প্রেরণা দিতে হবে নতুন পেশম্যান কপিলদেবকে।

কাজেই ক্রিকেট ঘিরে শুরু হলো নয়া পর্যায়ের ভাবনা চিন্তা। ইংল্যাণ্ড থেকে সুনাম নিয়ে ফিরলেন সানি সহ কপিলদেব। যাকে বলে রাতারাতি চমক তোলা বিস্ময়। মাত্র কয়েক মাস আগে যে কপিল-দেবের আবির্ভাব—সেই তিনিই আজ হতে চলেছেন বিশ্বে আলোচিত!

নতুন প্রেরণায় দলগত ঐক্য বজায় রাখার কথা স্মরণ করেই কর্তার দল এবার আপন কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করলেন ভেঙ্কট অপসারণে। মাত্র কয়েক মাস আগে যে সানির হাত থেকে প্যাকার সার্কাসের দোহাইতে অধিনায়কের দুর্লভ সম্মান কেড়ে নিয়ে তুলে দেওয়া হয়েছিল ভেঙ্কটের হাতে—সেই ভেঙ্কট এবার সরে দাঁড়ালেন। আনুগত্যের চরম পুরস্কার ভেঙ্কটকে অবশ্যই আত্মদহিত করেছিল, হায়রে ভারতবর্ষের ক্রিকেটীয় কর্তারদল, আপনাদের ভালবাসা তো বিধর্মীর মুরগী পোষার সামিল। যে ভেঙ্কটকে এত কাণ্ড করে বিসদৃশভাবে এতবড় সম্মানের মুকুট মাথায় চড়াতে কুণ্ঠিত হলেন না—সেই ভেঙ্কটকে আবার সম্মানের উচ্চশৃঙ্গ থেকে পপাতধরণীতলে বিসর্জিত করতেও মনে দ্বিধা এলো না আপনাদের—সত্যি আপনারা মহানুভব—আপনাদের করুণার শেষ নেই!

তবু বলি এই করুণায় লাভবান হয়েছিল ভারতবাসী—তারা যা চায় তাই পেয়েছিল। অর্থাৎ সানির অধিনায়ক নির্বাচন। আর অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েই অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজ শুরু করার আগেই সানি বললেন—"এখন থেকে ভারতকে পেশ ও স্পিং বোলারদের ওপর নির্ভরশীল হতে হবে। কপিল আমাদের মূল অস্ত্র—ওকে উপযুক্তভাবে ব্যবহার করার দায়িত্ব আমার! সেই আমাদের সিরিজ জেতাতে পারে!"

কপিলের হ্যাট্রিক

ভারতীয় ক্রিকেটে আধুনিক কালে সর্বাপেক্ষা আলোচিত ব্যক্তিত্বময় পুরুষটির নাম কপিলদেব নিখাঞ্জ। গাভাসকারের পর কপিলদেবের মতো সর্বভারতীয় স্তরে এত জনপ্রিয় ক্রিকেটার আর একটিও দেখা যায়নি, এমনকি যে ভিশি ভারতীয় ক্রিকেটের কাছে সর্বকালের রূপকার হিসাবে চিহ্নিত, সেই তাকেও অতিক্রম করে গেছে কপিলের আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তা। যেখানে কপিল, সেখানেই দর্শক চিত্তের উল্লাস। কি ব্যাটিং, কি বোলিং—দর্শকেরা দেখতে চান তাঁর মারমুখী সংগ্রামী দাপট!

নিখাঞ্জ পরিবারের এই ছেলেটি কিন্তু চিরকালই দামাল গোছের। রোমাঞ্চকর ঘটনা পরিক্রমার মধ্যে বেড়ে উঠেছে তাঁর ব্যক্তিত্ব। কোন কিছুকেই সে স্থির শান্ত মেজাজে মানতে রাজি নয়—সে চায় উন্মাদনা, চায় চঞ্চলতা।

এই তো জীবন। জীবন মানেই গতিশীলতা। এই গণ্ডির মধ্যেই আছে মুক্তির আনন্দ। অতএব ক্রিকেট—কপিলের চোখে গতিশীল, মনের আবেগের মতো উদ্দাম।

ঝড়ের বেগে কপিলদেব আত্মপ্রকাশ করেছেন ভারতীয় ক্রিকেট ভূমিতে। তার আসা, দেখা, জয় করা—এই তিনটি পর্বই এত চকিত যে কোন কিছু ভূমিকার অবকাশ রাখে না।

পাকিস্তান সফরের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কপিলদেবের আবির্ভাবের কোন প্রস্তুতি ছিল না। অথচ ওই একটি সফর—রাতারাতি তাকে বসিয়ে দিল জনপ্রিয়তার তুঙ্গ আসনে।

কাল যে ছিল সুপ্ত অঙ্কুর মাত্র, আজ সে পূর্ণ প্রকাশে প্রতিভাত। আজাদের স্বপ্ন সফল হয়েছে। তিনি তো এইরকম একজন কাউকে চেয়েছিলেন।

গুরুর প্রতি কপিলের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। কেনই বা কৃতজ্ঞচিত্ত হবে না—ওই গুরুর জোরেই আজ সে আপন সামর্থকে প্রকাশ করার সুযোগ পেয়েছে। আজাদ ছাড়া সেদিন তাকে কে চিনতো। পীঠে হাত রেখে তিনিই তো তাকে প্রেরণা জুগিয়েছিলেন। বলেছিলেন—কপিল তোমাকে বড় হতে হবে, হতে হবে নিসার সমতুল্য, সফল করতে হবে আমার স্বপ্নকে।

—আমি কি পারবো ?

—পারবে, আমার বিশ্বাস তুমি ঠিক পারবে।

সেই শুরু হয়েছিল বড় হওয়ার অধ্যাবসায়।

কপিলের ক্রিকেটের মস্ত বৈশিষ্ট্য হলো তার চপল দাপট। যা কেউ করতে পারে না, তাই অনায়াসে করতে চায় কপিল। হাতে ব্যাট থাকলেই কপিলের লক্ষ্য থাকে লাল বলকে যথেচ্ছার দানবের মতো মনের স্ফুর্তিতে পেটানোর। আবার ওই হাতে লাল বল তুলে নিলে বুকের মধ্যে কে যেন ওকে সিদ্ধমন্ত্র উচ্চারণে উসকে দেয়, "ওহে কপিল, উড়িয়ে দিতে হবে ব্যাটধারীর আগলে রাখা হলুদ উইকেট, তুমি যে সর্বশক্তিমান বিদ্রোহী।" কথাটা মনে হলেই সবকিছু যেন কেমন গোলমাল হয়ে যায়। সাজানো হলুদ 'তে-কাঠি।' হাউজ ছ্যাট চিৎকারে ডুবে যায় সারামাঠ। করতালিতেমুখরিত হয় চারপাশ।

> কপিল একজন ন্যাচারেল গেম প্লেয়ার। ওর খেলার মধ্যে সাবলীল প্রাণ উচ্ছ্বাস আছে।
>
> —আজাদ

কপিলদেব নিখাঞ্জ—ভারতীয় ক্রিকেটের একজন যুবরাজ, যৌবনের অগ্নিদূত। নিয়ম ভেঙে অনিময়ের মধ্যে নতুন নিয়ম গড়তেই তার আবির্ভাব।

দিল্লীর ফিরেজ শাহ কোটলায় এক নয়া রেকর্ড গড়লেন কপিলদেব দিলীপ ট্রফির ফাইনাল আসরে। কপিল ফিরিয়ে দিলেন পর পর তিনটি বলে তিনজন ব্যাটধারীকে, যাকে ক্রিকেটের পরিভাষায় বলা হয় হেট্রিক।

মাত্র একটি ওভারে বদলে গেল ক্রিকেটের দৃশ্যপট। পশ্চিমাঞ্চল দলের সৌভাগ্য যে গাভাসকার দলে ছিলেন তা না হলে হয়ত আর একটি ওভারের অবকাশে কপিলদেব মুড়িয়ে দিলেন খাতাকলমের নামী দল পশ্চিমাঞ্চলকে।

দিলীপ ট্রফির ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল উত্তরাঞ্চলের বিরুদ্ধে। দল হিসাবে, উভয় দলই ছিল তারকামণ্ডিত। টসে জিতে উত্তরাঞ্চল প্রথম ব্যাট করার সুযোগ নিয়ে সংগ্রহ করেছিল ৪১৭ রান। চমৎকার ক্রিকেট খেলেছিলেন মহিন্দর অমরনাথ, যশপাল শর্মা, খান্না, এমন কি রাকেশ শুক্লা পর্যন্ত। পশ্চিমাঞ্চলের কোন বোলারই এই ম্যাচে হালে পানি পেলেন না। ঘাউরি মতো বোলার পারলেন না দিল্লীর মন্থর ও সহজ উইকেটে। প্রাণের সাড়া জাগাতে। ফলে পশ্চিমাঞ্চলের ব্যাটধারীরা বেদম প্রহার করলেন—রানও এলো।

ক্রিকেট যে কোনদিকে যাবে প্রথম দিনের ফলাফলকে দেখেও বোঝা যায়নি। তবে প্রত্যাশা ছিল পশ্চিমাঞ্চল'ও ভাল ব্যাটিং-এর প্রমাণ দিতে পারবে। তাদের দলে আছেন সানির মতো ইশ্বর প্রদত্ত ক্ষমতা সম্পন্ন শক্তিমান ব্যাটধারী, সঙ্গে গায়কোয়াড়, বেঙ্গসরকার রাহুল মানকাদ, যজুর্বেন্দ্র সিং, ঘাউড়ি ও জাজেদার মতো ক্রিকেটার।

কিন্তু ক্রিকেট এই ম্যাচে সৃষ্টি করেছিল এক চমৎকার ধরনের নাটক।

নাটকীয় সংঘাতের মতো কপিলের দুরন্ত লাল বলের দাপট বদলে দিয়ে গেল এক নিমেষে সমস্ত দৃশ্যপট !

গুরুত্বে অবশ্য বোঝা যায়নি, এই রকম এক চরম উত্তেজনাময় কিছু ঘটতে চলেছে। সহজ উইকেটে দান শুরু করেছিল পশ্চিমাঞ্চল উত্তরাঞ্চলের মোকাবিলায়। গাভাসকার এই ম্যাচে ইনিংসের গোড়াপত্তন না করায় বেঙ্গসরকার এলেন গায়কেয়োড়ের সঙ্গে।

প্রথম তিনটি ওভারে সংগৃহীত হলো দশটি রান।

তারপরই মদনলালের আউট সুইং বলে ব্যাট ছুঁয়ে প্যাভেলিয়ানে ফিরলেন গায়কোয়াড়। পরের ওভারে কপিল ফিরিয়ে দিলেন বেঙ্গসরকারকে।

দশ রানে দুটি মূল্যবান উইকেট পতনের পর গাভাসকার এসে দাঁড়ালেন উইকেটে। চটুল ক্রিকেটে দিল্লীর উত্থান হয়ে উঠলো ভরপুর। রান আসতে লাগলো গাভাসকারের ব্যাট থেকে। এই সময় পর পর চারটি নো বল দিয়ে দশ বলের একটি বিরাট ওভার বোলিং করলেন কপিলদেব।

রান বাড়তে লাগলো।

দশ পার হয়ে কুড়ি—কুড়ি থেকে তিরিশ। তিরিশ টপকে গিয়ে চল্লিশ—বিয়াল্লিশ—তেতাল্লিশ—সাতচল্লিশ—উনপঞ্চাশ থেকে পুরলো পঞ্চাশ।

কপিলের হাতে বল।

ক্রিকেটের দেবতা আড়াল থেকে প্রাণের ইশারায় যেন উদ্বুদ্ধ করলেন কপিলদেবকে।

প্রথম কপিলের ইন সুইংগারের টানে ছিটকে গেল রাহুল মানকাদের উইকেট।

পঞ্চাশ রানে পতন হলো তৃতীয় উইকেটের। এবার প্যাভিলিয়ান থেকে বেরিয়ে এলেন যত্বর্বেন্দ্র সিং। নিশানা ঠিক করে নিয়ে বল হাতে নিয়ে দাঁড়ালেন কপিলদেব।

গোটা মাঠ ডুবে গেল করতালির মধ্যে! কপিল ছুটছেন। তিনি আম্পায়ারকে অতিক্রম করে উইকেটে বল ছুঁড়লেন। বিদ্যুৎগতির বল, রক্তের ঝিলিক টেনে দিয়ে গেল যেন। যজুর্বেন্দ্র সিং পিছনের পায়ে ভর দিয়ে খেলতে গিয়ে চমকে গেলেন।

কপিলের বল যজুর্বেন্দ্রের পদ দংশিত হওয়া মাত্র গগনভেদী এক আবেদনে যেন ডুবে গেল সারামাঠ—'হাউজ দ্যাট'।

আউট—যজুর্বেন্দ্র আউট!

পরপর দুটি বলে দুজনকে ফেরাবার পর তৃতীয় বলের ক্ষেত্রেও ওই একই ভাবে নিচু হয়ে আসা বলে পদযুগল চুম্বিত হলো অভিজ্ঞ অশোক মানকাদের।

অশোক মানকাদ নিরুপায়।

কাঠের পুতুলের মতো তিনি দাঁড়িয়ে।

আমপায়ার নির্দ্বিধায় তুলে দিলেন তর্জনী।

স্কোরবোর্ড জ্বলজ্বল করছে ক্রিকেটের তাৎক্ষণিক চেহারাটি। পঞ্চাশ রানে যেখানে ছিল তিনটি উইকেট তা এসে এই মুহূর্তে তিনটি বলের ব্যবধানে দাঁড়ালো ৬টি উইকেটে।

দিল্লীর মানুষ উত্তেজনায় উদ্বেল হয়ে উঠলো।

সৌভাগ্য ঘাউড়ির। কপিলের চতুর্থ বলটি উইকেট বরাবর ছিল না, থাকলে নির্ঘাৎ ঘাউড়ির উইকেট ছিটকে দিতো সেটি। পরের বলটি খেলার জন্য চোখ ডলে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন সেই ঘাউড়ি।

কপিলের পঞ্চম বল—উইকেট থেকে লাফিয়ে উঠলো ভয়ানক ভাবে। সপাটে হুক শট নিলেন ঘাউড়ি। ব্যাট বলের লাইন ফসকে গেল, সোজা এসে লাগলো ঘাউড়ির মাথায়।

মাটিতে বসে পড়লেন ঘাউড়ি।

ক্ষণিকের জন্য খেলা বন্ধ!

না—আঘাত তেমন গুরুতর ছিল না। ঘাউড়ি আবার তৈরী হয়ে

দাঁড়ালেন ব্যাট হাতে। এবার ওভারের শেষ বলটিতে কপিলদেব সরাসরি ছিটকে দিলেন ঘাউড়ির অফ স্ট্যাম্প।

ওভার শেষ!

করতালিতে ডুবে গেল সারামাঠ। একজন সতেজ বোলারের কি দাপট।

মাত্র ৬টি বলের ফাঁকে তারকামণ্ডলীর ব্যাটিং চিত্রের কি নিদারুণ পরিস্থিতি। চার চারজন বাঘা ব্যাটধারীকে একটি ওভারের মধ্যে ফিরিয়ে দিয়েছেন কপিলদেব।

মুহূর্তে ওই একটি ওভার অলিখিত সৌভাগ্য তিলক পরিয়ে দিল উত্তরাঞ্চলকে। পশ্চিমাঞ্চলের সৌভাগ্য যে গাভাসকারের সঙ্গে জাজেদা বহুক্ষণ ব্যাটিং করলেন।

রান বাড়লো।

গাভাসকার এগিয়ে যেতে লাগলেন সেনচুরির দিকে। কপিলের দুর্ভাগ্য যে এরপর সে বহু চেষ্টা সত্ত্বেও প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি, সানি বা জাজেদার ওপর। সানি অবিচল। ১৩০টি রান তিনি করে গেলেন নিজের স্বকীয় দাপটকে বজায় রেখে। জাজেদাও খেললেন চমৎকার ক্রিকেট।

ক্রিকেট আবার একটু করে বদলে যাচ্ছিল। জাজেদার এই ম্যাচে সেনচুরি পাওয়া উচিত ছিল। অত্যন্ত তার ব্যাটিং চাতুর্যে সেই কথাই সকলের মনে হয়েছিল। কিন্তু ক্রিকেট—সে তো কারো প্রভাবিত নিয়মের বশে চলতে রাজি নয়। তাই সহসা ক্রিকেট গতি বদলে দিলো জাজেদার আউট। মাত্র ৫১ রানে ষষ্ঠ উইকেট পতনের পরই অবিশ্বাস্যভাবে সপ্তম উইকেটে রান দাঁড়ালো পশ্চিমাঞ্চলের ২৪৩। চোপরার বলে সুন্দর একটা স্লিপে ক্যাচ নিলেন যশপাল। জাজেদা ফিরে গেলেন। এই উইকেটটি পতনের পর আবার আঘাত হানলেন কপিলদেব। মাত্র ২৬৮ রানে শেষ দুটি উইকেট মুড়িয়ে দিতে তার পক্ষে কোন কষ্ট হলো না। গাভাসকার—একাই একশ।

তিনি আবার নতুন করে প্রকাশ করলেন তার নিজের শ্রেষ্ঠত্বকে। ১৩০ রানে অপরাজিত অবস্থায় গাভাসকার ফিরে এলেন প্যাভেলিয়ানে। কপিল সংগ্রহ করলেন মাত্র ৬৫ রানের বিনিময়ে সাত-সাতটি উইকেট যা দিলীপ ট্রফির শুধু এক নয়া নজির সৃষ্টি করলো না, সেই উত্তরাঞ্চলের জয়কে একরকম প্রায় নিশ্চিত করে দিলো।

দিলীপ ট্রফির ফাইনালে কপিলদেব সত্যি একজন দক্ষ ফাস্ট বোলার হিসাবে লালবলের আগুন ঝরিয়েছিলেন। তার বোলিংয়ের বিরুদ্ধে মোকাবিলা করা ছিল খুবই কষ্টসাধ্য। এমন কি স্বয়ং গাভাসকার পর্যন্ত তাকে সমীহ করেছিলেন। তবে বলা বাহুল্য এই ম্যাচে কপিলদেব উদ্দাম ব্যাটিং-এর পরিচয় দিতে পারেননি। দুটি ইনিংসেই তিনি অহেতুক বেপরোয়া হতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু লালবলে তিনি যে যৌবন দীপ্ততার পরিচয় দিয়েছেন, তা বহুকাল মনে রাখবে দিল্লীর মানুষ।

এই ম্যাচ প্রসঙ্গে পরবর্তী এক সাক্ষাৎকারে পশ্চিমাঞ্চলের বিখ্যাত অলরাউণ্ডার ও টেস্ট পর্যায়ে কপিলের একান্ত সঙ্গী কার্যণ ঘাউড়ি বলেছিলেন: "যে ওভারটিতে কপিল পশ্চিমাঞ্চল ব্যাটিংয়ের ধস নামিয়েছিলেন, সেই ওভারটিতে সত্যি তিনি মারাত্মক বোলিং করেছিলেন—এত দ্রুতগতিতে এর আগে কখনও কপিলকে আমি বল ছোটাতে দেখেনি। আমি প্রথম বলটিকে ফসকে গিয়েছিলাম। বলটি ইয়র্ক হয়েছিল, তবে আমার সৌভাগ্য যে আমার ব্যাটে তো স্পর্শ করে নি। দ্বিতীয় বলটি ছিল একটি ভাল বাউনসার, আমি হুকশট নেওয়ার চেষ্টা করায়, বলটি ব্যাট ফসকে আমার মাথায় আঘাত করেছিল। তবে ঈশ্বরের দোহাই, আঘাত গুরুতর ছিল না। এবং ওর তৃতীয় বলটি আবার ইয়র্কার হওয়ায় সে আমায় সরাসরি বোল্ড করে দেয়। তবে সে আমার বিরুদ্ধে বাউনসার সরাসরি দেওয়ার জন্য আমি কিছু মনে করিনি—এটা ক্রিকেটর, ক্রিকেটে এই ধরনের বোলিং আইন-সিদ্ধ আর সবচেয়ে বড় কথা, সে আমার একজন বিশ্বস্ত বন্ধু।"

এবার বলি একজন বিখ্যাত ব্যাটধারীর কথা—তিনি হলেন অশোক মানকাদ। এই অশোক মানকাদ ছিলেন কপিলের হ্যটট্রিক'এর একজন। তিনি কপিলের সেই বিশেষ ঐতিহাসিক ওভারটির কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, "কপিল আমাকে মুগ্ধ করেছে, এত দ্রুতগতিতে দিল্লীর উইকেটে এর আগে আমি কাউকে বল ছোটাতে দেখিনি। বিশ্বাস করুন, এটি আমার দেখা কপিলদেবের একটি অবিশ্বাস্য ও সেরা ওভার।"

এই ম্যাচের পর কপিলদেবের হাতে তুলে দেওয়া হয় দুটি প্রধান পুরস্কার। প্রথমটি "ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ" ও দ্বিতীয় পুরস্কারটি ছিল "সেরা বোলারের।"

কপিলদেব—দিল্লীর মানুষ সেদিন তার দুরন্ত বোলিংয়ের অগ্নিগর্ভ বৈপ্লবিক চেহারা দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়েছিল। এখনও ফিরোজ শাহ উদ্যানে কান পাতলে শোনা যাবে সেই লালবলের উদ্দাম লহরীর প্রতিধ্বনি। আগুনের বৃষ্টি ঝরিয়ে কপিল ক্রিকেটের বুকে প্রমাণ

> "Kpil Dev Nikhanj made history with his fifth over in the Duleep Trophy final at the Ferozeshah Kotla."
>
> —Sports world.

করেছিলেন তার আগামী দিনের সম্ভবনাময় ভবিষ্যতকে। ভারতীয় ক্রিকেটে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে সেদিনের ইতিহাস—চিহ্নিত থাকবে বিদ্রোহী কপিলদেবের নাম।

আজ মনে হয় হরিয়ানা দলের অধিনায়ক ডাক্তার রভীন্দর চন্দা ঠিকই বলেছিলেন, "কপিলের জন্যে টাইসন স্কুল নয়। কপিল নিজেই নিজের দক্ষতায় স্বয়ংসম্পূর্ণ।"

শুধু তাই নয়, পরবর্তী পর্যায়ে নিজের বক্তব্যকে দীর্ঘ করে যুক্তি যাচাই করে তিনি বলেছিলেন, "যখন আমাদের দেশেই ভাল কোচ

পাচ্ছি তখন কিসের প্রয়োজন কপিলদেবকে বাইরে পাঠানোর। আমার ধারণায় কপিলকে, কপিলের উপযোগী করে ভারতের নিজের আবহাওয়ায় ভালো কোচিং দেওয়াই শ্রেয়—কোন প্রয়োজন নেই অস্ট্রেলিয়া বা অন্য কোন দেশে গিয়ে তার শিক্ষা নেওয়ার।

কথাটা রভিন্দর চন্দা একেবারে মন্দ বলেন নি। পাকিস্তানের সফরের সময় কপিলের যে ধার ছিল, তার তুলনায় সে এখন অনেক পরিপূর্ণ হয়েছে। আগে সে কেবলমাত্র আউট-সুইং নির্ভর করেই বোলিং করতো, এখন সে পারে ইন-সুইং মানে উইকেটের ভিতরেও বলকে আশ্চর্য ভাবে ঢুকিয়ে দিতে। বাতাস ভেঙে অথবা অফ-স্ট্যা উইকেট এই দু'রকম ভাবেই কপিল এখন বলকে নিয়ে খেলাতে পারে। ভবিষ্যতে সে আরো মারাত্মক হবে বলেই আমার বিশ্বাস।"

রভিন্দর চন্দার কথা যে মিথ্যে হয়নি, তার প্রমাণ মিলেছে পরবর্তী সেই অস্ট্রেলিয়া এবং পাকিস্তানের সঙ্গে টেস্ট পর্যায়ের খেলায়।

হিউজেস এলেন ভারতে

ইংল্যাণ্ড সফরের নয়া অভিজ্ঞতা সামনে রেখে হিউজ দলের বিরুদ্ধে অভাবনীয় দক্ষতার পরিচয় দিলেন কপিল। ইংল্যাণ্ড সফরে কপিল বৃটিশ রেস্তরাঁয় বড়বোলার হিসাবে কফির কাপে অথবা বিয়ারের গ্লাসে তুমুল তর্ক-বিতর্কের ঝড় তুললেও—একজন ভাল ব্যাটসম্যান হিসাবে অবশ্যই তিনি স্বধর্ম প্রকাশ করতে পারেন নি। মনের মধ্যে স্বভাবতই সেই কারণে একটা গোপন যন্ত্রণা তার

ছিল। আর এই যন্ত্রণার বহিঃপ্রকাশ তিনি ঘটালেন অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে নিজের দাপট দেখিয়ে।

নবগঠিত অস্ট্রেলিয়ান দল ছিল, তারুণ্যের উন্মাদনায় প্রতিভাত। কিম হিউজেস—নিজেই একজন তরুণ ক্রিকেটার, সেই তিনি এসেছেন দলের দায়িত্ব নিয়ে। দলে নেই চেনাজানা তারকা সমৃদ্ধ নামগুলি। কাজেই কঠিন দায়িত্ব ছিল হিউজেসের।

একদিকে যেমন হিউজ'এর দায়িত্ব ছিল কঠিন, তেমনি ছিল গাভাসকারের যোগ্যতায় বিচারে আপন ব্যক্তিত্বকে প্রতিষ্ঠা করার কর্তব্য! ইংল্যাণ্ডের মাঠে ব্যর্থ ভেঙ্কটের হাত থেকে আবার অনুগত্যের পুরস্কার কেড়ে নিয়ে ভারতীয় কর্মকর্তারা নতুন করে তুলে দিয়েছিলেন কর্তব্যের সুযোগ দলনায়কের মর্যাদা সানির হাতে।

সানিকে তাই নিজের যোগ্যতা প্রমাণ দেওয়ার জন্য উঠে পড়ে লাগতে হয়েছিল এই সফরে। ঈশ্বরের দোহাই—সানির মুখরক্ষা করেছে ক্রিকেট। ভারত জিতেছে। রাবার এসেছে ঘরে। শুধু তাই নয়, সেই সফরে অনন্য ক্রীড়াবিন্যাসের পরিচয় দিয়েছিলেন কপিলদেব।

তারুণ্যের উন্মাদনায় ভরপুর ভারতীয় দলের ঐক্যবদ্ধ প্রেরণার উৎস হিসাবে দুই পেশম্যান—কপিল ও ঘাউড়ির ভূমিকা ছিল সব চেয়ে বেশী। ব্যাট-বলের ক্রিকেটে কপিল তার দুই হাতে দুই অস্ত্র ধারণ করে আপন আত্মপ্রত্যয়কে তুলে ধরেছিলেন সবার ওপরে। প্রথম ম্যাচে কপিলের দুর্ভাগ্যের জন্য সেনচুরি আসেনি মাত্র ১৭টি রানের জন্য। মাদ্রাজের বুকে অনুষ্ঠিত ম্যাচের ফলাফল ছিল অমিমাংশিত। ভারত জিতেছিল কানপুর ও বোম্বাইতে।

এই সফর শেষে অস্ট্রেলীয় অধিনায়ক হিউজেস প্রভূত প্রশংসা করলেন কপিলের। বিশেষ করে কপিলের বোলিংয়ের প্রশংসা করে হিউজেস বললেন: "আমাদের পরাজয়ের মূলে ভারতের কপিলদেবের ভূমিকা অস্বীকার করার নয়। আমার ধারনায় সে এখন বিশ্বের সেরা চৌকশ খেলোয়াড়দের মধ্যে একজন।"

সত্যি প্রশংসা করার মতো ভূমিকাই বটে! মাদ্রাজের বুকে অনুষ্ঠিত অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিং খুব একটা অসামঞ্জস্য ছিল না। দক্ষতার সঙ্গে ব্যাটিং করেছিলেন হিউজ আর বর্ডার। মাত্র পঁচাত্তর রানে দ্বিতীয় উইকেটে উডের পতনের পর তৃতীয় উইকেটে এই দুই ব্যাটধারী আপন শৌর্যতায় ভারতীয় আক্রমণের সমস্ত প্রতাপ গুঁড়িয়ে আদায় করে নিয়েছিলেন নিজেদের সেনচুরির গরিমা। হিউজেস আউট হলেন ২৯৭ রানের মাথায় নিজস্ব শতরান পূরণের পর। বর্ডার করলেন ১৬২—এই ম্যাচে বর্ডার সাহেব নির্ঘাত দ্বিশত রান করতে পারতেন যদি না দর্শনীয় ফিল্ডিংয়ের কল্যাণে তাকে রান আউট হতে হতো। কপিলদেব অবশ্য মাদ্রাজের উইকেটে ভাল বোলিং করতে পারেন নি। তার লাইন নিশানা ঠিক না থাকায়, তাকে বেদম প্রহারের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। এই ম্যাচে ৯৫ রানে কপিলের দখলে এসেছিল মাত্র দুটি উইকেট। ৩৯০ রানে অস্ট্রেলিয়া দলের প্রথম ইনিংসের দান শেষ হবার পর ভারত মাদ্রাজের নির্জীব উইকেট থেকে কুড়িয়ে নিলো ৪২৫টি রান—যার বিনিময়ে ক্রিকেটের উত্তেজনা মাদ্রাজ থেকে ধুয়ে মুছে গেল একাবারে। এই ম্যাচ যে ফলশূন্য ভাবে শেষ হতে চলেছে এটাই স্পষ্টত পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল। কপিলদেব এই ইনিংসে খেলেছিলেন চমৎকার একটি মারমুখী ইনিংস। অস্ট্রেলীয় বোলারদের বেদম প্রহার করে কপিল এই ইনিংসে করলেন ৮৩ রান। সপ্তম উইকেট কপিল-যশপাল সহযোগে যোগ হয়েছিল ৬১ রান। শেষ পর্যন্ত যশপাল আউট হলেন হিগ্‌সের বলে ৫২ রানে এল. বি. ডাবলু হয়ে। কপিলদেব অনবদ্য। ১০৭ মিনিট ব্যাটিং করে কপিলদেব ঝড়ো ক্রিকেটের পরিচয় দিয়ে মাত্র ৭৪টি বলের মোকাবিলা করে পূরণ করলেন ৮৩ রান। এই রান করতে কপিলদেবের ব্যাট থেকে নির্ঝরণী ধারায় বেরিয়ে এসেছিল ১৪টি সতেজ বাউনডারী। এই ইনিংসে হলপ করে বলা যায়, কপিলদেবের অবশ্যই সেনচুরি পাওয়া উচিত ছিল। এই প্রসঙ্গে অবশ্য গাভাসকার বলেছেন; "কপিলদেবের প্রত্যাশিত সেনচুরি হাত-

ছাড়া হওয়ার একমাত্র কারণ হলো তাঁর মানসিক চাঞ্চলতা। টেস্টম্যাচের সেনচুরির মূল্য মনে হয় কপিলের জানা নেই, জানলে দর্শকদের দাবী মেটাতে সে ওমন একটা বেমক্কা বড় রানের জন্য ভাল স্পিনের বিরুদ্ধে স্ট্রোক নিতো না।”

কপিলদেবের এই ঝড়ো ইনিংসটি মাদ্রাজের লক্ষ লক্ষ দর্শকদের যে আনন্দ দিয়েছিল একথা স্বীকার করতেই হবে। তার হাতের উদ্ধত ব্যাটের সাবলীল উজ্জ্বলতা মুখর মারগুলি সেদিন সোনালী আলোর বর্তিকায় রোমাঞ্চিত করে তুলেছিল মাদ্রাজের চীপক উদ্যান।

ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ব্যর্থ কপিলদেবের ব্যাটিং প্রতিভার পুনরুত্থান ভারতীয় দলের পক্ষে আশাপ্রদ ছিল। ক্ষণিকের দুর্বলতার আস্তারণ ভেঙে কপিল হলেন আবার সতেজ, আবার দীপ্তমান! তার এই রণংদেহি মূর্তি লক্ষ্য করে আশ্বস্ত অধিনায়ক গাভাসকার বললেন: “Kapil Dev recaptured the form that deserted him in England, and if he continues to strike the ball with such power and placement he will cotinue to cause the blowers concern.”

‘শুধু একা সানি নয়, কপিলদেবের এই ইনিংসটিকে স্মরণীয় করে এম. জি গোপালন বললেন উচ্ছ্বসিত ভাষায়: “Gifted with fine temperament, Kapil Dev indulged in clean hitting. The power of his front foot drives remineded me of the late Amar Singh, who, besides being a great blower, was also a brilliant hitter of the ball.”

প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্বের দল সে যাই বলুন কেন, অপেক্ষা করেছিলেন দর্শকেরা। কপিলের বিদায় যন্ত্রণা তাকে বুকে চোরাকাঁটার মতো বিঁধে ঘটিয়েছিলো গোপনে নিঃশব্দ রক্তপাত। জীবনের দ্বিতীয় সেনচুরির এমন সুযোগ হাত-ছাড়া হওয়ার জন্য অবশ্য কপিল মনে

মনে দুঃখিত হলেও, যে দর্শকদের তিনি অবিভূত করেছিলেন, সেটি স্পষ্টত বোঝা গিয়েছিল তার সুকুমার ঠোঁটের কোলে মনরম হাসির ঝিলিক রেখায়।

কপিল ব্যাট হাতে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাচ্ছেন। উল্লাসে করতালি মুখর হয়ে উঠেছে সারামাঠ। মুখে হাসি, চোখে জল, বুক ভরা ব্যথার বেদন—তারি মধ্যে উত্তাল সমুদ্র গর্জনের মতো ভেসে আসছে লক্ষ লক্ষ দর্শককণ্ঠে এক আন্তরিক ঐকতান—"কপিল, তোমার এই সতেজ ভূমিকা আমরা মনে রাখবো। তুমি যে আমাদের বড় আপনজন!"

মাদ্রাজের পর বাঙালোর। দক্ষিণ ভারতের আবর্ত জুড়ে তখন চলেছে অসময় বরিষণ পর্ব। যদিও উইকেট ঢাকা ছিল, তবু বৃষ্টি বাদ সেধেছিল ক্রিকেটকে। ৯০ মিনিট সময় উত্তরে শুরু হয়েছিল ক্রিকেট।

বৃষ্টি ভেজা উইকেটে অস্ট্রেলিয়া দল প্রথম নিলো ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত। প্রাথমিক পর্যায়ের ক্রিকেটে অস্ট্রেলিয়া দল নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছিল যথাযথ ভাবে। ধীরভাবে ব্যাটিং করে অস্ট্রেলিয়া সারাদিনে সংগ্রহ করলো মাত্র ১৮০টি নিস্তেজ রান। অস্ট্রেলিয়া দলের নীতিমূলক ক্রিকেট খেলার অবশ্য প্রয়োজনীয়তা ছিল। কারণ শুরুতেই তাদের কপিল ছোবলে হারাতে হয়েছিল ডারলিংয়ের উইকেটটি। বলটি চমৎকারভাবে ভিতরে ঢুকেছিল। ডারলিং কিছু বুঝে ওঠার আগেই বলটি তার লেগস্ট্যাম্পকে মাটি থেকে উপড়ে নেয়। এরপর খেলাটিকে আশ্চর্যজনক ভাবে ধরলেন প্রথমে হিলডিচ—বর্ডার এবং পরে বর্ডার ও হিউজেস। চমৎকার খেলছিলেন হিউজেস। এই টেস্টে হয়ত তার ব্যাট থেকে একটি সতেজ সেনচুরি দেখতে পেত দক্ষিণের ক্রিকেট প্রিয় দর্শকেরা। কিন্তু তাঁর সেই সজল প্রত্যাশিত সেনচুরির পথে নেহাতই অপ্রত্যাশিতভাবে বাদ সাধলেন

কপিলদেব। মারমুখী হিউজেসকে তিনি ওভার পিচ বলে একাবারে বোকা বানিয়ে ক্যাচ আউট হতে বাধ্য করলেন। গালীতে দাঁড়িয়ে হিউজেসের ক্যাচ ধরলেন ঘাউড়ি। এই রান সংগ্রহ করতে হিউজেসের সময় লেগেছিল ২৬১ মিনিট। অন্যপ্রান্তে অনবদ্য বর্ডার ব্যাট ধরে ছিলেন ১৩৮ মিনিট। এই সময়ের ফাঁকে বর্ডার ৬২ রানে পৌঁছে যান। নবাগত দোশীর ঝোলানো বলে মিড অনে ড্রাইভ করতে গিয়ে বর্ডার সহজ ক্যাচ তুলে দিলেন শিবলাল যাদবের হাতে। শেষ দিকে ইয়া-লোপের খেলাটিও ছিল নয়নাভিরাম। মোট ৪২৬ মিনিট ব্যাট করে অস্ট্রেলিয়া গড়লো ৩৩৮ রান। কপিলদেব ২৫ ওভার বোলিং করে সংগ্রহ করলেন ৮৯ রানের সুবাদে দুটি সতেজ উইকেট।

ভারতীয় ব্যাটিং পর্ব মোটেই সুবিধের হয়নি। ভিজে উইকেটে প্রথমেই আঘাত হানলেন ইয়ার্ডলি। গাভাসকার ইয়ার্ডলির ঘূর্ণি বলে ব্যাট ছুঁয়ে আউট হলেন মাত্র ১০ রানে। এই ইনিংসে ভারতীয় দলের চরম বিপর্যয়ের মধ্যে চমৎকার ব্যাটিং করলেন ভিশ ও দিলীপ। লর্ডসের বুকে বিনম্র সৌন্দর্যের একটা অংশ যেন পুনরানুষ্ঠিত হয়েছিল এই দুই ব্যাটধারীর কল্যাণে বাঙালোরের উইকেটে। বিশ্বনাথ অনবদ্য। ৪০৫ মিনিট ব্যাটিং করে সম্রাট ভূমিকায় বিশ্বনাথ এই দিন বিচরণ করেছিলেন বাঙালোরের উইকেটে। দিলীপ বেঙ্গসরকার'ও কম গেলেন না। ৩৬৬ মিনিটে দিলীপও পূরণ করলো নিজস্ব ১১২ রান। এই দুই জুটির কল্যাণে ভারতীয় দল পেল বড় রান গড়ার ঐকান্তিক প্রেরণা। ১২০ রানে কিরমানির বিদায়ের পর, চতুর্থ উইকেটে উঠলো ২৭৯ রান। আউট হলেন বেঙ্গসরকার। এরপর যশপালকে নিয়ে ভিশ দলকে পৌঁছে দিলেন ৩৭২ রানে। পরবর্তী পর্যায়ে ভিশের জুটি ছিলেন মারমুখী কপিলদেব। মাত্র ৬৭ মিনিটে চল্লিশটি বলের মুখো-মুখি হয়ে কপিলদেব আবার পরিচয় দিলেন তার মারমুখী সাবলীল আত্মপ্রত্যয়কে। চারটি সতেজ বাউণ্ডারী মেরে কপিল করলেন ৩৮ রান। ভারতীয় দলপতি গাভাসকার যখন দান ছাড়লেন ভারতের

রান তখন পৌঁছে গেছে ৫ উইকেটে ৪৫৭ রানে। বিশ্বনাথ ১৬১ ও কপিলদেব ৩৮ রানে প্যাভিলিয়ানে ফিরে এলেন অপরাজিত অবস্থায়।

দ্বিতীয় ইনিংসে অস্ট্রেলিয়া তিন উইকেটে ৭৭ রান সংগ্রহ করা মাত্র টেস্ট ম্যাচের নির্দিষ্ট সময়ে ছেদ পড়লো।

আবার ড্র।

এবার প্রস্তুতি পর্ব শুরু হলো তৃতীয় টেস্ট ম্যাচের। এই সফরে ভারতের নবাগত দুই স্পিনার দোশী ও যাদব সত্যি ভাল বোলিং করেছিলেন। শিবলালের সংগ্রহে ছিল ৪৯ রানে চারটি উইকেট।

কানপুর এগিয়ে দিল

কানপুরের গ্রীনপার্ক—ভারতকে রাবার জয়ের লড়াইতে এগিয়ে দিল। এই জয় যেমন অপ্রত্যাশিত, তেমনি উত্তেজনাময়। ক্রিকেট যে কত অনিশ্চিত খেলা, তার প্রমাণ মিললো নতুন করে কানপুরের উইকেটে। এই উইকেটে ভারতের জয়ের মূলে ছিল কপিলদেবের অভাবনীয় বোলিং দাপট!

কানপুরের উইকেটে ভারতীয় দল পায় প্রথম ব্যাটিং করার সুযোগ। উইকেট যে ভাল ক্রিকেটের উপযোগী ছিল না অচিরেই বোঝা গেল। তবু এই অবস্থায় সানি ও চৌহান দেখেশুনে শুরু

> অস্ট্রেলিয়ার অপ্রত্যাশিত বিপর্যয়ের একটি অন্যতম কারণ ছিল কপিলদেবের অসাধারণ বোলিং নৈপুণ্য। রহস্যময় উইকেট থেকে সম্পূর্ণ ফায়দা আদায় করতে কপিল কসুর করেনি।"
>
> —রড নিকোলসন

করলেন ব্যাটিং করতে। চমৎকার খেলেছিলেন গাভাসকার। তার দক্ষ ব্যাট রাজসিক জৌলুসতায় মুখর করে রেখেছিলেন কানপুরের সাজানো

উদ্যানকে। ১৭৫ মিনিট ব্যাটিং করে গাভাসকার এই ইনিংসে করেছিলেন ৭৬ রান। চৌহানকেও প্রশংসা করতে হয়। তিনি উইকেটে দাঁতে দাঁত চিপে ব্যাট ধরে রেখেছিলেন ৩০৩ মিনিট। এই দীর্ঘ সময় ব্যাট করা সত্ত্বেও বড় রান পেলেন না। তিনি ফিরলেন ৫৮ রানে। বিপর্যয় শুরু হয় বেঙ্গসরকারের বিদায়ের পর। এই সময় অগ্নিমূর্তি ধারণ করেছিলেন অস্ট্রেলীয় পেশ জুটি হগ ও ডিমক। আগুনের গোলার মত উইকেট থেকে বল ছুটিয়ে ডিমক ও হগ দখল করলেন চারটি করে উইকেট। বিপর্যয়ের মুখে বিশ্বনাথ ধরলেন দলের হাল। একটি একটি করে তার ব্যাট থেকে রান উঠতে লাগলো রীতিমতো যুদ্ধ করে। শেষ পর্যন্ত ৪০৬ মিনিট ব্যাটিং করে ভারত করলো ২৭১ রান।

ভারতীয়দের ব্যাটিং দৈন্যতার পরিচয় স্পষ্ট ধরা পড়লেও অস্ট্রেলীয়রা কিন্তু আপন রীতি বজায় করতে কসুর করলো না। মন্থর ঘূর্ণি পিচে চমৎকার দক্ষতার পরিচয় দিলেন দলপতি হিউজেস ও ইয়ালোপ। কিন্তু ইয়ালোপের দুর্ভাগ্য—যে তিনি কপিলের লাফানো বলে হুক করতে গিয়ে উইকেটের ওপর পড়ে গেলেন—তা না হলে তার ব্যাট থেকে একটি সেনচুরি প্রত্যাশিত ছিল। ভারতীয় বোলারদের মধ্যে ঘাউড়ি সংগ্রহ করলো তিনটি উইকেট এবং দুটি করে উইকেট পেলেন কপিল ও যাদব। এত করেও ভারতীয় দল বড় রান থেকে দাবিয়ে রাখতে পারলো না অস্ট্রেলিয়ানদের। ৪১৩ মিনিটে তারা সংগ্রহ করলেন ৩০৪ রান।

দ্বিতীয় পর্যায়ে ভারতীয় দল দেখেশুনে ব্যাটিং করলেন। প্রথম ইনিংসের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে এবার ভারতীয় ব্যাটধারীরা ঘূর্ণিমান পিচে করলেন ৩১১ রান। চৌহানের দুর্ভাগ্য—শত রানের সুযোগ আবার হলো তার হাতছাড়া। ৮৪ রানে তিনি ফিরলেন ডিমকের আউট সুইং বলে পরাস্ত হয়ে। ভিশ আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে ব্যাটিং করে পূরণ করলেন চোখ জুড়নো ৫২ রান। কপিলদেব—যার

ব্যাটিংয়ের উদ্দামতা প্রত্যক্ষ করার জন্য গোটা গ্রীনপার্ক উত্তাল হয়েছিল, সেই কপিল ফিরে এলো মাত্র ১০ রান করে।

ব্যাটিং পর্বে দর্শকদের চিত্ত আকৃষ্টকর কোন নমুনা গ্রীনপার্কের উইকেটে রাখতে না পারলেও কপিলদেব আগুনের ফুলকি ঝরালেন লালবলের দাপটে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে অস্ট্রেলিয়ানরা যে মাত্র ২৩৭ মিনিটের মধ্যে গুটিয়ে যাবে এই বিশ্বাস উপস্থিত দর্শক মনে একবারের জন্যও উঁকি দেয়নি। কিন্তু শুরুর মুখেই ক্রিকেটের চেহারা বদলে দিলেন কপিলদেব। মাত্র তেরো রান স্কোরবোর্ডে লিখিত হওয়া মাত্র কপিল প্রথম আঘাত হানলেন অস্ট্রেলীয় তাঁবুতে ডারলিংকে নিচু বলে ফিরিয়ে দিয়ে। এরপর অন্যপ্রান্তে অগ্নিমূর্তি ধারণ করলেন কার্ষণ ঘাউড়ি। বাঁ হাতি ঘাউড়ি তার ইনকাটিং বলে ইয়ালোপকে আউট করা মাত্র খেলার চেহারা বদলে গেল এক নিমেষে। অস্ট্রেলিয়ার পরাজয় আরো সুনিশ্চিত হয়ে উঠলো যখন কপিল আবার একটি নিচু বলে লেগ বিফোর করলেন হিউজেসকে।

মধ্যাহ্ন ভোজনের পর কপিল ও যাদব শুরু করলেন যৌথ আক্রমণ। এই সময় হোয়াটমোর ও বর্ডার কিছুটা আত্মরক্ষার্থমূলক খেলার চেষ্টায় রান এলো বটে, তবে অচিরেই তাদের উইকেট খোয়াতে হলো যাদবের বাঁক নেওয়া বলে। বর্ডারের ব্যাট ও প্যাডের ফাঁক গলে ছিটকে গেল উইকেট! এরপরই দেখা গেল শোচনীয় শোক চিত্র।

৯৩ রানে ফিরলেন হোয়াটমোর।

খেলা তখন ভারতের হাতের মুঠোয়। আর মাত্র তিনটি উইকেট। কানপুর উত্তাল। কখন আসবে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ—যার স্বাদে ভারতীয় দল গ্রাস করবে অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটের সমগ্র প্রতাপ।

সুখের সময় আসতে দেরী হলো না।

ভারতীয় ক্রিকেটের কাছে এসে ধরা দিল সেই অমোঘ মুহূর্ত। যাদবের বলে ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে এসে খেলতে গিয়ে বল ফসকালেন

ডিমক। কিরমানি চকিত তৎপরতায় উইকেট ভেঙে দিলেন।

হাউজ দ্যাট!

সাদা কোটধারী মানুষটি তর্জনী তুলে সমর্থন করলেন এই আবেদন।

মুহূর্তকাল মাত্র!

গোটা মাঠ ডুবে গেল চিৎকারে।

ভারত জিতলো—এগিয়ে গেল সিরিজ। ভারতের এই জয়ের পথ প্রশস্ত করতে কপিলের অনন্য ভূমিকা ভোলার নয়। এই ম্যাচের প্রতিবেদনের শিরোনামায় প্রখ্যাত সাংবাদিক ডি. গি. রত্নাকর লিখলেন, "Victory after Crises."

এবার লক্ষ্য দিল্লী।

রাজধানীর লোকপ্রিয় সুন্দরী ক্রিকেটের স্বপ্নের উদ্যান—ফিরোজ শাহ কোটলা।

সাবাস অস্ট্রেলিয়া

কানপুর টেস্টে জয়ের পর দিল্লীর উইকেটে দাপটের সঙ্গে খেলা শুরু করলো ভারতীয় দল। দীর্ঘ ৬০৯ মিনিট উইকেটে ব্যাট ধরে ভারত গড়লো ৫১০ রানের একটা মস্ত ইনিংস। এই টেস্টে ভারতীয় দলের তিন তিনজন ব্যাটধারী শতরান করলেন। গাভাসকার করলেন ১১৫ রান সঙ্গে ভিশির অনবদ্য ১৩১ রান সহ যশপালের দুরন্ত সতেজ শতরান। এই ইনিংসে ভারতীয় ব্যাটসম্যানের ওপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে করতে পারলেন না অস্ট্রেলীয় বোলারেরা। দাপটের সঙ্গে রাজসিক ক্রিকেট খেললেন গাভাসকার, বিশ্বনাথ সহ যশপাল শর্মা। যশপাল প্রথম দিকে নিস্তেজ থাকলেও দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রচণ্ড ভাবে হাত খুলে মারতে লাগলেন। দশটি চার সহ তিনটি ছক্কা উড়িয়ে যশপাল প্রমাণ করলেন নিজস্ব ব্যক্তিত্বকে।

৫১০ রানের মস্ত ইনিংস গড়ে গাভাসকার চেয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়াকে স্নায়ু দুর্বল করে তুলতে। তার প্রত্যাশা সফল হয়েছিল অস্ট্রেলিয়দের প্রাথমিক পর্বের ব্যাটিং দৈন্যতার মধ্যে। একমাত্র হোয়াটমোর ছাড়া আর কেউ এই ইনিংসে কোন ব্যাটধারী আত্মপ্রত্যয়ের পরিচয় দিতে পারেননি। চমৎকার বোলিং করলেন কপিলদেব। তার দখলে ৮২ রানের বিনিময়ে পাঁচ-পাঁচটি মূল্যবান উইকেট। দিল্লীর উইকেটে কপিলের সৌভাগ্য—এই উইকেটেই কপিল দিলীপ ট্রফিতে সৃষ্টি করেছেন সাতটি উইকেট সংগ্রহের এক স্মরণীয় নজির। একমাত্র কপিলের লাইন ও লেংথ মাপা বোলিংয়ের কল্যাণে অস্ট্রেলিয়ার মতো একটি সতেজ ক্রিকেট দল গুটিয়ে গিয়েছিল মাত্র ২৯৮ রানে—জয়ের স্বপ্ন হয়ত সেই মুহূর্তে দানা বেঁধেছিল ভারতীয় দল নায়ক সানির মনে।

এই ম্যাচ তাকে জিততে হবে।

২১২ রানে পিছিয়ে পড়া অস্ট্রেলিয়াকে গাভাসকার দিলেন ফলো অন। দিল্লীর মানুষ সানির মনোভাবকে সাধুবাদ জানিয়ে উত্তেজনার আঁচে নিজেদের উত্তপ্ত করলেন।

ক্রিকেটের তখন সারবস্তু বলতে উত্তেজনা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। দর্শকেরা কপিলদেবকে সতেজ রাখার জন্য কখনও উল্লাস করে কখনও বা করতালিতে মাঠ গরম রাখবার চেষ্টা করলেন।

শুরুতেই ফল ফললো।

ডারলিংকে আউট-সুইং বলে ফিরিয়ে দিলেন কপিলদেব।

চমৎকার বল। ডারলিং দোমনা হওয়ায় এই বিপদ ঘটে গেল মাত্র কুড়ি মিনিটের মাথায়।

এরপর হিলডিচ-এর সঙ্গে জুটি বাঁধলেন বর্ডার।

উইকেট যে সহজ ও মন্থর হয়ে আসছিল, তা বোঝা যেতে সময় নিলো না। কপিলের বল দু'একটি ক্ষেত্রে অসম্ভব নিচু হয়ে যাওয়া ছাড়া তিনি আর বিশেষ কোন বড় ধরনের সুযোগ আদায় করতে

পারলেন না ফিরোজশাহ'এর মন্থর উইকেট থেকে। এর ফলে অস্ট্রেলীয় ব্যাটধারীরা সাহস ভরে খেলতে কসুর করলেন না। বর্ডার ৪৬, হিলডিচের ৮৫, হিউজের ৪০ রান ছিল দেখার মতো। ২৪২ রানে পঞ্চম উইকেট পতনের পর ষষ্ঠ উইকেট জুটিতে আবার রান উঠলো হোয়াটমোর ও স্লিপের সাহসভরা ক্রিকেটে। শেষ পর্যন্ত ১৪৫ মিনিট ব্যাটিং করে হোয়াটমোর কপিলের নিচু বলে হলেন এল. বি. ডাবলু। পরবর্তী পর্যায়ে শেষ অংশে ডিমকের ৩১টি রানও কম মূল্যবান ছিল না।

দিনের খেলা লিখিতভাবে অমীমাংসিত ফলাফল রেখে অস্ট্রেলীয় দল প্যাভেলিয়ানে ফিরে এলো ন' উইকেটে ৪১৩ রানের দাপট ভরা একটি উজ্জ্বল ইনিংসের ইমারত গড়ে।

দিল্লীর ক্রিকেট শেষ হলো—এবার লক্ষ্য ইডেন।

ইডেন—সুন্দরী ইডেন। লোকপ্রিয় কলকাতার ক্রিকেটের চিত্তবিনোদনের এক ঐশ্বরিক উদ্যান।

কলকাতায় এলেন হিউজেসের দল।

উত্তাল হয়ে উঠলো শহর কলকাতা—কলকাতার মানুষ।

কলকাতার ক্রিকেট।

ইডেন কপিলকে চেয়েছিল

বাধ্যতামূলক ওভারের খেলা চলছে।

বাঘের মতো একপ্রান্তে প্রচণ্ড হিংস্রতায় লালবলের সামনে ব্যাট উড়িয়ে চলেছেন যশপাল শর্মা।

অন্য প্রান্তে উইকেটে ব্যাট আগলে রেখেছেন নরসীমা রাও!

দর্শক আসন তখন চরম উত্তেজনায় উত্তপ্ত! নরসীমা অসহ্য!

একি ক্রিকেট খেলছে সে!

ইডেন এখন চায় মারমুখী খেলা। যে খেলায় জয়ের স্বপ্ন এঁকেছেন যশপাল শর্মা।

নরসীমার ব্যাট থেকে রান আসছিল না।

ছটফট করছিল ইডেনের লক্ষ লক্ষ মানুষ। চিৎকারে গাল পাড়ছিল নরসীমাকে।

হয় ব্যাট হাতে বলকে উড়িয়ে দাও, তা না হলে ফিরে যাও নরসীমা রাও।

করতালিতে মুখর তখন ইডেন।

পঞ্চম দিনে, নাটক ছিল পঞ্চমে। ক্রিকেট জমে উঠেছিল। দান ছেড়ে দিয়েছিলেন অস্ট্রেলীয় দলপতি কিম হিউজেস। ভারতকে জয়ের জন্য খেলতে হলে ব্যাট উঁচিয়ে খেলতে হবে। বলকে তাড়া করতে হবে সাহস ভরে, যা ইডেনের মন্থর উইকেটে কখনই সম্ভব ছিল না। তবে শেষ পর্যন্ত চেষ্টার ত্রুটি রাখেননি যশপাল শর্মা। তার সুদৃঢ় হাতের বজ্র ঘোষিত ব্যাটের উদ্দাম প্রহারে বিচলিত হয়ে উঠেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার দলপতি কিম হিউজেস!

> "আমরা কপিলকে চাই।
> সানি, কপিলকে পাঠাও—
> নরসীমা ফিরে যাও।"

ফিরে আসি প্রথম দিনের খেলায়।

ইডেনের ঘাসহীন ন্যাড়া উইকেটে ছিল না প্রাণের ইশারা। বল পড়ে দু একটি ক্ষেত্রে বেয়াড়াভাবে লাফালেও, গতির অভাব ছিল যথেষ্ট। ফলে মন্থর উইকেটে ব্যাট-বলের লড়াই যে প্রাণবন্ত হবে, এই ধারণাই ছিল বিশেষজ্ঞদের মনে।

তবু প্রথম দিনের শুরুতেই ক্রিকেটকে জমিয়ে তুলেছিলেন কপিল। প্রথম ওভারের চতুর্থ বলটি ছুটে এসেছিল ভয়ঙ্করতার সংকেত নিয়ে। উইকেটের বাইরে বেরিয়ে যাওয়া সেই সংকেত ঘোষিত বলকে দোমনা হিলডিচ হাফকক্ খেলার চেষ্টা করলে, কপিলদেব আঘাত হানলেন অস্ট্রেলীয় তাঁবুতে।

প্রাথমিক পর্যায়ে হিউজেসের দল সাময়িকভাবে গুটিয়ে নিলেন

নিজেদের। ইয়ালোপ-বর্ডার ব্যাট তুলে খেলবার চেষ্টাই করলেন না।

এইদিন ইডেনে ইয়ালোপের ভূমিকা ছিল দেখার মতো। ভদ্রলোক সারাটা দিন একভাবে মাটিতে মুখ গুঁজে থাকলেন। তাঁর ধৈর্য সত্যি তারিফ করার মতো। অন্যপ্রান্তে বর্ডার ছিলেন সহজ ও স্বাভাবিক। তার ব্যাট যে কোন সময়ের জন্য আস্থা হারাতে পারে দেখে মনে হয় নি। তবু বর্ডারকে ফিরতে হলো ১৩৫ মিনিট ব্যাটিং করার পর। কপিলের একটি নিচু বলে বর্ডার ফিরে এলেন প্যাভেলিয়ানে। এরপর প্রথম দিনের খেলাকে টেনে নিয়ে গেলেন দক্ষ কারিগরের মতো ইয়ালোপ ও দলপতি হিউজেস। বল দেখেশুনে খেলে ইয়ালোপ অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে পূরণ করলেন নিজস্ব শতরান। দুর্ভাগ্য অধিনায়ক হিউজ'-এর —তিনি ইডেনের বুকে ধৈর্যের পরীক্ষায় শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হলেন মাত্র আটটি রানের জন্য। কপিলের একটি নিচু বল, আবার আঘাত হানলো। ফিরে এলেন হিউজ। ইয়ালোপ তখন একক সৈনিক। এইদিন তাঁর কালাপাহাড়ের সংযমী মনোভাব ছিল ইডেনের কাছে এক দর্শনীয় বস্তু। তার ব্যাট যে বড় রান গড়ার প্রত্যাশায় উন্মুখ। মনে হয় নতুন করে একথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার ছিল না। তবু শেষ পর্যন্ত তাকে ফিরতে হলো ৫২২ মিনিট উইকেট শুঁকে ব্যাট করার সুবাদে। মনঃসংযোগের নিপুণ জাল কেটে যাদবের একটি ঘূর্ণি বল নেহাতই অপ্রত্যাশিতভাবে ছোবল তুললো ইয়ালোপকে। ইয়ালোপ নিজেও ভাবতে পারেন নি, এতক্ষণ ধৈর্য সহকারে ব্যাটিং করার পর, যখন তিনি ক্রিকেট বলকে ফুটবল হিসাবে পায়ের বদলে ব্যাট দিয়ে চালনায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন, তখন যাদবের মতো একজন নবাগত বোলারের একটি মোচড় মারা বল মন্থর উইকেট থেকে অতখানি বাঁক নিতে পারে। ইয়ালোপের ব্যাট-ছোঁয়া বলটি গালিতে দাঁড়ানো সানির হাতে উত্তপ্ত একটি গরম কেক উপহার দিলো যেন। ইয়ালোপের বিদায়ের পর অস্ট্রেলিয়ানরা মারমুখী হওয়ার চেষ্টা করলেন খানিক।

মোট ৬১৯ মিনিট ব্যাটিং করার পর ইডেনের বুকে দান সমাপ্তি ঘোষণা করলেন হিউজেস।

ভারতীয় ব্যাটিং পর্ব—এই সূত্রে বলে রাখি, খুব একটা আশাপ্রদ ছিল না। সানি বিসদৃশ্যভাবে আউট হলেন। আউট হলেন চেতন চৌহান। এরপর ক্রিকেটের মোড় ঘোরালেন ভিশি ও দিলীপের জুটি।

জাতীয় ক্রিকেটে এই দুই ব্যাটধারী বহু ম্যাচে অসাধ্য সাধন করেছেন। এবারও তাঁরা খেললেন মন্থর উইকেটে রুচি বিন্যাসিত শিল্পের ক্রিকেট। স্লো-উইকেট স্ট্রোক মেকিংএর প্রতিকূল হওয়া সত্ত্বেও বিশ্বনাথ তার মারমুখী সাবলীলতাকে বজায় রাখতে কসুর করলেন না। তবে দুর্ভাগ্য এখানেই, যে দুই ব্যাটধারী ভাল খেলা সত্ত্বেও সেনচুরির সন্মান থেকে হলেন বঞ্চিত। ভিশি ইডেনে যেভাবে আউট হয়েছেন, তা দেখে মনে হয়েছিল সেনচুরি নামক দুর্লভ সম্মানটিকে তিনি যেন হাতছাড়া করবেন বলেই স্থির করে রেখেছিলেন। তা নাহলে ৯৬ রানে প্রথম একটি আউট সুযোগ দেওয়ার পরেও তিনি ওরকম বেপোরোয়াভাবে বলকে তাড়া করতেন না। দিলীপ অবশ্য অত্যধিক আত্মবিশ্বাসী হতে গিয়েই পতন ডেকে এনেছিলেন। তার আঘাত এমন কিছু গুরুতর হয় নি যে তাকে প্যাভেলিয়ান ফিরে আসতে হয়েছিল। এই ফিরে আসাই কাল হয়েছিল দিলীপের। পরের দিন যখন তিনি ব্যাট হাতে মাঠে নেমেছিলেন, তখন তাকে দেখে এক-বারও মনে হয় নি যে তিনি সেনচুরির রান অঙ্কের দিকে নজর রেখেছেন। নেহাতই একটি নিকৃষ্ট বলে অক্রিকেটীয় রীতির পরিচয় দিয়ে ৮৯ রানে ফিরে গেলেন বেঙ্গসরকার। এই ইনিংসে অনবদ্য ক্রিকেটের পরিচয় দিলেন কপিলদেব।

মাত্র ৩৮ মিনিটে ব্যাটিং করে দামাল চিত্তে অনাবিল উচ্ছ্বাসের মোহে ভুলে ৩০টি সতেজ রান সংগ্রহে ফিরে এলেন কপিলদেব। হিগসের বলে তার অনবদ্য ছক্কাটি ছিল নয়নাভিরাম। ইডেন হয়ে উঠেছিল

উজ্জ্বল। তার ব্যাট থেকে নির্গত হয়েছিল অগ্নি স্ফুলিঙ্গের মতো একটি ছক্কা সহ তিনটি সতেজ চার।

ভারত সংগ্রহ করেছিল ৩৪৭ রান।

১৯৫ রানে এগিয়ে থাকা হিউজেস কম্পানী দ্বিতীয় ইনিংসে রান ব্যবধানের দূরত্ব বাড়াবার জন্য শক্ত হাতে শুরু করলো ব্যাটিং করতে। দ্বিতীয় ইনিংসে বাঁ হাতি ইয়ালোপ সফল হলেন না। মাত্র চার রান করে তিনি কপিলের নিচু বলে হলেন লেগ বি ফোর। বর্ডার ও হিলরিচের ভূমিকা দ্বিতীয় ইনিংসে অস্ট্রেলিয়াকে টেনে নিয়ে গেল নিরাপদ জায়গায়। চা পানের কিছু আগে আউট হলেন বর্ডার। এর পর অস্ট্রেলিয়ার ঐতিহ্য বাঁচাতে লড়াইতে নামলেন সেই হিউজেস।

পঞ্চম দিনে ইডেনের নাটক জমলো হিউজেস দান ছেড়ে দেওয়ার পর। শুরু হলো ক্রিকেটকে ঘিরে এক নব উন্মাদনা। ২৪৬ রানের জন্য ২৮০ মিনিট সহ ২০টি বাধ্যতামূলক ওভার হাতে নিয়ে ভারত শুরু করলো ক্রিকেটের দ্বিতীয় অধ্যায় রচনার পর্ব। জয়ের জন্য হতে সময় ছিল যথেষ্ট।

কিন্তু বলাবাহুল্য, এই ম্যাচে জয়ের স্বপ্ন মনে হয় মাঠ শুদ্ধ দর্শক চিন্তা করলেও গাভাসকারের মনে কিছুমাত্র তার প্রতিচ্ছবি পরিলক্ষিত হয় নি। বিশেষ করে গাভাসকারের ব্যাটিংয়ের নীতিমূলক রীতিনীতি ছিল এ হেন ধারণার প্রত্যক্ষ সাক্ষী। বরং বলা যায় যে গাভাসকার, বিশ্বনাথ, বেঙ্গসরকারের মত অভিজ্ঞ ব্যাটধারীরা জয়ের কথা মনে না রেখেই কিছুটা দায় সারা ভাবে খেলার চেষ্টা করে দলকে রেখে দিয়ে গেলেন প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে।

চৌহান অনবদ্য।

একমাত্র তার ভূমিকা ছিল উত্তেজনাময়। তার ব্যাটের প্রয়োগ পদ্ধতি বরং ক্রিকেটকে মন্থর উইকেটও সতেজ করে তুলতে সাহায্য করেছিল।

চা পানের বিরতির পর ক্রিকেটকে নতুন করে দেখা গেল

ভিন্ন চেহারায়। সাহসী যশপাল যেমন অটল, অন্য প্রান্তেও তেমনি নির্ভীক চেতন চৌহান।

রান বাড়তে লাগলো।

ব্যবধান কমতে লাগলো।

উত্তেজনায় তেতে উঠলেন ইডেনের দর্শক।

ক্রিকেটের গতি যখন ভারতীয় ক্রিকেটের সৌভাগ্যের দিকে ঝোঁক নেওয়ার চেষ্টা করছিল, ঠিক তখনই ইডেনের বুকে শোকের ছায়া ফেলে আউট হয়ে ফিরে গেলেন চেতন চৌহান। গোটা ইডেন নতুন প্রাণের সাড়ায় তখন উন্মুখ। তাদের প্রত্যাশা ছিল হয়ত সানি দলের জয়ের এই রাজসিক মুহূর্তে উইকেটে পাঠাবেন সেই দুরন্ত কপিলদেবকে।

কিন্তু একি! ইডেন অবাক হল! দেখা গেল কপিলদেবের জায়গায় নেতিমূলক ক্রিকেট রক্ষায় ব্যাট হাতে মাঠে নামছেন নরসীমা রাও।

শুরু হলো ইডেনের চারপাশ জুড়ে সুতীব্র প্রতিবাদ। প্রচণ্ড উত্তেজনার মধ্যে দর্শকেরা একযোগে ধ্বনি তুলতে লাগলেন—"নরসীমা ফিরে যাও, কপিলকে পাঠিয়ে দাও।"

কিন্তু কে কার কথা শোনে।

নরসীমা সেই উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যে অধিনায়কের ইশায়ায় জনগণের কটূক্তিকে অগ্রাহ্য করে নেতিমূলক ক্রিকেটে ব্যাট ধরে রাখলেন। কিন্তু ইডেন তো এই ক্রিকেট চায় নি, ইডেন চাইছিল মারমুখী হতে। যশপাল একাই খেলছে। রান আসছে বটে, তবে এইভাবে রান আসলে তো চলবে না। রানের গতি বাড়াতে হবে। কিন্তু রানের গতি বাড়বে কি করে? নরসীমা তো মারমুখী হচ্ছেন না। তিনি যেন জয়ের কথা ভুলে গিয়ে পরাজয়ের কাল্পনিক পরিবেশ তৈরি করে নিজেকে ঘিরে অন্য এক ভাবতন্ময়তায় যেন নিমগ্ন হয়ে আছেন।

উত্তেজিত হলেন দর্শকেরা।

তবে কি হাতের মুঠোয় নিয়েও, ম্যাচ জেতা যাবে না। আর মাত্র

১০ ওভার বাকি। নরসীমা একটু হাত চালিয়ে খেলতে পারলেই কোণঠাসা হয়ে যাবে হিউজেস কম্পানীর সদস্যরা।

দর্শকেরা শেষবারের মতো উত্তপ্ত করতে লাগলেন, নরসীমা হয় খেলো তা নাহলে ফিরে যাও। ইডেনে ব্যাট হাতে খেলতে নামার সুযোগ করে দাও কপিলদেবকে।

এত উত্তেজনা, এত চিৎকার, এত আস্ফালন সত্ত্বেও ইডেনের ক্রিকেটে কোন পরিবর্তন হয় নি। শেষ পর্যন্ত জয়লাভ আর সম্ভব হবে না জেনেই আলোর আবেদন তুলে প্যাভেলিয়ানে ফিরে এলেন দুই ব্যাটধারী।

ইডেন জয়ের এক রাজসিক মুহূর্ত থেকে বঞ্চিত হলো। এই ম্যাচকে ঘিরে অনেকেই সেদিন প্রশ্ন করেছিলেন, নরসীমাকে এই ধরনের আত্মরক্ষামূলক খেলার নির্দেশ কেন দিয়েছিলেন সানি—কি তার অভিপ্রায় ছিল? তিনি কি জয় চান নি? তিনি কি ভরসা করতে পারেন নি কপিলদেবের মতো একজন মারকুটে ক্রিকেটারকে।

হয়ত সেকথাই সত্যি। সানি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারেন নি কপিলকে। যদি তিনি বিশ্বাস করতেন তাহলে তিনি নিশ্চয়ই জয়ের চেষ্টায় নয়সীমাকে না পাঠিয়ে কপিলদেবকেই পাঠাতেন সেই চরম উত্তেজনাময় মুহূর্তে!

কিন্তু কেন এই অবিশ্বাস?

এর উত্তরে সানি বলেছিলেন স্পষ্ট ভাষায়, 'দর্শকদের মনে হয় যে স্মৃতিশক্তির অত্যন্ত অভাব। আর সেই কারণেই ইডেন আমাকে অবাক করেছিল কপিলের দাবিতে। আমাকে কি স্মরণ করিয়ে দিতে হবে ওভালের বুকে অনুষ্ঠিত উত্তেজনাময় কয়েকমাস আগের ক্রিকেট ম্যাচটির কথা। এই ম্যাচে কপিলদেবের ব্যর্থতার কথা ভুলে গেলে কি চলবে।"

যাই হোক ইডেনের শেষ দিনের ন্যাড়াপীচে চরম উত্তেজনার মধ্যে খেলা শেষ হলো ফলশূন্য ভাবে! এবার বোম্বাই—সফরের শেষ পর্যায়ের খেলা!

সফরের শেষ পর্যায়ের ক্রিকেট বসেছিল ক্রিকেটের তীর্থভূমি বোম্বাই শহরে। এই ম্যাচে ভারত জিতেছিল দস্তুর মতো একটি ইনিংসে অস্ট্রেলিয়াকে পিছনে ফেলে।

বোম্বাইয়ের উইকেটে সানি পেলেন ব্যাটিং করার সুযোগ। ধীরে-সুস্থে ক্রিকেট খেলে এই টেস্টে সানি করলেন তার ক্রিকেট জীবনের বাইশ নম্বর সেনচুরিটি। শুধু সানি একা নয়, সেই সঙ্গে বোম্বাই'এর উইকেট প্রথম শতরান পেলেন জাতীয় দলের উইকেট-রক্ষক কিরমানি। সপ্তম উইকেট জুটিতে ঘাউড়ির সঙ্গে দেদার মেজাজে ব্যাটিং করে যে কিরমানি শুধু চমকপ্রদ ক্রিকেটের পরিচয় দিয়েছিলেন তাই নয়, সেই সঙ্গে চিত্রাকর্ষক ব্যাটিং নৈপুণ্যতার প্রমাণ রেখেছিলেন বাঁহাতি কার্সন ঘাউড়ি। ১২টি চার সহ তিনটে ছক্কা উড়িয়ে ঘাউড়ি করেছিলেন তার টেস্ট জীবনের সর্বপেক্ষা রান। ৪৫৮ রানের ইনিংস গড়তে ভারতীয় দলকে হারাতে হয়েছিল মোট আটটি উইকেট। কপিল এই ইনিংসে করেছিলেন মাত্র সতেরোটি রান। ভারতীয় দলের এই রানের বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়া কিন্তু কোমরের কষি শক্ত করে ব্যাট হাতে উইকেটে দাঁড়াতে পারে নি। বোম্বাইয়ের উইকেটে থেকে প্রথম দানে কপিল সফল না হলেও, যোলোয়ানা সুযোগ আদায় করে নিয়েছিলেন দোশী ও যাদব। স্পিনের টানে হিউজেসের দল গুটিয়ে যায় মাত্র ১৬০ রানে। অস্ট্রেলিয়ার এই বিপর্যয় ছিল অপ্রত্যাশিত। বোম্বাই'এর ন্যাড়া পিচ যে আকস্মিকভাবে দোশী-যাদবের স্পর্শে প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে এই বিশ্বাস মনে হয় ভারতীয় দলপতিরও ছিল না। তিনি কপিলদেবকে দিয়ে আক্রমণ শুরু করার খানিক বাদে যখন প্রথম দোশীকে বদল করে স্পিন নিয়ে এলেন, তখনই ধরা পড়েছিল ন্যাড়া পিচের

অভাবনীয় প্রাণের ইশারা। চমৎকার বোলিং করেছিলেন নবাগত দুই স্পিনার যাদব ও দোশী। একমাত্র ইয়ালোপ ছাড়া প্রথম ইনিংসে কোন ব্যাটধারী স্পিনের যৌথ আক্রমণের সামনে দাঁড়াতে পারে নি। দোশী সংগ্রহ করলেন ৪৩ রানে ৫টি উইকেট ও যাদব ৪০ রানে ৫টি উইকেট। এই সর্বপ্রথম কপিল দেবকে শূন্য হাতে ফিরতে হলো।

ভারতের ৪৫৮ রানের তুলনায় হিউজেস দলের ১৬০ রান নেহাতই ছিল একটিপ নস্যির মতো। সানি তাই লিখিত জয়ের সম্ভবনায় হিউজকে পুনরায় দিলেন ব্যাটিং করার সুযোগ।

দ্বিতীয় পর্যায়ের ক্রিকেট ছিল উত্তেজনাময়। প্রথম ইনিংসে ব্যর্থ কপিল দ্বিতীয় ইনিংসে বোম্বংই'এর ন্যাড়া পিচ থেকে পেলো সতেজ প্রাণের ইশাড়া। তার কাটিং বল খেলা হয়ে উঠছিল বিপজ্জনক। বিশেষ করে তার নিচু হয়ে আসা বলের সামনে ব্যাট ধরে রাখা মারাত্মক কঠিন হয়ে উঠেছিল। এই দফায় আবার একটি চমৎকার ইনিংস খেললেন হিউজেস ও বর্ডার।

হিউজেস সত্যি এই সফরে আগাগোড়া প্রতিটি টেস্টেই পরিচয় দিয়েছিলেন অধিনায়কোচিত মনোভাবের। তার কেতাব বিন্যাসিত ব্যাটিং গরিমার মধ্যে ধরা পড়েছিল জাতশিল্পীর পরিমাণবোধ। ক্রিকেট কেতাবের প্রায় সবকটি মারকে অস্ট্রেলিয় কায়দায় রপ্ত করেছিলেন হিউজেস। তার সাবলীল ক্রিকেট ছিল মনে রাখার মতো, সেই সঙ্গে অনবদ্য ছিল বর্ডারের শৌর্যদীপ্ত ভূমিকা। দুই ব্যাটধারীর কল্যানে শেষ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়া দলের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল ১৯৮ রান সংগ্রহ করা। হিউজেস ৮০ রানের মাথায় হলেন কপিলের বলে ক্যাচ আউট।

আঘাত হানলেন কপিলদেব।

তার মারাত্মক বোলিং-এর দুরন্তপনায় ভারত চলতি সফরেদ্বিতীয়-বার দেখতে পেল জয়ের মুখ। দুই শূন্য ম্যাচে অস্ট্রেলিয়াকে পিছনে ফেলে সানি ভারতবর্ষকে এগিয়ে নিয়ে গেলেন ক্রিকেটকে মুল্যায়নের আরও এক ধাপ।

সফরের পর্ব শেষ।

শেষ খেলার শেষে কপিলের হাতে তুলে দেওয়া হলো সফরের সেরা পুরস্কার—"ম্যান-অফ-দ্যা-সিরিজ।"

সাবাস কপিলদেব।

ভারতবর্ষের ক্রিকেট তোমাকে পেয়ে ধন্য। আর কেনই বা ধন্যবাদ দেবে না ভারতবাসী এই তরুণ কপিলকে—এই সফরে সেই তো সংগ্রহ করেছে অস্ট্রেলিয়া দলের সর্বাধিক উইকেট। মোট ৬টি খেলায় কপিলের দখলে এসেছে ২৮টি উইকেট। একি কম কথা হলো।

এতকাল ভারতবাসী দেখে এসেছে স্পিন বোলিংএর দাপট। ক্রিকেটে এতকাল সর্বোচ্চ উইকেট আসত মরশুম শেষে ভারতীয় স্পিন খেলোয়াড়দের হাতে। কিন্তু এবার—কপিলদেব। শুধু এই একবার কেন, এই নিয়ে সে পরপর তিনটি সফরে রাখলো সর্বোচ্চ উইকেট প্রাপ্তির নজির। কালীচরণের দলের বিরুদ্ধে কপিল ছিলেন প্রথম উইকেট সংগ্রহকারী বোলার। ইংল্যাণ্ডের মাঠে কপিল পেয়েছিলেন সর্বোচ্চ ১৬টি উইকেট, এবার অস্ট্রেলিয়া তাদের বিরুদ্ধে কপিলদেবের সংগ্রহ সবার প্রথম হিসাবে ২৮টি—একেই তো নব জাগরণের সূত্রপাত বলতে পারি আমরা সকলে।

কপিলদেব ভারতীয় ক্রিকেটের গর্ব। অহংঙ্কার—অলংকার। সিরিজ শেষ করে স্বদেশে ফেরার পথে অস্ট্রেলিয়ার দলনায়ক কিম হিউজেস তাই স্পষ্ট বললেন: "চলতি সফরে কপিলদেবের সাফল্য ভারতীয় ক্রিকেটের কাছে এক নয়া ইঙ্গিতে বহন করছে। কপিল এখন নিঃসন্দেহে বিশ্বের সেরা অলরাউণ্ডারদের মধ্যে একজন। বিশ্বের যে কোন শ্রেষ্ঠ ব্যাটধারীকে সমস্যায় ফেলতে পারার ক্ষমতা কপিলের আছে। ব্যাটিংয়ে যেমন ভিশ ও সানি, বোলিংএ তেমনি কপিল, এই তিন ব্যক্তিত্বের জোরেই ভারত এবার সফরে লড়েছে।

মনে হয় এরপর কপিলের বিষয়ে আর কোন মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

সে যে ভারতীয় ক্রিকেটের একজন মূল্যবান রত্ন একথা মনে হয় নতুন করে কাউকে বলে দিতে হবে না।

কপিলদেব – ভারতের বুকে ঘোষিত ক্রিকেটের এক নয়া মন্ত্র, যা উচ্চারণ করে একালের ভারতবর্ষ গর্বিত!

গর্বিত ভারতবাসী।

ক্রিকেটের উদার উন্মুক্ত প্রান্তরে দাঁড়িয়ে যখনই কান পাতা যায়, তখনই শোনা যায় উল্লাস জনস্রোত উপচে ভেসে আসছে একটি নাম —যার একহাতে উন্মুক্ত তীক্ষ্ণ কৃপাণের মতো ঝলমল করছে উদ্যত ব্যাট, অন্যহাতে লাল বলের অগ্নিবাণ, যেন ভারতীয় ক্রিকেটের মর্যাদা বাঁচাতে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ এক যৌবনদীপ্ত সব্যসাচী-পুরুষ—যার নাম কপিলদেব।

কপিলের দাপটে আসিফের পরাজয়

অস্ট্রেলিয়া সফর শেষ হতে না হতেই আসিফ ইকবাল তার দলবল নিয়ে হাজির হলেন ভারতে। পাকদলের এই সফর নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক। দীর্ঘ আঠারো বছর বাদে সীমান্ত পার হয়ে ভারতের মাটি স্পর্শ করলেন পাক ক্রিকেটাররা।

সফরের শুরুতেই গুঞ্জন হয়ে উঠেছিল বিস্তর। বিজ্ঞ পণ্ডিতের দল ঠোঁট উল্টে বলেছিলেন: "ভারত ক্যারিবিয়ান বা অস্ট্রেলিয়ানদের সঙ্গে নিজেদের মাঠে ক্রিকেট খেলে রাবার জয় করলেও, সহজ হবে না পাকীস্থানীদের হাত থেকে এই রাবারকে কেড়ে নেওয়া। ক্যারী প্যাকারের সার্কাস দলে যোগ দেওয়া বিশেষণ-ধারী প্রায় সমস্ত খেলোয়াড়ই পাকদলে আছেন—কাজেই এহেন একটি দলের সামনে ভারতের ক্রিকেট চিত্রের সত্যিকার স্বকীয়তা যে চেহারায় আত্মপ্রকাশ করবে,

তা দেখে হয়ত শিউরে উঠতে হবে জাতীয়তাবাদী ভারতবর্ষের ক্রিকেটপ্রিয় মানুষের।

ভারতবর্ষের মানচিত্র জুড়ে পাকদলের এই সফর নিয়ে তাই যথেষ্ট উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল। চলতি এই সফরে পাকিস্থানী দলের পক্ষে বেশ বড় ধরনের রদবদল চোখে পড়েছিল সকলের। আর কেনই বা পড়বে না। মাত্র দু'বছর আগে ভারত যখন পাকিস্তান সফর করেছিল সেই দলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন 'মহম্মদ বংশীয় এক শ্রেষ্ঠ পুরুষ—মুস্তাক'—সেই তিনি এবার দল থেকে সরাসরি খারিজ। যে মহম্মদীয় ঘরানার দাপটে পাকদলের বিশ্বক্রিকেটে এত বড়াই, সেই ঘরানার একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষকে অকারণে খারিজ করায় অবাক না হয়ে উপায় কি। মুস্তাক মহম্মদকে বাদ দিয়ে পাক ক্রিকেটীয় কর্তার দল যে কিভাবে তাদের দলকে ভারতবর্ষের মতো একটা ক্রিকেট-ভোগ্য ভূমিতে পাঠালেন, তা অনেকেরই মগজে আসে নি। অথচ মুস্তাক যে আউট-অফ ফর্ম—তা নয়। তিনি যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিচ্ছেন এখনও। এমন কি দল গঠনের বহু আগেই তিনি ভারতে আসার কথা স্বেচ্ছায় প্রকাশও করেছিলেন। অথচ তা সত্ত্বেও মুস্তাকের কথায় কোন কর্ণপাত না করে পাককর্মকর্তারা সরাসরি দলীয় তালিকা থেকে তার নামটি সর্বাগ্রে বাতিল করে এক চরম রহস্যের সৃষ্টি করলেন। কর্মকর্তাদের এই বেহিসেবী মনোভাব প্রকাশে পাক সমর্থকেরা সকলেই যে খুশী হয়েছিলেন তা নয়। অবাক হয়ে অনেকে বলেওছিলেন, কাজটা মনে হয় যথাযথ হয় নি। এর ফলে পাকদলকে হয়ত বহু ত্যাগ স্বীকার করতে হবে।

কিন্তু কে কার কথা শোনে!

কানে তুলো গুঁজে কর্মকর্তারা বরং আত্মগরিমায় বলেছিলেন: "আসিফের পরিচালনায় পাকদল এক নয়া ইতিহাস রচনা করবে ভারতের মাটিতে।"

এখন বলি, যারা এহেন মনোভাব পোষণ করে ক্রিকেট ইতিহাসকে

কলঙ্কিত করে মুস্তাক মহম্মদকে বাতিল করার স্পর্ধা রেখেছেন, তারা এই মুহূর্তে আত্মপ্রবঞ্চার কি জবাবদিহি দেবেন? সত্যিকার ক্রিকেট ইতিহাসকি তাদের ক্ষমা করবে?

না—ইতিহাস তাদের ক্ষমা করে নি।

মুস্তাকহীন পাকদল যে ঐক্যবদ্ধ নয়, তা স্পষ্টতঃ বোঝা গিয়েছিল সফরের বেশ কিছু খেলার পর। যে পাকদলের দ্রুত রান তোলার এত সুনাম, সেই দলকে দেখা গেল সারাটাদিনই আত্মরক্ষায় নেতীমূলক ক্রিকেট খেলতে। দল থেকে মুস্তাক গোষ্ঠীকে সমূলে বাদ দিয়ে পাক কর্তারা যে বুদ্ধির পরিচয় দেখানোর চেষ্টা করেছিলেন, তা যে মূলত কতবড় নির্বুদ্ধিতা ছিল তার প্রমাণ হাতে হাতে মিলে গেল সফরের অঙ্ক মেলাতে বসে। এক ইমরান খানকে নিয়ে পাকদলের আশা ছিল বাজি মাৎ করবেন। কিন্তু সেই ইমরান ভারতে পৌঁছবার পর আপন দাপট-পরিপূর্ণ মেজাজে কার্যকর করতে পারলেন না। পেশী সংকোচের প্রকোপে পড়ে গুটিয়ে গেলেন ইমরান। তার তেজ, দাপট, গতি এই পেশী সংকোচনের ফলে মুলশক্তি হিসাবে নব নির্বাচিত দলপতি তাকে মূল আক্রমণের শক্তি হিসাবে ব্যবহারে অক্ষমতা প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। আল্লার দোয়ায় বখত এই পর্যায়ে কিছু সাফল্য দেখিয়েছিলেন বলে যা রক্ষে, নচেৎ শেষ পর্যন্ত হয়ত ইকবালকে সিরিজের প্রতি খেলায় দস্তুর মতো মার খেতে হতো ভারতীয় ব্যাটধারীদের কাছে।

কপিলদেব এই সফরে ভারতীয় দলের হয়ে রেখেছিলেন এক অমর স্বাক্ষর। ডানহাতি এই গতিবান বোলারটির একক দাপটে পাকীস্থানী নামী-দামী ব্যাটধারীদের অবস্থা হয়ে উঠেছিল একান্ত সঙীন। যে জাহির আব্বাস, রানের জাহাজ হিসাবে খ্যাত, সেই বেচারী কপিলের দাপট প্রবাহে তার জাহাজকে ক্রিকেটের স্বার্থ কল্যাণে ও দলের সুনাম রক্ষায় একবারের জন্যেও পারলেন না নোঙর করাতে। গোটা মরশুমে ব্যাট হাতে জাহিরকে এইভাবে ব্যর্থ হতে এর আগে কখনও দেখা যায় নি। ১৯৭৮ সালে বেদীর দলকে এই জাহির যে প্রহার

করেছিলেন তা চলতি মরশুমের ক্রিকেট দেখে বিস্ময়যোগ্য বলে মনে হয় নি ভারতবাসীর। বরং কপিলদেব জাহির নামক রানের জাহাজকে নিজের পাওনা পণ্যসামগ্রীর মতো অতি সহজে বাজেয়াপ্ত করেছিলেন বলা যায়। শুধু জাহির একা নয়, রান সর্বোচ্চ সাদিক, মজিদ খাঁন, মিয়াদাঁদ—সবাই ব্যর্থ। ব্যর্থ অধিনায়ক আসিফ ইকবাল পর্যন্ত। টেস্ট পর্যায়ের ছটি খেলায় বিজ্ঞাপিত ব্যাটধারীদের ব্যাট থেকে সংগৃহীত হয় নি একটি মাত্র সেনচুরি, একি পাকিস্থানী ক্রিকেটের কাছে কম হুঃখের কথা নয়। যে পাকদল ঝুড়ি ঝুড়ি রান গড়ে ভারতবাসীর কাছে ক্রিকেটের আধুনিকতম রূপ বিতরণ করবেন বলে সকলের বিশ্বাস ছিল, সেই দলকে কার্যক্ষেত্রে ফকিরের বেশ ধরতে দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিল ভারতবাসী। এ' তারা কোন পাকীস্তানীদের দেখছেন। বিশ্বাস করা কঠিন হচ্ছিল যে এই দলে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কয়েকজন তারকা আছেন। কিন্তু কেন এমন হলো—একি শুধু দলীয় দলাদলির বাস্তব রূপচিত্র না অন্যকিছু ?

উত্তর মিলেছে যথার্থ ভাষণে, কপিলদেব হলেন হতশ্রী পাকদলের দৈণ্যতা প্রকাশের মূল অস্ত্র। এই তরুণ ভারতীয় বোলারটির দাপটেই পাকিস্থানীদের অন্তঃসারশূন্য চেহারাটি স্পষ্ট ধরা পড়েছে। গোটা সফরে কপিলদেব অতি সহজে নিজের ঝুলিতে সংগ্রহ করেছেন ২৮টি সতেজ উইকেট, যার বিনিময়ে মাত্র দু-বছরের মধ্যেই হরিয়ানার যুবকটির পক্ষে সম্ভব হয়েছে ইতিহাসের বুকে এক নয়া নজির সৃষ্টি করার। ২১ বৎসর বয়সের এই তাজা তরুণটি ১৯৭৮ সালে যে পাক দলের বিরুদ্ধে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, সেই তিনি মাত্র দু-বছরের নির্দিষ্ট সময় পার হওয়ার আগেই ওই পাকদলের বিরুদ্ধেই এক আশ্চর্য জাদু মন্ত্রে রচনা করলেন এক অনন্য নজির। 'ডাবলস'-এর অধিকারী কপিলদেব এখন ভারতবর্ষের ক্রিকেট গরিমার একটি অধ্যায়, যে অংশের পাতা ওল্টালে বিস্ময়ে দুচোখ বড় বড় হয়ে আটকে রাখতে হয় রেকর্ডের মধ্যে।

১৯৪৮ সালে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে লকস্টনের বলে ব্যাট চালিয়ে ভারতের প্রথম সব্যসাচী ভিনু মানকাদ নামক নিপাট একজন ভদ্রলোক সর্বপ্রথম নজির সৃষ্টি করে চমক এনেছিলেন। কপিলদেব দ্বিতীয় ব্যক্তি যিনি এই অনন্যসাধারণ রেকর্ড অধিকার করে ভারতবর্ষের ক্রিকেটের ইতিহাসের অধ্যায়কে আরো একটু সংশোধিত করলেন। মাত্র ২৫টি টেস্ট ম্যাচ খেলে, আঠারো মাসের মধ্যে একুশ বছর বয়সের অভিজ্ঞতায় একজন তরতাজা যুবক যে বল-ব্যাটের ক্রিকেটে এতবড় একটা কাণ্ড ঘটাতে পারে, এই বিশ্বাস হলপ করে বলা যায়, কোন জাতীয়তাবাদী ভারতবাসীরও ছিল না।

একবার দৃশ্যটা চিন্তা করে দেখুন তো মনে মনে, একজন বোলার বোলিং করার জন্য সাতেরো আঠারো পা ছুটে আসছেন উইকেট লক্ষ্য করে আর উইকেটের পিছনে ছাতার মতো অর্ধ-গোলাকার ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন একজন উইকেট রক্ষকসহ তিনজন শ্লিপ, তুজন গালি, একজন পয়েন্ট, একজন ব্যাকওয়ার্ড শর্ট-লেগে··· ! ভারতবর্ষের মানুষ কেউ কি কোনদিন মানস কল্পনায় এই দৃশ্য বিগত তিরিশ বৎসরের মধ্যে চিন্তা করতে সাহস পেতেন? নাকি সাহসে কুলিয়েছিল কোনদিন?

ভারতবর্ষ "আগমার্কা" স্পিন-বোলিং'-এর কারখানা। এখানকার জলহাওয়ায় স্পিন বোলিংয়ের লালন-পালন যেমনটি সম্ভব, তেমনটি পেশ বোলিংয়ের নয়। এদেশের মানুষ তাই ক্রিকেটের বোলিং বলতে বুঝতেন সর্বাগ্রে মানকাদীয় ঢঙে উত্তরসূরী হিসাবে বেদী, ভেঙ্কট, প্রসন্ন ও চন্দ্রশেখরকে। আজ সত্তরের দশকের শেষ পর্যায়ে পৌঁছতে না পৌঁছতেই ভোজবাজির মতো এই সমস্ত ধ্যান ধারণাকে বদলে দিয়ে এক কপিলদেব নামক সতেজ বলবান যুবক দস্তুরমতো শরীর নিঙরে বল ছোটালেন নিসারীয় কায়দায়, যার দাপটে বিশ্বজন নতুন করে স্মরণ করতে বাধ্য হয়েছিল তিরিশ দশকের বিগত যুগল ভারতীয় নিসার, অন্যজন অমর সিং!

কপিল নিঃসন্দেহে বিশ্বের একজন সেরা পেশম্যান। বলকে বাতাসে

ভাসিয়ে বাঁক ধরাতে যেমন সিদ্ধহস্ত, তেমনি দেদার মুক্তধারা তার হাতের অকৃপণ ব্যাটটি !

ক্রিকেটে এমত বিরল প্রতিভা ভারতের মাটিতে খুব অল্পই জন্মেছে !

মেজাজে কপিলদেব অন্যান্য পেশম্যানদের যতো ষোলোআনা মেজাজি হলেও, স্বভাবে কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত। ঠাণ্ডা মাথায় লালবলে খুন ঝরাতে তার মতো ওস্তাদ আর কেউ আছে বলে জানা নেই। মুখে মিষ্টি হাসি, চোখে রোমান্টিক চাউনি, অথচ কাঁধের ঝাঁকুনিতে টেনে আনা লাল বলের অবিমিশ্র গতি, যা বিশ্বের যে কোন শ্রেষ্ঠ ব্যাটধারীর কাছে যে ভয়াবহ, একথা নতুন করে বলে দেওয়ার নয়।

ভারত চলতি মরশুমে সিরিজ জিতেছে। সিরি জজিতেছে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, অস্ট্রেলিয়া ও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে, আর এই জেতার মুলে অস্ত্র কিন্তু কপিলদেব।

কপিলের বল, রক্তে খুন ঝরানো এক কাল্পনিক অভিব্যক্তির অনুপম চিত্রন। তার বোলিংয়ের বিরুদ্ধে ব্যাট করতে নেমে তাই বার বার ভুল করতে দেখা গিয়েছে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ব্যাটধারীদের। ব্যাটের মহিমাময় জাদুমন্ত্রগুলো যেন কপিলের মুখোমুখি হয়েও কোথায় যেন সব হারিয়ে গেছে। কেউ কোন উপয় খুঁজে পান নি। খুঁজে পান নি আপন স্বকীয় স্বভাবের তেজস্বিতা ! বরং কপিলের দাপটে সামনে মুখর পাক ব্যাটধারীকে নীরব হতে দেখা গিয়েছে বারবার। ব্যর্থ মনোরথে ফিরে গেছে ব্যাটধারীর দল। ১৯৭৯-৮০'-র ক্রিকেট মরশুম কপিলের মরশুম। রক্ত ঘামে ভিজে যাওয়া ক্রিকেট তাই কপিলদেবকে সত্তরের শেষ প্রান্তে পৌঁছে মস্তকে পরিয়ে দিয়েছে সম্মানের স্বর্ণমুকুট—সৌভাগ্যের রাজতিলক এঁকে দিয়েছে তার প্রশস্ত ললাটে, গরিমান্বিত করেছে ভারতীয় ক্রিকেট ঐতিহ্য ! তাই বলি, কপিল

> আমার ব্যর্থতার অন্যতম কারণ কপিলদেব।
>
> —জাহির আব্বাস

ভারতীয় ক্রিকেটের শুধু ঐশ্বর্য নয়, সে আমাদের জাতীয় মূলধনের প্রাণশক্তি। তার নাম মন্ত্রের জাদুতে আছে ভারতীয় ক্রিকেটের আধুনিকতম বিন্যাস।

অবিভক্ত ভারতের মানচিত্রকে সেদিন বৃটিশ কূটনৈতিক মহলের অন্যতম লর্ড মাউন্টব্যাটনের অনুরোধে শক্ত হাতে দ্বিখণ্ডিত করেছিলেন মিস্টার র‍্যাডক্লিভ। সেদিন থেকেই খণ্ডিত দুই ভূখণ্ডের মধ্যে গোপনে রাজতন্ত্রের গোপন প্রশয়ে শুরু হয়ে গিয়েছিল প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক এক চরম বিরোধ।

দীর্ঘ আঠারো বছর বাদে আসিফ তার দলবল নিয়ে যখন ভারতবর্ষের ভূমিকে স্পর্শ করেছিলেন, তখন থেকেই ক্রিকেটকে ঘিরে শুরু হয়েছিল দুই দেশের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার উন্মাদনা।

বাঙালোরের উইকেটে যে ক্রিকেটের প্রত্যাশা সকলে করেছিলেন, তার সিকিভাগও চমকপ্রদ প্রকাশ করতে পারলেন না কোন দলই উইকেট থেকে। রান অবশ্য এসেছিল তবে সে রানের মধ্যে কোন উত্তেজনার ঘনঘটা ছিল না। বরং উভয় দলই রান পেল বিস্তর। বাঙালোরের উইকেটে পাকিস্তানদলের হয়ে প্রথম ইনিংসে সেনচুরি পেলেন মুদাসার নজর। সেনচুরি পাওয়ার কথা অবশ্য মুদাসারের ছিল না; এর জন্য তিনি কৃতজ্ঞ ছিলেন ভারতীয় ফিল্ডসম্যানদের কাছে। প্রাথমিক পর্যায়ে ভারতীয় আক্রমণে আঁচ ধরিয়ে দিয়েছিলেন কার্সন ঘাউড়ি। মাত্র ১৩ মিনিটের মাথায় ঘাউড়ির বহির্গামী বলকে খেলতে গিয়ে স্বইচ্ছায় নিজের বিপদ নিজের কোলে টেনে আনলেন মজিদ খান। তাঁর দুরন্ত ব্যাট অত্যন্ত অসহায়ভাবে ফিরে গেলে ভারতীয় দল টুঁটি টিপে ধরবার চেষ্টা করেছিলেন পাকিস্তানীদের। মাত্র ৫ রানে মজিদের উইকেট হারাবার পর পাক দল শুরু করলো নেতিমূলক ক্রিকেট খেলতে। দুর্ভাগ্য পাকিস্তানী ক্রিকেটের—জাহির আব্বাস আপন মহত্ত্ব প্রকাশ করতে

পারলেন না। মাত্র ৭৫ মিনিট উইকেটে থেকে জাহির সতেজ ক্রিকেট প্রদর্শন করে আকস্মিকভাবে ফিরে গেলেন দোশীর ঝোলানো বলে অত্যধিক প্রলুব্ধতার বশবর্তী হয়ে। চমৎকার স্ট্যাম্প করলেন তাকে কিরমানি।

মুদাসারের খেলার মধ্যে বৈচিত্র্যতা বা চিত্তাকর্ষক বিন্যাস না থাকলেও, তার একাগ্রতা অনেকখানি মনোবল বাড়িয়ে দিয়েছিল পাকিস্তানী ব্যাটিং-এর। দীর্ঘ ৪৪৭ মিনিট ব্যাটিং করে মুদাসার বহু কষ্টে তার শতরান পূরণ করলেন। এই ইনিংসে চমৎকার ক্রিকেট খেলেছিলেন মীয়াঁদাদ ও রাজা। ভারতীয় আক্রমণের ধার যে খুব একটা উন্নত মানের ছিল না, তার প্রমাণ পাকিস্তানী দলের ৪৩১ রানের ইমারতে। এই রান সংগ্রহ করতে পাকদলের সময় গিয়েছিল পাক্কা ৫৯০ মিনিট। কপিলদেব বা ঘাউড়ি বাঙালোরের উইকেটে সতেজদীপ্ত বোলিং করা সত্ত্বেও নিষ্প্রাণ উইকেটের জন্য সংগ্রহ করতে পারলেন না নিজেদের ব্যক্তিগত শিকার। বরং সে তুলনায় নিখুঁত লাইন-লেংথ বজায় রেখে পারদর্শিতার পরিচয় রাখলেন দোশী! একটানা ৫২ ওভার বোলিং করে দোশী ১০২ রানের বিনিময়ে সংগ্রহ করলেন ৩টি উইকেট।

ভারতীয় ব্যাটিং পাকিস্তানীদের তুলনায় কোন মতেই নিম্নমানের ছিল না। এই ইনিংসে চৌহান ছাড়া প্রথমদিকের ব্যাটধারীরা সকলেই এই স্বকীয় দাপট বজায় রাখলেন। গাভাসকারের ভূমিকা ছিল আশাপ্রদ। এই ইনিংসে তার নিখুঁত অঙ্কের হিসাব নিয়ে খেলার পরিকল্পনা লক্ষ্য করে সকলেই আশা করেছিলেন সানি হয়ত একটি সেনচুরি অবশ্যই সংগ্রহ করতে পারবেন। কিন্তু ক্রিকেটের চরিত্র রমণীর চরিত্রের মতো যেমন রমণীয় তেমনি রোমাঞ্চকর। যে সানির সেনচুরি প্রত্যাশায় ভারতবাসী অধীর হয়েছিলেন, সেই ব্যক্তিত্বময় ব্যাটধারী নেহাতই অপ্রত্যাশিতভাবে কাদেরের বলে ২৫৫ মিনিট ব্যাটিং করার পর ক্যাচ আউট হয়ে ফিরে গেলেন প্যাভেলিয়ানে। বেঙ্গসরকার ও বিশ্বনাথের ক্রিকেট বাঙালোর ক্রিকেটে এনে দিল নতুন প্রাণোন্মাদনা। চমৎকার ব্যাটিং করলেন

ভিশ—তার রাজসিক ব্যাটে বর্ণাঢ্যের গরিমা না থাকলেও স্বাচ্ছন্দ ছিল। উইকেটের চারপাশে ব্যাটের প্রহারে লালবল ছোটাতে লাগলেন ভারতীয় দুই ব্যাটধারী। বেঙ্গসরকারের দুর্ভাগ্য, তিনি ভাল খেলা সত্ত্বেও নিজেকে বাঁচাতে পারলেন না। গতিমান ইমরানের দুরন্ত লালবলের বিযাক্ত ছোবল ছিটকে দিলো বেঙ্গসরকারের হলুদ তেকাঠি। চমৎকার বোলিং করেছিলেন ইমরান। যে ভারতীয় বোলারেরা বাঙালোরের নিষ্প্রাণ উইকেট থেকে বিন্দুমাত্র প্রাণের সাড়া জাগাতে পারে নি সেই উইকেট থেকে বিষাক্ত ছোবলের আঘাত হানতে সক্ষম হয়েছিলেন বলিষ্ঠ, সাহসী সতেজ ইমরান! ২৮ ওভার বোলিং করে ইমরান নিজস্ব ক্ষমতায় লালবলের বিষ ঝরিয়ে সংগ্রহ করলেন চারটি উইকেট—যা অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে। ভারতীয় দল বাঙালোরের উইকেটে ব্যাটিং করলেন পাক্কা ৬৩৪ মিনিট—যার ফাঁকে স্কোরবোর্ডে লিখিত হয়েছিল ৪১৬ রানের ইনিংস।

খেলার গতি যে ফলশূন্যভাবে শেষ হবে, একথাই মনে হয়েছিল। পাকদল স্বাভাবিকভাবে ক্রিকেটে খেলে সাবলীল গতিতে সংগ্রহ করলো ২ উইকেটে ১০৮ রাণ।

বাঙালোরে কপিলদেব যে তার স্বকীয় চরিত্রকে ষোলআনা বজায় রাখতে পারেন নি, সেকথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে। যদিও তার ব্যাটিং থেকে ৫৭ মিনিটে সংগৃহীত হয়েছিল ৩৮টি সতেজ রান।

বাঙালোরে ভারতীয় দল আপন মেজাজে ক্রিকেট ধরে রাখতে না পারলেও, দিল্লীর ফিরোজ-শাহ-কোটলায় দেখা গেল ভিন্ন চেহারা। প্রচণ্ড উত্তেজনা ও উদ্দীপনার মধ্যে শেষ হয়েছিল এই সফরের দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচটি।

ক্রিকেট ঘিরে গোটা ভারতবর্ষ উত্তাল আবেগে কাঁপছিল থরথর। এই ম্যাচের ফলাফল অমীমাংসিতভাবে শেষ হলেও খেলার মেজাজ উঠে ছিল উত্তেজনার চরমে।

প্রথম দিনের প্রথম ঘণ্টার ২২ মিনিটের মাথায় আঘাত হানলেন কপিলদেব। এই টেস্টে কপিলের বোলিং ছিলো নিঃসন্দেহে উচ্চমানের। উইকেট থেকে প্রাণের সাড়ায় কালকেউটের মতো ছোবল তুলেছিল কপিল। তার প্রথম ওভারটি বিশ্বের যে কোন খ্যাতিমান বোলারের সঙ্গে তুলনা করার যোগ্য ছিল। তবু মজিদ খান অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে কপিলকে দেখে শুনে খেলার চেষ্টা করেছিলেন। বিশেষ করে প্রথম তিনটি ওভার কপিলদেব যে গতি ও নিশানা বজায় রেখেছিলেন তা প্রশংসা না করলে সত্যের অপলাপ করা হয়।

মজিদের সৌভাগ্য বলতে হবে সে তিনি আল্লার দোয়ায় রক্ষা পেয়েছিলেন প্রথম দশ মিনিটের ক্রিকেটে বারংবার বিপর্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও।

> "Kapil bowled one of the best first overs of a Test Match I have seen."
>
> সানি গাভাসকার

এতকিছু করেও অবশ্য মজিদ শেষ রক্ষা করতে পারেন নি। প্রথম ঘণ্টার ২২ মিনিটের মাথায় ইন-কামিং বলে মজিদের মতো অভিজ্ঞ ব্যাটধারীর অস্বস্তিকর ব্যাটিং-পর্বের অবসান ঘটালেন কপিলদেব। মুদাসার অবশ্য সে তুলনায় অনেক ভাগ্যবান। কপিলের ছোবল তোলা বলে ব্যাট ছোঁয়া সত্ত্বেও তাকে দু-দুবার হাতছাড়া করলেন গাভাসকার ও ঘাউড়ি। বিশেষ করে গাভাসকারের হাত থেকে ক্যাচ ফসকানোর দৃশ্যটি সত্যি ছিল অপ্রত্যাশিত। দু-রানের মাথায় এই ক্যাচ হাতছাড়া হওয়ার পর, আবার ওই কপিলের বলে ব্যাট ছুঁয়ে মাত্র দশরানের মাথায় ঘাউড়ির হাতবন্দী হয়েও প্রাণে বাঁচলেন মুদাসার! একেই বলে সৌভাগ্যের প্রসাদ গুণ। দু-দুটো ক্যাচ ফসকানো সত্ত্বেও মুদাসার কিন্তু হালে পানি পেলেন না। ৮৫ মিনিট উইকেটে তিনি দাঁতে দাঁত চিপে ব্যাট হাতে ধরে থাকা সত্ত্বেও, শেষ পর্যন্ত ওই কপিলের হাতে প্রাণ বিসর্জন দিতে হলো তাকে। মিডিল স্ট্যাম্পের ওপর বল পড়ে লেগের

দিকে কাটিং করার মুখে, মুদাসার ব্যাট পাতার চেষ্টা করায় একটি নিচু ক্যাচ শর্ট ফাইন লেগে তুলে নিলেন চেতন চৌহান।

জাহির আব্বাস আবার ব্যর্থ হলেন।

তেত্রিশ মিনিট ব্যাটিং করে জাহির আব্বাস সরাসরি বোল্ড হলেন কপিলের একটি নিচু বলে। যে জাহির আব্বাস রানের ফোয়ারা তুলে বিশ্বের তাবৎ বোলারদের সমীহ আদায় করেছিলেন, সেই তিনি ভারতের মাটিতে বিশেষ কোন পারদর্শিতা দেখাতে পারলেন না। কপিল অনন্য। তার বলের তীক্ষ্ণ ছোবল জাহিরের কাছে একটা সমস্যা হয়ে উঠেছিল। ৯০ রানের মাথায় বাঁ-হাতি জাভেদ মীয়াঁদাদ কাটিং বলে পিছনের পায়ে ভর দিয়ে খেলার চেষ্টায় আউট হলেন লেগ বিফোর। প্রথম সারির চারজন ব্যাটধারীকে প্যাভেলিয়ানে ফিরিয়ে দিয়ে ভারতীয় দল উঠে পড়ে শুরু করলো নতুন উদ্যমে দাপট শানাতে। এই সময় ঘাউড়ি ও কপিল নিশানা রেখে দারুণ বোলিং করেছিলেন। তাদের প্রতাপে ক্ষতবিক্ষত পাকদল যে বড় রান সংগ্রহ করতে পারবে না, এ বিশ্বাস সকলেরই ছিল। তবু এই প্রতিকূলতার মধ্যে ধন্যবাদ অবশ্যই আদায় করেছিলেন পাক দলপতি ইকবাল সহ রাজা।

ওয়াসিম রাজা এই চলতি মরশুমে তার রাজসিক দাপটকে প্রায় প্রতিটি ইনিংসে বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন। তার ভারত সফরের ভূমিকা নবপর্যায়ের উত্তরণ বললে হয়ত অত্যুক্তি করা হয় না। ইকবাল মীয়াঁ যে ছয় নম্বর ব্যাটধারী হিসাবে বিশ্বের একজন শ্রেষ্ঠ ক্রিকেটার তার প্রমাণ মিলেছিল ফিরোজ-শাহ উদ্যানে ১৫৫ মিনিটে ২২৪টি বল মোকাবিলা করার ফাঁকে। ইকবাল তার স্বকীয় প্রভাবে ৬টি বাউণ্ডারী হাঁকিয়ে সংগ্রহ করেছিলেন ৬৪ রানের একটি নিখুঁত ইনিংস। ইকবাল-রাজা সহযোগে ১৩৫ মিনিটে উঠেছিল সতেজ ৯৫টি রান, যার সুবাদে পাক দলের ইনিংস ২২০ রানের একটি ভদ্রস্থ জায়গায় উঠে এসেছিল। এই জুটি পতনের পর পাকদল গুটিয়ে গেল অচিরে। পাক্কা ৪২২ মিনিটে ৫৫৮টি বল খেলে পাকদল নেতিমূলক ক্রিকেটে কোনরকমে দান শেষ করেছিল

২৭৩ রানে—যা বিগত অভিজ্ঞতায় পাক ক্রিকেটের অবনতিময় কলঙ্ক বললে হয়ত ভুল বলা হয় না।

এই ইনিংসে কপিলদেব অসাধারণ বোলিং করেছিলেন। দিল্লীর কোটলার সপ্রাণ উইকেট থেকে জীবনরস নিঙড়ে নিয়ে রক্তে ঘাম ঝরানো তরুণ বলশালী কপিলদেব নিজের ঝুলিতে সংগ্রহ করেছিলেন পাঁচ-পাঁচটি জীবন্ত উইকেট। ঘাউড়িও যোগ্য জুটি হিসাবে কপিলের সমকক্ষ বোলিং করে দখল করলেন তিনটি উইকেট।

পাকদলের মাঝারি ইনিংসের সামনে ভারতীয় ক্রিকেটারেরা নিজেদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে পারলেন না। ইমরান এই পর্যায়ে কাঁধের ব্যথায় বোলিংয়ে অক্ষমতা প্রকাশ করলে তার জায়গায় দক্ষতার পরিচয় দিলেন সিকন্দর বখত। বখত দিল্লীর উইকেটে চমৎকার বোলিং করেছিলেন। পাক আক্রমণের মূল হাতিয়ার ইমরান এই ম্যাচে অকেজো হওয়ার সুযোগকে ভারতীয় ব্যাটধারীরা একমাত্র তারই জন্য পারলেন না পুরোমাত্রায় ফায়দা আদায় করতে। বাতাসে চমৎকারভাবে লাল বলকে ভাঙাচোরা করেছেন বখত। ভারি বাতাসে বখতের দুরন্ত বলের মোকাবিলায় ভারতবর্ষের মত একটা বিরাট দেশের আস্ত ইনিংসটা তাসের ঘরের মতো একক দাপটে ঝুরঝুর করে ভেঙে গিয়েছিল। চৌহান, বেঙ্গসরকার, বিশ্বনাথ, বিনি এমন কি গাভাসকারের মতো ব্যাটধারীও প্রাণ দিতে বাধ্য হলেন বখতের হাতে। একমাত্র তরুণ যশপাল শর্মা ছাড়া আর কোন ব্যাটধারীকে দেখে বোঝাই যায় নি এটি একটি টেস্ট ম্যাচের ইনিংস। বখত প্রথম দফায় অপ্রত্যাশিত দাপটে দিল্লীকে তাজ্জব বানিয়ে সংগ্রহ করেছিলেন ২০ ওভার বোলিংয়ের দাপটে ৮টি উইকেট। মাত্র ১২৬ রানে ভারতবর্ষের ব্যাটিং পর্যায়ের দান শেষ হওয়ায় পাক দল নামলো দ্বিতীয় দফায় ব্যাটিং করতে। মাঠশুদ্ধ দর্শকেরা আশা করে-ছিলেন আসিফ ইকবালের দল হয়ত মারমুখী ক্রিকেট খেলে মস্ত রানের ব্যবধানে ভারতকে দান ছেড়ে দিয়ে ম্যাচ জেতার চেষ্টা করবেন। কিন্তু কার্যত দর্শক প্রত্যাশায় ধাবিত হতে পারে নি ক্রিকেটের গতি। আসলে

ক্রিকেট কারো নির্দেশিত পথে চলতে নারাজ। সমস্ত ভাবনা চিন্তাকে অস্বীকার করে সে তার আপন কল্পনার সরু তারের ওপর দিয়ে নির্ভীক কায়দায় চলাফেরা করতে চায়—এখানেই বুঝি ক্রিকেটের অন্তরঙ্গতার এক অভিনব অভিব্যক্তি।

এইদিন ভারতের আক্রমণ পর্ব স্বাভাবিকভাবেই শুরু করেছিলেন কপিলদেব ও ঘাউড়ি। যে মুদাসার প্রথম ইনিংসে ভাগ্যের দোহাইতে আল্লার একান্ত কৃপায় দু-দুবার ক্যাচ ফসকানোর প্রাথমিক বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়েছিলেন, সেই তাকেই সর্বাগ্রে আউট সুইং বলে নিজের ঝুলিতে তুলে নিলেন কপিলদেব।

পাক দলের সৌভাগ্য যে এই ইনিংসে মন্দের ভালো একটি ইনিংস খেলেছিলেন জাহির আব্বাস। ১৫৬ মিনিট জাহির উইকেটে দাঁড়িয়ে নিজের স্বকীয়তাকে প্রকাশ করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। তার ব্যাট থেকে বেরিয়ে এসেছিল একটি অর্ধশত রানের ইনিংস। কিন্তু এই পর্যন্ত—ক্রিকেটকে মুহূর্তে বদলে দিলেন নবাগত রজারবিনি। প্রথম মজিদ ওপরে জাহিরের উইকেটটি সংগ্রহ করে সে অচিরেই পাকদলকে এনে দিল বিপদের মধ্যে। মীয়াঁদাদ ভুল বোঝাবুঝির জন্য শূন্য রানে হলেন আউট। এই দুর্যোগের মধ্যেও আবার রাজার মতো অপার আত্মপ্রত্যয় নিয়ে রাজসিক ক্রিকেটের উত্তেজনায় ব্যাট হাতে এসে দাঁড়ালেন ওয়াসিম রাজা। বাঁ-হাতি দক্ষ রাজার নিখুঁত ক্রিকেট ছিল দেখার মতো। ২১১ মিনিট দাপটের সঙ্গে হাতের ব্যাটকে চক্রবৎ ঘোরালেন ওয়াসিম রাজা। তার উত্তপ্ত ব্যাট থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসেছিল আটটি বাউণ্ডারি সহ একটি সুস্বাস্থ্যময় সমৃদ্ধ ছক্কা। আসিফ ইকবাল তার সচরিত্র প্রকাশ করলেন ৯২ মিনিট ব্যাটিং করার সুবাদে। উইকেটের চারপাশে তিনি প্রদর্শিত করলেন চোখ জুড়ানো জৌলুসদীপ্ত রকমারী মার। পঞ্চম উইকেট জুটিতে ২০১ রান সংগ্রহ হওয়ার পর কপিলের একটি বহির্গামী প্রলোভিত বলে ব্যাট ছুঁয়ে আসিফ ফিরে এলেন কিরমানীর দস্তানাবন্দী হয়ে। এই সময় গাভাসকার অন্য প্রান্তে স্পিন আক্রমণে বেঁধে রাখার

চেষ্টা করেছিলেন পাক দলকে। নিখুঁত লেংথ-নিশানা মাপা বোলিং করে দোশী তখন সমীহ আদায় করতে শুরু করেছিলেন। দলের পক্ষে প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহের তাগিদায় উইকেটে এসেই মারমুখী হওয়ার চেষ্টা করলেন ইমরান খান। তার এই মারমুখী প্রবৃত্তি অচিরেই তাকে ধরাশায়ী হতে বাধ্য করালো দোশীর বলে। উইকেটে ঠোকা বল সামান্য লাফানো মাত্র সপাটে বলটিকে সীমানার বাইরে টপকে দেওয়ার জন্য পুল করার চেষ্টা করলেন ইমরান। বল তার ব্যাটের কাণায় লেগে বাউণ্ডারী অভিমুখী না হয়ে সোজা উড়ে এসে পড়লো শর্ট লেগে দাঁড়ানো চেতন চৌহানের হাতে। ইমরান বিদায়ের অল্প সময়ের মধ্যে নিচু ক্যাচে কপিলের বলে ফিরে গেলেন রাজা। কপিল তখন নব উদ্যমে প্রাণচঞ্চল। তার রক্তে লেগেছে প্রাণ তরঙ্গের উন্মাদনা, সে আর কোন বন্ধন মানতে রাজী নয়। সমগ্র প্রতিকূলতাকে অগ্রাহ্য করে সে তখন মাথা তুলে উঠেছে জাত সাপের মতো উদ্ধত ফণায়। উইকেটে আছে প্রাণের সাড়া। কপিলের নিক্ষিপ্ত লালবল ফুলে ফেঁপে উঠছে ঘন ঘন। এই অবস্থায় আত্মরক্ষা করা অসম্ভব হয়ে উঠলো পাকিস্তানীদের। শেষ দুটি উইকেট এলো কপিলের দখলে। এই ইনিংসে কপিল সংগ্রহ করলো ৬৩ রানে ৪টি উইকেট—সর্বসাকুল্যে এই টেস্টে তার সংগৃহীত উইকেট সংখ্যা এলো ৬টি!

ভারতীয় ব্যাটিং-এর দ্বিতীয় পর্বের প্রাথমিক অবস্থার মধ্যে এমন কোন নতুনত্ব ছিল না যে দর্শকেরা উত্তেজিত হতে পারতেন। বরং বলা যায় গাভাসকারের নিয়ম রক্ষিত ক্রিকেটের বিন্যাসিত রূপ দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল, এই ম্যাচ জেতায় ভারতীয় দলপতির বিশেষ কোন আগ্রহ নেই। শুধু তাই নয়, সানি অত্যন্ত স্বাভাবিক মেজাজে ক্রিকেট খেলে মাত্র ২১ রান করে ফিরে গেলেন প্যাভেলিয়ানে। এরপর চৌহান ও বেঙ্গসরকার ধরলেন খেলার গতি। চৌহানের অবস্থাও যে কে সেই—তার ক্রিকেট গাভাসকারের সমপর্যায় ভুক্ত ছিল! খেলার গতির মোড় ঘোরালেন যশপাল।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ইডেনে তিনি যেভাবে খেলাকে উত্তেজনার মধ্যে নিয়ে এসেছিলেন, সেইভাবেই এবারও একটু একটু করে তিনি গরম করে তুলতে লাগলেন সারা মাঠকে। এই সময় যশপাল-বেঙ্গসরকারের জুটি প্রাণ মাতানো ক্রিকেট খেলতে লাগলেন। খেলার মধ্যে চরম উত্তেজনা যখন এলো দেখা গেল জয়ের জন্য ১৪০ রান সংগ্রহে ভারতের হাতে আছে ৩০টি মিনিট সহ কুড়িটি বাধ্যতামূলক ওভার।

এই অবস্থায় যশপাল ছিলেন সর্বাপেক্ষা সক্রিয়। তার সতেজ বীরদীপ্ত চকচকে ব্যাট থেকে বেরিয়ে এসেছিল ঝরণাধারায় ঝলমলে রানের প্রবাহ।

রান প্রবাহ বলাই ঠিক।

এদিকে যশপাল খেলছেন জয়ের খেলা, অন্যপ্রান্তে বেঙ্গসরকার চলেছেন সেনচুরির দোরগোড়ায়। ক্রিকেটের উত্তেজনা তখন সপ্তমে। স্নায়ুর চাপ বাড়তে লাগলো দর্শকদের মনে।

ক্রিকেট একটু একটু করে ঢলে পড়েছে ভারতের অনুকূলে। অস্থির হয়ে উঠলেন ইকবাল। ইমরান নেই—বখত তার একমাত্র মূলধন। বেচারা বখতই বা কি করবেন! একটানা বোলিং করেছেন তিরিশ ওভার, একজন পেশম্যানের পক্ষে চরম নির্যাতন। তবু দলের প্রয়োজনে বখত বোলিং করতে লাগলেন।

বাধ্যতামূলক ওভার চলছে।

রান এগিয়ে যাচ্ছে।

দর্শকেরা উত্তেজনায় হয়ে উঠলেন মুখর।

ঠিক সেই চরম মুহূর্তে ভারতবর্ষকে চমকে দিলেন যশপাল। থমকে গেল সমস্ত উত্তেজনা। চমৎকার ক্যাচ নিয়েছেন বখত। মারমুখী যশপাল বখতের গুডলেংথ বলে পা বাড়িয়ে অকারণে রান প্রত্যাশায় ড্রাইভ করার চেষ্টা করলে বল তার ব্যাটের তলায় লেগে সোজা চলে যায় বোলার বখতের হাতে। যশপালের ব্যাট ছোঁয়া এই প্রয়োজনীয় ক্যাচটি তালুবদ্ধ করতে কসুর করলেন না বখত।

যশপাল ফিরছেন।

নামছেন কপিলদেব।

গোটা মাঠ ডুবে গেল চিৎকারে।

"কপিলদেব বল ওড়াও, ম্যাচ জেতাও।"

কপিল দর্শকদের একান্ত প্রিয়!

প্রাণের রাজা!

যুবরাজ কপিল তার রাজসিক দাপটকে বজায় রাখতে কসুর করলেন না। মাত্র আঠাশ মিনিট উইকেটে দাঁড়িয়ে কপিলদেব মুদাসারের সোজা বলে হলেন এল বি ডাবলু।

মাত্র ২১ রানে ফিরলেন কপিল।

প্রত্যাশা পূরণ হলো না।

এবার কপিলের বদলি এলেন. বিনি। উইকেটে এসে বিনি চোস্ত হাতে একটি নিখুঁত অন ড্রাইভ করলেন।

রান উঠলো।

বেঙ্গসরকার অন্যপ্রান্তে অটল বনস্পতি যেন। এই দুই ব্যাটধারী প্রাণপণ চেষ্টা করেও ম্যাচ জেতাতে পারলেন না। খুব কাছাকাছি পৌঁছেও কেবলমাত্র সময়ের অভাবে ম্যাচ জিততে পারলো না ভারতীয় দল। হয়ত এই ম্যাচ জেতা সম্ভব হতো যদি যশপাল বা কপিলের মধ্যে কেউ একজন শেষ পর্যন্ত টিঁকতে পারতেন। এই দুই ব্যাটধারীর বিদায়ে বেঙ্গসরকার তার আক্রমণাত্মক ভূমিকাকে গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। ম্যাচের ফলাফল অমীমাংসিত হলেও—দিল্লীর এই টেস্ট ভারতের বুকে অনুষ্ঠিত শ্রেষ্ঠ গেমসের অন্যতম, একথা স্বীকার করতে বাধা নেই।

দ্বিতীয় টেস্টে ভারতীয় দলের একাগ্র প্রচেষ্টা দলের চেতনাকে যেমন করেছিল ঐক্যবদ্ধ, তেমনি প্রেরণা জাগিয়েছিল ভারতবর্ষীয় ক্রিকেটে। পাকশক্তি যে অজেয় নয়, তারা যে স্নায়ু দুর্বলতায় আপন ভঙ্গুরতার হাত থেকে পরিত্রাণে উন্মুখ, এই বিষয়টি স্পষ্টভাবে ধরা পড়ায় তৃতীয় টেস্টের উন্মাদনা বেড়ে গেল।

এবার বোম্বাই—এই বোম্বাইয়ের উইকেটেই পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন মাত্র কয়েক মাস আগে অস্ট্রেলিয়ার একজন প্রাণ পুরুষ কিম হিউজের মতো বুদ্ধিদীপ্ত দলপতি।

এবার সেই ওংখাড়া স্টেডিয়ামে সানি মুখোমুখি হলেন আসিফ ইকবালের।

বোম্বাইতে কপিল খেলেছিল ঃ

বোম্বাই-এর উইকেট চরিত্র প্রথমদিন থেকেই ক্রিকেটকে রহস্য-ময় করে রেখেছিল। দিল্লীর বুকে রাজসিক ক্রিকেটের পর ভারতীয় দল নব উদ্দমে ক্রিকেট খেলতে নেমেছিল বোম্বাই'এর উইকেটে। টসে জেতা গাভাসকার উইকেটের স্বাচ্ছন্দ্যতা যাচাই করে প্রথম নিলেন ব্যাটিং করার সুযোগ। ইমরান ও বখতকে দিয়ে ইকবাল তার স্বাভাবিক আক্রমণকে শুরু করেছিলেন। প্রাথমিক পর্যায়ে ভারতের বিপদ এসে দাঁড়াল মাত্র ২৩ মিনিটের মাথায়। বখতের বলে ড্রাইভ করতে গিয়ে সোজা একটি ক্যাচ দিলেন গাভাসকার ইকবাল কাশিমের হাতে।

মাত্র ১৩ রানে গাভাসকারের মতো বিশ্বাসী ইন্দ্রপতন।

এই অবস্থায় বেঙ্গসরকার এসে দাঁড়ালেন চৌহানের পাশে। দুর্ভাগ্য ক্রিকেটের চৌহান অত্যাধিক সাবধানতা অবলম্বন করার চেষ্টা করলেও ৭৫ মিনিটের মাথায় তাকে ফিরতে হলো ইমরানের বলে। এই অবস্থায় চমৎকার বীরত্বের পরিচয় দিলেন ভারতীয় ক্রিকেটের অর্জুন বিশ্বনাথ। অনবদ্য স্কোয়ারকাট দিয়ে ভিশি শুরু করলেন তার নিজস্ব ইনিংসের ভূমিকা রচনা। এই দুই ব্যাটধারীর সাবলীল বিন্যাসিত গরিমায় রান এল দ্রুতগতিতে। বিশ্বনাথ অতিমাত্রায় বিন্যাসিত হওয়ার চেষ্টায় তাকে বিদায় নিতে হলো নিজস্ব ৪৭ রানের মাথায়। ১০৮

মিনিট উইকেটে থাকার ফাঁকে ভিশি আটবার বলকে উত্তপ্ত ব্যাটিং চালনায় পাঠালেন সীমানার বাইরে। সবাই ভেবেছিলেন যশপাল হয়ত দিল্লীর মেজাজকে বোম্বাই শহরেও প্রয়োগ করবেন। কিন্তু তা হলো না। প্রত্যাশিত যশপাল দর্শকদের কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত ভাবে বিদায় নিলেন মাত্র তিনটি রান যোগ করে। এরপর বেঙ্গসরকার ও বিনি প্রায় একই সঙ্গে ফিরে এলেন প্যাভিলিয়ানে। দলের তখন সংকট মূহূর্ত।

বদলে গিয়েছে ক্রিকেটের চেহারা। স্কোরবোর্ডে দাঁড়িয়েছে ভারতীয় দলের ৬ উইকেটে ১৫৪ রান।

এই অবস্থায় চরম দুর্দিনে ত্রাণকর্তার ভূমিকায় ব্যাট হাতে মাঠে নামলেন দুরন্ত কপিলদেব। তার বীরদীপ্ত ব্যাটের অহংকারিত দাপট ক্রিকেটের চেহারাকে বদলে দিলো এক নিমেষে। একপ্রান্তে কিরমানি অন্যপ্রান্তে কপিলদেব।

কপিলের ব্যাট যেন এই দিন ক্রিকেট দেবতার আশীর্বাদী মেজাজে ছিল সক্রিয়। তার রাজসিক ব্যাটের ঘায়ে বল ঘনঘন অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত ছড়িয়ে যাচ্ছিল মাঠের চারপাশে। বখত, ইকবাল কাশিম, মুদাসার, মজিদ এমনকি আবদুল কাদের কারোকেই সমীহ করলেন না কপিল বা কিরি। দুজনেই তখন আপন তেজস্বী মেজাজে স্বকীয় প্রতিভায় পরিপূর্ণ প্রকাশিত। ইকবাল কাশিমের একটি ওভারে কপিল আপন প্রত্যয়ে পরপর তিনটি বলকে সাবলীল ভঙ্গিমায় চালনা করলেন সীমানার বাইরে। অনবদ্য ছিল কপিলের এই ব্যাটিং গরিমা। বহুকাল বাদে বোম্বাই-এর মানুষ প্রত্যক্ষ করেছিল সব্যসাচী কপিলের ভূমিকা। অভাবনীয় মারমুখী এই দুই জুটি পাকদলের বিরুদ্ধে স্রষ্ট পুরনো রেকর্ড'এর গণ্ডি টপকে ৯২ রান জুড়ে স্থাপন করলো নয়া কীর্তি। কপিল অনন্য।

> "কপিলের দুরন্ত ব্যাটিং ভারতীয় দলকে জয়ের দিকে অনেকখানি এগিয়ে দিয়েছিল।"
>
> —বিষণ সিং বেদী।

মুখরিত ক্রিকেট। উদ্বেল দর্শকদের প্রত্যাশিত হৃদয় বৃত্তিকে চরিতার্থ করে কপিল ১২০ মিনিটে মাত্র ৮০ বলের বিনিময় সংগ্রহ করলো দীপ্তময় ৬৯ রান। তার ব্যাট চালিত ১১টি বাউণ্ডারীর দাপটে ইকবালের মাথার চুল উত্তেজনায় খাড়া হয়ে উঠেছিল। শেষ পর্যন্ত আল্লার দোয়ায় অসাধ্য সাধন করলেন বখত। উইকেটে বাইরের বলে মারমুখী হতে গিয়ে এক্সট্রা কভারে ক্যাচ তুলে ফিরে এলেন কপিলদেব!

করতালিতে মুখরিত হলো মাঠ। সঙ্গী-বিয়োগ ব্যথায় মন-সংযোগ ছিন্ন হওয়ায় কিরমানি ফিরলেন নিজস্ব ৪৬ রানে। শেষদিকে ঘাউড়ি, যাদব ও দোশীর প্রচেষ্টায় ভারত ৪৯৭ মিনিটে সর্বসাকুল্যে সংগ্রহ করলো ৩৩৪ রান। চমৎকার বোলিং করলেন বখত! তার সংগ্রহশালায় জমা পড়লো ৫৫ রানে ৫টি উইকেট!

ভারতের এই রানের সামনে পাকদল নিজেদের নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে পারলেন না। নামী দামী বিজ্ঞাপিত ব্যাটধারীদের রীতি বিন্যাস যে কার্যকর ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি, তার প্রমাণ পাওয়া গেল পাকদলের শোচনীয় ব্যর্থতা ভরা ইনিংসটি যখন গুটিয়ে গেল মাত্র ১৭৩ রানে। ভারতীয় স্পিন বোলারদের মোচড় মারা স্পিনের সামনে ব্যাট উঁচিয়ে রাখতে পারলেন না পাকীস্থানী ব্যাটধারীরা। দোসী ও যাদব পেলেন তিনটি করে উইকেট।

দ্বিতীয় পর্যায়ে ভারতীয় দলের অবস্থা উঠেছিল চরমে। স্পিন ধরা সজীব উইকেটে কাশিম ও কাদের চমৎকার বোলিং করলেন! বিশেষ করে কাশিমের বোলিং ছিল সমীহ জাগানো। তার বিরুদ্ধে মোকাবিলা করা হয়ে উঠেছিল খুব কঠিন। এই ইনিংসে গাভাসকারের ৪৮ ও বেঙ্গসরকারের ৪৫ রান ছাড়া আর কোন বড় রান এলো না অন্য কোন ব্যাটধারীদের কাছ থেকে। ৩১০ মিনিট ব্যাটিং করার পর ভারতীয় ব্যাটিং পর্বের সমাপ্তি ঘটলো।

ক্রিকেটে উত্তেজনা ছিল।

চতুর্থ ইনিংসে ব্যাটিং করা যে বোম্বাই-এর উইকেটে পাকদলের পক্ষে কষ্টসাধ্য হবে, এই আন্দাজ গাভাসকারের ছিল। তিনি কপিল ও ঘাউড়িকে দিয়ে প্রাথমিক সুযোগটুকু আদায় করে নিয়ে মূল আক্রমণের হাতিয়ার হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন দোশীকে। চমৎকার বোলিং করেছিলেন দোসী, একটানা বোলিং করেছিলেন ১৯ ওভার। তার কম্পাস মাপা বোলিংএর অভিজ্ঞ নিশানা পাক ব্যাটধারীদের গুটিয়ে রেখেছিল। ২২২ মিনিট ব্যাটিংএর ফলে ওস্তাদ ব্যাটধারীরা সংগ্রহ করলেন মাত্র ১৯০টি রান।

শেষ পর্যন্ত যাদবের বলে কাদের লম্বা মার মারার চেষ্টা করলে, বল এসে পড়লো বিনির হাতে। এই ক্যাচের সুবাদে সমাপ্তি ঘটলো পাক দলের।

ভারত জিতলো।

উত্তেজনায় ফেটে পড়লো গোটা মাঠ।

এই জয়ের সুবাদে চলতি সিরিজ সৌভাগাবান গাভাসকার এগিয়ে গেল ১—০ ম্যাচের ব্যবধানে।

পরাজিত পাক অধিনায়ক এই ম্যাচ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে খেলোয়াড়ী মনোভাবের পরিচয় দিতে পারেন নি। তিনি ভারতীয় খেলোয়াড়দের ঐক্যবদ্ধ সংহত শক্তির প্রশংসা করলেও পরাজয়ের জন্য সর্বাগ্রে দায়ী করেছিলেন সাদা পোশাকধারী আমপায়ারদ্বয়কে। তার ধারণায় ভারতের আমপায়ারিং ভালো হলে এই ম্যাচের ফলাফল অবশ্যই পাকদলের বিরুদ্ধে যেত না। অহ্ ক্রিকেট—এর পরেও এত কথা!

ইকবাল কি নতুন করে আপন উক্তিতে প্রমাণ করলেন না চিরন্তন ঘরোয়া গ্রাম্য প্রবাদকে—"নাচতে না জানলে উঠোনের দোষ"—এ দোষ কার? আম্পায়ারিংয়ের নাকি পাক ব্যাটধারীদের শোচনীয় ব্যর্থতা?

বোম্বাইয়ের শোচনীয় বিপর্যয়ের ফলে সকলেই আশা করেছিলেন পাকদল হয়ত এবার অনমনীয় দৃঢ়তায় পরিচয় দেবেন। কিন্তু কানপুরের

নেতিমূলক নিস্তেজ ক্রিকেট প্রত্যক্ষ করার পর পাকদলের প্রতি সেই বিশ্বাস ভারতীয় দর্শকদের মন থেকে উবে গিয়েছিল একেবারে।

টসে জেতা আসিফ কানপুরের সতেজ উইকেট থেকে প্রাথমিক পর্যায়ে সুফল যে পাননি এমন নয়। সিকন্দর বখত ও এসথেসাম উদ্দিনের নিশানা মাপা বোলিংয়ের ফলে ভারতীয় ব্যাটধারীরা কেউ প্রায় সুবিধে করতে পারলেন না। প্রথম দিনের শুরুর মুহূর্তে বখতের একটি সুন্দর বিলম্বিত সুইং পরাস্ত করলো গাভাসকারকে। উইকেটে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই পরের বলে বোল্ড হয়ে ফিরে এলেন বেঙ্গসরকার। মাত্র চার রানে দু-দুটি উইকেটের পতন। শোচনীয় সেই পতনোন্মুখ অবস্থায় বখতের হেটট্রিক রক্ষা করলেন বিশ্বনাথ। কিন্তু তাও বা কতক্ষণ। স্কোরবোর্ডে এগারো রান ওঠা মাত্র পতন ঘটলো ভারতীয় ক্রিকেটের নির্ভরশীল ব্যাটধারী বিশ্বনাথের। পাকদল তখন আক্রমণের দাপটে কোণঠাসা করে রেখেছে ভারতীয় দলকে। দস্তুরমতো রক্ত ঘাম ঝরিয়ে ভারতীয় দলকে সংগ্রহ করতে হচ্ছে একটি করে রান। চৌহান ৫৭ মিনিট কঠিন মনোযোগ সহকারে ক্রিকেট খেলার পর যখন ফিরে এলেন তখন স্কোরবোর্ডে মাত্র রান হয়েছে সতেরো। একশ রান হবে কিনা তাই নিয়ে গবেষণা করতে বসে গেলেন পণ্ডিতেরা। তারা পুরনো হিসাব-নিকাশ গভীর চোখে পরীক্ষা করতে লাগলেন। এই অবস্থায় তরুণ যশপাল সহ ঘাউড়ি খেললেন অসাধারণ ক্রিকেট। যে কপিলদেবকে ভরসা করেছিলেন কানপুরের মানুষ সেই তিনি মাত্র ২টি রান করে বখতের একটি অতি সাধারণ বলে ব্যাট চালিয়ে চতুর্থ স্লিপে ক্যাচ তুলে ফিরে এলেন। ৬৯ রানে অষ্টম উইকেট পতনের পর কার্সন ঘাউড়ির সঙ্গে যুক্ত হলেন শিবলাল যাদব। ভারতের পয়লা নম্বর ব্যাট-ধারীরা যেখানে আত্মপ্রত্যয় প্রকাশে আস্থাভাজন হতে পারেন নি, সেখানে শেষ পর্বের ব্যাটধারীকে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে কার্সন ঘাউড়ি যোগ করলেন প্রায় একশো রান। নিখুঁত বোলিংয়ের বিরুদ্ধে শিবলাল কেতাবী ঢঙে ক্রিকেট খেলে দলীয় রানকে টেনে নিয়ে গেলেন ১১৭ রানে—

শেষ উইকেটে দোশীর সহযোগিতায় রান এলো পঁয়তাল্লিশটি। শেষ অবধি দোশী যখন আউট হয়ে ফিরলেন তখন স্কোর বোর্ডে রান দাঁড়িয়েছিল ১৬২। বখত ও এসথেসামউদ্দিন যথাক্রমে সংগ্রহ করলেন পাঁচটি করে উইকেট।

ভারতীয় ব্যাটিং নৈরাশ্যজনক হওয়া সত্বেও পাকদল কিন্তু আশানুরূপ সাফল্য দেখাতে পারলেন না। বিপর্যয় তাদের তাঁবুতেও দেখা গেল। মুদাসার, জাহির, মিয়াঁদাদ একে একে ফিরলেন কপিলের বলে। জাহিরের ব্যাটিং আগাগোড়াই ছিল অত্যন্ত অস্বস্তিকর। কপিলের বোলিংয়ের বিরুদ্ধে তিনি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছিলেন না কিছুতেই। শেষ পর্যন্ত কপিলের প্রলুব্ধময় আউট-স্যুয়িং বলে ব্যাট ছুঁয়ে দ্বিতীয় শ্লিপে গিয়ে সহজ ক্যাচ তুলে ফিরলেন জাহির,আব্বাস। যে মিয়াঁদাদ পেশাদার ক্রিকেটের একজন সংগ্রামী হাতিয়ার, সেই তিনিও আবার ফিরলেন বিগত ইনিংসগুলির মতো এবারও পিছনের পায়ে ভর দিয়ে খেলার দোষে লেগ-বি-ফোর হয়ে। পাকদলকে হয়ত অচিরেই আবার একটা মস্ত বিপদের মধ্যে পড়তে হতো যদি না মধ্যবর্তী অবস্থায় বাঁ হাতি রাজা তার স্বভাবসিদ্ধ মেজাজে খেলতে পারতেন। অনবদ্য ক্রিকেট খেললেন রাজা। যেমন সংযত তেমনি প্রতাপসমৃদ্ধ তেজস্বিতা। পাক্কা ২২৪ মিনিট ব্যাটিং করে রাজা শেষ অবধি অপরাজিত অবস্থায় প্যাভিলিয়ানে ফিরলেন সেনচুরি বঞ্চিত হয়ে। সাহায্যকারী সঙ্গী না থাকায় রাজাকে সেনচুরির সুযোগ হারাতে হয়েছিল।

এই ইনিংসে ভারতীয় আক্রমণের মূল অস্ত্র ছিলেন কপিলদেব। গাভাসকার তাকে বিরামহীনভাবেই বলা যায় একপ্রান্ত থেকে আক্রমণের দায়িত্ব হাতে তুলে দিয়েছিলেন। একটানা আঠাশ ওভার বোলিং কপিলের অদম্য মানসিকতার একটা উদাহরণ বলা যায়। সতেজ কপিল লালবলের বিষাক্ত ছোবলে দখল করেছিলেন ছটি পাক উইকেট। এই উইকেট সংগ্রহের ফাঁকে তাকে দিতে হয়েছিল মাত্র ৬৩টি রান। টেস্ট পর্যায়ের ক্রিকেটে কপিলের মতো একজন পেশম্যানের কাছে ৬৩

রানে ৬টি উইকেট দখল করার বৃত্তান্ত একটি সাফল্যমণ্ডিত নজির বললে হয়ত মিথ্যে বলা হয় না। পাকদল সংগ্রহ করলো মাত্র ২৪৮ রান।

খেলার ফলাফল যে অমীমাংসিতভাবে শেষ হবে এই বিশ্বাস তখন সকলের মনেই বদ্ধমূল হয়ে বসেছিল। হলোও তাই—ভারত শেষ পর্যায়ের ৩৭৬ মিনিট ব্যাটিং করে সংগ্রহ করলো ১৯৩ রান। গাভাসকারের দুর্ভাগ্য—তিনি আবার একটি সেনচুরির সুযোগ হারালেন। কানপুরের ক্রিকেট শেষ হলো!

এবার আসর বসলো মাদ্রাজের চীপক উইকেটে।

চীপকে কপিল সেরা

মাদ্রাজের চীপক উইকেটে ভারতীয় ক্রিকেটের কাছে সৌভাগ্যের নন্দন কানন। এই মাদ্রাজের বুকে ভারতীয় দল শেষবারের মতো ম্যাচ জিতেছিল কালীচরণের দলের সঙ্গে।

পাকদলের বিরুদ্ধে চীপকের উইকেটে অসাধারণ নৈপুণ্যের নজির রাখলেন কপিলদেব।

কপিলের একক প্রচেষ্টাই ভারতীয় ক্রিকেটকে মাদ্রাজ উইকেটে সাফল্যের মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়েছিল। উইকেটে যথেষ্ট বাউন্সার থাকায় শুরুর মুখেই কপিল ও ঘাউড়ি চমৎকার বোলিং শুরু করলেন। মুসাদ্দরকে ৬ রানে প্যাভেলিয়ানে ফেরৎ পাঠাবার পর মজিদ এসে সঙ্গী হলেন সাদিকের। দুই ব্যাটধারী স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দতায় প্রকাশ করতে লাগলেন নিজেদের সহজাত ক্রীড়াবিন্যাস। রান উঠেছিল বেশ কিছু। সাদিক এই সাবলীল ভাবকে বেশীক্ষণ বজায় রাখতে পারলেন না। কপিলের আউট-কাটিং বলে ব্যাট ছোঁয়ার চেষ্টা করলে তাকে দস্তানাবন্দী হতে হল কিরমানির হাতে।

জাহির এসে দাঁড়ালেন কপিলের মুখোমুখি।

সমস্যা জর্জরিত জাহির এবারও সফল হলেন না। কপিলদেবের প্রভাবিত ভীতি দুর্বলতায় জাহির একেবারে অক্রিকেটীয় কায়দায় ব্যাট

চালনা করে সরাসরি বোল্ড হয়ে ফিরে এলেন। পরবর্তী পর্যায়ে রাজা, ইকবাল ও ইমরান নিজস্ব দাপট বজায় রেখে ব্যাটিং করার সুবাদে পাকদল সর্বসাকুল্যে সংগ্রহ করেছিল ২৭২ রান।

পাকদলের এই রানের সামনে ভারতীয় ব্যাটধারীরা বিস্তর সময় হাতে নিয়ে ধীরে সুস্থে খেলার চেষ্টা করলেন। গাভাসকারের ব্যাটিং রীতি ছিল যেমন বিরক্তিকর তেমনি একঘেয়ে। তাঁর বিরক্তিকর ব্যাটিং থেকে রান এসেছিল সময়কে বিস্তর পথ এগিয়ে যেতে দেওয়ার সুবাদে। পাকা ৫৯৩ মিনিট সময় একাই ব্যাটিং করেছিলেন গাভাসকার। তার খেলা দেখে মনে হচ্ছিল তিনি যেন সেনচুরির সংখ্যা বৃদ্ধির দিকে নজর রেখে রান সংগ্রহ করছেন একটি একটি করে। গাভাসকারের এই প্রচেষ্টা সফল হয়েছিল। নেতিমূলক রক্ষণাত্মক ক্রিকেটে দীর্ঘসময় নি য় গাভাসকার পূরণ করেছিলেন তার ব্যক্তিগত তেইশতম সেনচুরির সীমানা। এখন তিনি তেইশ নম্বর অঙ্কে দাঁড়িয়ে একক পুরুষ। তার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন বিশ্বের দুই স্যার উপাধীধারী ব্যাটসম্যান। একজন ডন অন্যজন গ্যারী। এই ব্যবধান দূর করলেই সানি এগিয়ে যাবেন নিজস্ব গৌরবের শীর্ষস্থানে। চীপকের উইকেটে গাভাসকার বিরক্তিকর ক্রিকেট খেললেও খেলার মধ্যে প্রাণ এনেছিলেন কপিলদেবর আবির্ভাবে।

মার আর মার।

মারমুখী ঝড়ো ক্রিকেটের উদ্দাম প্রহারে কপিলের ব্যাট ছোঁয়া বল প্রাণের আবেগ মিশ্রিত উচ্ছাসের কলধ্বনি তুলে ছুটে গিয়েছিল সীমানার বাইরে। কাউকে বিন্দুমাত্র সমীহ করেনি কপিল। যে ইমরান আপন গতির টানে বিজ্ঞ ব্যাটধারীদের পরাস্ত করতে সিদ্ধহস্ত, সেই তাকেও দুর্জয় সাহসে ব্যাটের চাবুক চালাতে কসুর করেননি দুরন্ত কপিলদেব। ইকবাল কাসিমের বলে তিনি উইকেট ছেড়ে বেরিয়ে এসে একটি নিখুঁত ছয় মেরেছিলেন, সেই সঙ্গে এগারোটি চার।

কপিলের প্রাণোচ্ছল উন্মাদনায় চীপক উদ্যান হয়ে উঠেছিল রমনীয়।

ক্রিকেট যে ব্যাট বলের লড়াই। তাঁর সাক্ষাৎ প্রমাণ মিলে ছিল এইদিন। শেষ অবধি ইমরান খানের বলই পরাস্ত করলো কপিলকে। নিচু হয়ে আসা ইমরানের একটি বলে অত্যধিক মারমুখী হতে গিয়ে প্যাভেলিয়ানে ফিরে এলেন কপিলদেব। তার ১৬৫ মিনিটে গড়ে তোলা ৮৪ রানের ইনিংসটি বহুকাল মনে রাখবে ভারতবাসী।

গাভাসকার যে সময় নিয়ে সেনচুরি করলেন, সেই সময়ে চেষ্টা করলে হয়ত পদব্রজে গঙ্গোত্রীর মত দুর্গম পথ অতিক্রম করতে পারতেন যে কোন পরিব্রাজক। তবে এটা ঠিক সানির এই রক্ষণাত্মক ক্রিকেট বড় রান তোলার ইমারত তৈরী করে দিয়েছিল ভারতীয় দলকে, যার প্রমাণ স্বরূপ ভারতীয় দল গড়ে তুলেছিল ৪৩০ রানের একটা মস্ত ইনিংস।

দ্বিতীয় পর্যায়ে কপিলদেব ছিলেন আরও মারাত্মক। একটানা ৬৩৮ মিনিট মাঠে রোদে তেতে ফিল্ডিং করার সুবাদে ক্লান্ত পাকদল ব্যাট হাতে বড় একটা সুবিধে করতে পারলো না। এক কপিলের দাপটে তাদের অবস্থা হয়ে উঠেছিল অত্যন্ত সঙ্গীন। হরিয়ানার সতেজ যুবক লালবলের অগ্নিবান নিক্ষেপ করে পাকিস্তানের মতো একটি বিজ্ঞাপিত দলকে একাই করে দিল কোনঠাসা। তার বীর দর্পিত বোলিং শৌর্যদীপ্ত প্রখরতার গরিমায় সংগৃহীত হলো সাত-সাতটি উইকেট। উভয় ইনিংস মিলিয়ে এই ম্যাচে কপিলদেব সংগ্রহ করলেন এগারোটি উইকেট।

শেষ দিনে পাকদল যখন দান শেষ করলো তখন হাতে ম্যাচ জেতার পক্ষে অকল্পনীয় সময়। জেতার জন্য দরকার ছিলো আর মাত্র ৭৮টি রান।

চৌহান ও গাভাসকারের জুটির এই রান সংগ্রহ করতে সময় গিয়েছিল ৮৮ মিনিট। শেষবারের মতো অধিনায়ক গাভাসকারের ব্যাট ছোঁয়া বল থেকেই এলো জয়ের অন্তিম মুহূর্তটি।

গোটা মাঠ আনন্দে হয়ে উঠলো উজ্জ্বল। মুখরিত চীপকে জুড়ে শোনা যেতে লাগলো একটি নাম—কপিলদেব—সাবাস ছেলে।

সত্যি এই ম্যাচে কপিলদেব জেতার ভূমিকায় অসাধারণ শ্রেষ্ঠতার

পরিচয় দিয়েছিল তাঁর যৌথ দায়িত্বে। তাঁর রাজসিক ব্যাটিং যেমন ছিল রমণীয়, তেমনি বোলিংয়ের রূপও ছিল শ্রেষ্ঠত্বের ঔজ্বল্যে ভরপুর। ব্যাট-বলের সূক্ষ্ম দক্ষতায় কপিলদেব যোগ্য ক্রিকেটার হিসাবে আপন দক্ষতার পুরস্কৃত হলেন ম্যান-অফ-দ্যা মাচের সন্মানে।

যোগ্য মানুষের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার হিসাবে কপিলদেবের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করলেন সকলে। ভারতীয় দলপতি গাভাসকার তো প্রকাশ্যেই বললেন "মাদ্রাজে বুকে ভারতের জয় এনে দিয়েছে কপিলদেব। তাঁর অভাবনীয় বোলিংয়ের দুরন্ত দাপটে পাকদল ধরাশায়ী। সেই আমাদের মনে মাদ্রাজ টেষ্টে জয়ের প্রথম স্বপ্ন গড়ে তুলেছিল।"

আসিফ ইকবাল হারলেন।

এটা ছিল চলতি মরশুমের ক্রিকেট খেলার পাকদলের দ্বিতীয় পরাজয়।

এবার কিন্তু ইকবাল ভারতীয় আম্পায়ারিংয়ের ত্রুটিবিচ্যুতির কথা উল্লেখ করে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করলেন না। বরং স্পষ্টত বললেন, ভারত যোগ্যদল হিসাবে জিতেছে। সানি ও কপিলের ভূমিকা ভারতীয় দলকে জয়ের যোগ্যতায় পৌঁছে দিয়েছে। আমাদের এক-জনও ব্যাটসম্যান আশানুরূপ সাফল্য দেখাতে না পারায় এই পরাজয়। কেউ আমরা সুনাম রক্ষা করে খেলতে পারিনি এই যৌবন-পুরুষ কপিলের বিরুদ্ধে।

মাদ্রাজ থেকে কলকাতা।

লোকসভা নির্বাচনের ভোট পর্বের পালা সাঙ্গ হওয়া মাত্র প্রত্যাশিত ক্রিকেট এসে পৌঁছলো কলকাতায়। জনমানসে লাগলো উত্তেজনার ঢেউ। বদল হলো কলকাতার রোজ নামচার পালা।

এরই মধ্যে ক্রিকেটকে ঘিরে অপ্রত্যাশিত ভাবে কলকাতার মানুষ শুনতে পেলো এক চমকপ্রদ সংবাদ। মাদ্রাজের জয়ের আনন্দ তখনও সন্ধ্যের আকাশে ছড়িয়ে ছিল, তারই মধ্যে আকাশবাণী মারফৎ প্রথম ঘোষিত সংবাদ—'সানি অধিনায়কের দায়িত্ব ছেড়ে দিচ্ছেন।'

গাভাসকার স্পষ্ট ভাষায় বললেন ; আগামী ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ সফরে তার দলের সঙ্গে সফর করার ইচ্ছে নেই। কাজেই তিনি চান দলের দারিত্ব অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগে নতুন কারো হাতে তুলে দিতে। তবে তিনি এটাও বললেন—দলের নেতা না হলেও, ইডেনে আমি থাকছি।

কলকাতার মানুষ সাময়িক ছন্দ পতনে থমকে গিয়েছিল। একেই দু দুটো টেস্টে এগিয়ে থাকা ক্রিকেটের মধ্যে কোন রকম উত্তেজনা ছিল না, তায় আবার এত বড় দুসংবাদ !

হায়রে ক্রিকেট—তুমি এত জান। তোমার মনে যে কি আছে, তা কে জানে !

গাভাসকারের ঘোষণা যেমন চমক এনেছিল, তেমনি চনক আনলেন কলকাতায় পৌঁছেই পাক অধিনায়ক আসিফ ইকবাল। সাংবাদিক সন্মেলনে তিনি স্পষ্ট বললেন—"ইডেনে ক্রিকেট খেলার স্বপ্ন আমার ছিল। এই ইডেন সম্পর্কে আমাকে অনেকে অনেক কথা বলেছেন। বলেছেন ভারতে আসার আগে ইংল্যাণ্ডের টনি গ্রেস। আজ আমি সেই ইডেনে খেলতে চলেছি। এবং খেলতে চলেছি আজ আমার টেস্ট জীবনের সর্বশেষ খেলাটি। ইডেনের বুকেই আমি আমার ক্রিকেট জীবনের বিশ্রাম নেব !"

থমকে গেল কলকাতার মানুষ।

থমকে গেল ক্রিকেটের বিশ্বজন। আসিফ ইকবাল—বিশ্বের যিনি সাড়া জাগানো চৌকশ ক্রিকেটার—সেই তিনি সরে যাচ্ছেন ক্রিকেট থেকে। প্রিয়জন বিয়োগ ব্যাথায় গুমরে উঠেছিল বুকের ভিতরটা। কে যেন বলেছিল,—যেতে নাহি দিব।

যেতে নাহি দিব—মানুষের এই সুগভীর আত্মযন্ত্রণা যে কত নিস্ফল, তা আমরা জানি। জানি সমস্ত কাজ শেষ করে, সময়ের হাত ধরে মানুষ যখন ক্লান্ত পদক্ষেপে আপন আলয়ে ফিরে যায়, তখন কোন প্রিয়জনের গভীর অনুরাগ বন্ধন তাকে ধরে রাখতে পারে না। "যেতে

নাহি দিব—" আর্তবেদনার অন্তরাল থেকে শোনা যায় আর এক শাশ্বত জীবনবোধ—"তবু তারে যেতে দিতে হয়।"

সেই যেতে চাওয়ার পর্ব এবার ইডেনে। আসিফ ইকবাল চলে যাচ্ছেন। জীবনের এই তার শেষ ক্রিকেট! এই বিদায় দৃশ্যটি যে কত করুন, তা সেদিন ইডেনে শীতের দুপুরে যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের স্মৃতির মনিকোঠায় নিশ্চয়ই থেকে যাবে।

ইডেনের প্রথম দিন

সানি গাভাসকার ভারতীয় ক্রিকেট দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ানোর ফলে কর্মকর্তার দল যে সংকটের মধ্যে পড়েছিলেন, তা থেকে উদ্ধার করলেন দক্ষিন ভারতীয় তনয় গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথ।

জীবনের প্রথম টেষ্ট অধিনায়ক হিসাবে ভিশ মাঠে নেমে প্রথম একটি বড় কর্তব্য করলেন দলের হয়ে, তাহলো টসে জিতে খেলার মধ্যে প্রথম নিলেন দলীয় সুযোগ।

ইডেনের ন্যাড়া পিচ সম্পর্কে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে কয়েকমাস আগে খেলা দেখেই বিশেষজ্ঞর দল ধরেই নিয়েছিলেন, উইকেট থেকে বড় ধরণের কোন সাহায্য পাবেন না পাক আক্রমনের মূলঅস্ত্র ইমরান খান বা সিকিন্দর বখত। ফলে নিস্তেজ উইকেটে ব্যাট হয়ত বলের বিরুদ্ধে একাকী সংগ্রামে লিপ্ত থাকবে।

ইডেনের উইকেট অভিজ্ঞতা পাকদলের বিরুদ্ধে মনে হয় বিজ্ঞ-লোকদের ধারণাকে সম্পূর্ণ উল্টে দিতে পারে নি। বরং অনুমান সাপেক্ষ ক্রিকেট হয়েছিল দিনভোর। কেবল উইকেটের একপ্রান্তে ক্ষত থাকায় ইমরান তার গতির টানে বেশ কয়েকবার বলকে জাত সাপের মতো বুক পর্য্যন্ত তুলতে পেরেছিলেন।

ইমরান ক্ষমতাবান। তিনি আপন দক্ষতায় যে রীতিতে বলকে উইকেট থেকে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। সেই রীতি আয়ত্ত করা

সম্ভব হয়নি কমজোরী সিকিন্দর বখত বা এহতেসামউদ্দিনের পক্ষে। বখত যতটা ছুটে এসে বোলিং করেছেন, সেই তুলনায় তার বলের গতি ছিল যথেষ্ট কম। ইডেনের বুকে বিপরীত চেহারায় দেখা বখতকে দেখে বিশ্বাস হয় নি, এই বোলারটি চলতি মরশুমে ভারতের বিরুদ্ধে এতগুলি উইকেট পেয়েছেন। বরং তুলনা মুলক বিচারে এহতেসাম-উদ্দিন হাল্কা চালে বোলিং করলেও, তার কৌশল রীতিতে দুর্যোগের সংকেত ছিল। লেংথ ও নিশানা লক্ষ্য স্থির রাখা এহতেসামউদ্দিনকে খেলতে সে কষ্ট হচ্ছিল, তা পরিষ্কার বোঝা গিয়েছিল ভারতীয় ব্যাটধারীদের ব্যাটিং চালনা লক্ষ্য করে! একমাত্র গাভাসকারের উইকেট যথেষ্ট বুদ্ধি খাটিয়ে সংগ্রহ করেছিলেন ইমরান। শুরুতেই বেশ স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে ব্যাটিং আরম্ভ করেছিলেন সানি। তার ব্যাটিং-এর মধ্যে ছিল বিন্যাসিত স্বকীয়তা। তার দুটি নয়নাভিরাম অনড্রাইভ ছিল ইডেনের প্রথম দিনের সেরা স্ট্রোক।

ইমরান তার নিজস্ব দাপট নিয়ে যথেষ্ট ভাল বল করেছিলেন। তার সুইং বল যে ব্যাটধারীদের কাছে অস্বস্তিকর ছিল, তা স্পষ্টত ধরা পড়েছিল ভারতীয় ক্রিকেটারদের নেতিমুলক খেলার বিন্যাস ভঙ্গিতে।

একমাত্র গাভাসকার ছাড়া উইকেটকে দোষারোপ করার মতো কোন অঘটন কেউ ঘটান নি। গাভাসকারের বলটি উইকেট থেকে ইমরানের সক্রিয় প্রচেষ্টায় বিষাক্ত সাপের মতো লাফিয়ে উঠেছিল বুক পর্যন্ত। গাভাসকার বলের লাইন থেকে নিজেকে সরিয়ে আত্মরক্ষা করলেও, পারেন নি নিজের দানটিকে রক্ষা করতে। বল তার দস্তানা ছুঁয়ে চলে যায় মজিদের কাছে!

সহজ ক্যাচ!

আউট হলেন গাভাসকার।

চৌহান ও বিশ্বনাথ এদের ক্রিকেট সেদিন ক্ষমার যোগ্য ছিল না। চৌহান যদি আরো বহু আগে আউট হতেন তাহলে অবাক হতেন না

ইডেনের মানুষ। নবাগত অধিনায়ক ভিশি'ও ক্রিকেটের সার্থক পরিচয় রাখতে পারেন নি। বলের লাইনে দাঁড়িয়ে এই প্রথম ভিশি এমন ক্রশে ব্যাট চালালেন, যা দেখে শিউরে উঠেছিলেন ইডেনের আকাঙ্খিত মানুষ।

তবু অপ্রতাশিত ভাবে চমৎকার ক্রিকেট খেললেন নবাগত পাতিল তার ব্যাটিং রীতির সঙ্গে যেমন ছিল পরিপক্য-পারিপাট্য তেমনি ছিল সাবলীল মেজাজ। অদূর ভবিষ্যতে নবাগত পাতিল যে ভারতের একজন যোগ্য সন্তান হিসাবে প্রতিষ্ঠা পাবেন এই বিষয়ে সন্দেহ ছিল না কারো। তার ব্যাট থেকে বেরিয়ে এসেছিল সতেজ ৬২টি তরতাজা রান। উইকেটের চারপাশে এক ইমরানকে বাদ দিলে, আর প্রায় সকলেই হাত খুলে পিটিয়ে ছিলেন পাতিল।

প্রথম দিনের ক্রিকেট গড়িমশি করে গড়ালো ২০৫ রানে। এই রান সংগ্রহের ফাকে ভারতকে হারাতে হলো ৫টি উইকেট। প্রথম দিনের মন্থর উইকেটে একমাত্র পাতিলের ব্যাটিং ইমরানের বোলিং ছাড়া আর কোন কিছুই লক্ষ্যনীয় বস্তু হিসাবে চোখে পড়েনি ক্রিকেট প্রিয় কলকাতার মানুষের।

দ্বিতীয় দিনের ক্রিকেট ভারত কোনক্রমে এসে পৌঁছেছিল নিরাপদ জায়গায়। উইকেটের যা চেহারা তা থেকে বড় রান যে পাকদলের পক্ষেও পাওয়া সম্ভব হবে না এটা একরকম নিশ্চিত বুঝেছিলেন সকলে। দ্বিতীয় দিনের সকালে তবু উত্তেজনা ছিল কপিলকে নিয়ে।

কপিলদেব, ভারতীয় ক্রিকেটের এই তরুণ যুবকটি ইডেনে এসেছেন নতুন এক ইতিহাস রচনায়। তিনি চলেছেন ডাবলস্‌-এর অধিকারী হতে। যশপাল শর্মাকে সঙ্গে নিয়ে কপিল যখন দ্বিতীয়দিন মাঠে নেমে ছিলেন, তখন মাঠশুদ্ধ মানুষ বড় বড় দু চোখ নিয়ে তাকিয়ে ছিলেন তার অগ্নিগর্ভ প্রতাপ দেখার জন্য। মাত্র ৩৩টি রান করতে পারলেই কপিল পৌঁছে যাবেন হাজার রানে—সেই সঙ্গে দুটি উইকেট সংগ্রহ করলেই শত উইকেট প্রাপ্তি যোগ।

কপিল যে তার ঝড়ো ব্যাটে আগুন ঝরাবে এই লক্ষ্যে যখন গোটা

ইডেন উন্মুখ, ঠিক তখনই কপিলদেব সবাইকে ব্যর্থ করে, প্রত্যাশার বাড়া ভাতে ছাই দিয়ে ফিরে এলেন প্যাভেলিয়ানে।

কপিলদেবের এই বিদায় সুখকর ছিল না! দর্শকদের মধ্যে উঠেছিল গুঞ্জন। ঝিমিয়ে গিয়েছিল ক্রিকেটের গতিবিধি। ইডেনে তাহলে আর দেখার কি আছে! যশপাল খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে দলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে লাগলেন, শেষদিকে ঘাউড়ি, যাদব ও দোশী মেহনতি পরিশ্রমে ভারত পাক্কা দেড়দিন উইকেট আগলে সংগ্রহ করলো ৩৩১ রান।

এরপর পাকিস্থানী ব্যাটিং পর্ব।

মন্থর ক্রিকেটে সময় হরনের পালা।

বল পড়ে, ব্যাট নড়ে······রান কি আসে?

না—ব্যাট নড়লেও রান এলো না প্রথম দিকে। ভারতের চেয়েও মন্থর পন্থা অবলম্বন করে পাকদল করলো সাদিকের উইকেট হারিয়ে করলো মাত্র ৫৭টি রান।

শুরুর মুখেই পাকদল হারিয়ে বসেছিল সাদিককে। কপিল যে সাদিক মহম্মদের উইকেট নিয়ে তার ক্রিকেট জীবনের প্রথম আর্বিভাব ঘোষণা করেছিলেন, সেই তাকেই তিনি সংগ্রহ করে নিজের সংগৃহিত উইকেট অঙ্ক এনে দাঁড় করালেন নিরানব্বইতে।

আর একটিমাত্র উইকেট, যা সংগ্রহ করতে পারলেই শততম উইকেট প্রাপ্তির সম্মান। গোটা ইডেন কপিলের সেই রমনীয় ঐতিহাসিক মুহূর্তর জন্য অস্থির।

কিন্তু একি হলো।

কপিলদেব যে থমকে গেলেন। তার বলকে সমীহ করে পাক-ব্যাটধারীরাও যেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হয়ে আছেন, কিছুতেই যেন ওরা আউট হতে নারাজ।

ব্যাট বলের লড়াই দেখতে দেখতে সময় কাটছিল অস্থিরতায়।

মন্থর ক্রিকেট—আরো মন্থর হয়ে উঠেছিল। দেখে মনে হচ্ছিল

কপিলকে সমীহ করার জন্য গোটা পাকদল যেন বুকে হাঁটু গুজে ব্যাট করছে। লক্ষ্য তাদেব রান গড়া নয়, লক্ষ্য—কপিলের হাত থেকে প্রাণ বাঁচানো।

পাকদলের খেলার ধরনে রান ওঠার গতি সময়ের কাঁটায় পিছিয়ে গিয়েছিল অনেকখানি। আনেক চেষ্টা করেও কপিলদেব দ্বিতীয় দিনে বিন্দুমাত্র টলাতে পারলেন না কোন পাক ব্যাটধারীকে। ফলে নির্জীব দুর্বারস্থায় দ্বিতীয় দিনের ক্রিকেট শেষ হলো বিরক্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে।

> পাকিস্তানীরা কপিলাতঙ্কে ভুগছেন।
>
> —পঙ্কজ রায়

তৃতীয় দিনে প্রত্যাশা পুরণ হলো।

সারাটা দিন মাথার ঘাম পায়ে ঝরিয়ে রক্তের নোনা স্বাদ পেলো কপিল। নিজেকে বিপন্ন করে তৃতীয় দিনে রিক্ত তসলিম কপিলদেবের প্রস্তুত ললাটে একে দিলেন সৌভাগ্যের রাজটিকা!

চমৎকার ক্যাচ নিলেন চেতন চৌহান। তার এই দর্শনীয় ক্যাচটি ভোলার নয়। সেনচুরি আকাঙ্খিত সাবধানী তসলিম কপিলের লেগ স্টাম্পে পড়া বলে ব্যাট ছোয়া মাত্র মাটিতে শুয়ে পড়ে চৌহান বাজপাখীর মতো ছোঁ মেরে তালুবদ্ধ করে নিলেন সেই নিচু লাল বলটিকে।

সেনচুরি পেলেন না তসলিম।

জীবনের প্রথম আবির্ভাবে তসলিমের সেনচুরির একটি অব্যর্থ সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রিকেটের ভাগ্যলক্ষী কপিলের ললাটে এঁকে দিলেন শততম উইকেট প্রাপ্তির সম্মান তিলক—একি কম কথা।

ইডেনের লক্ষ লক্ষ মানুষ এই চরম মূহূর্তের জন্যই অপেক্ষা করছিল দ্বিতীর দিন থেকে!

ইডেনে শাখ বাঁজলো।

ঘণ্টা বাজলো। শুরু হলো করতালি মুখরিত অভিনন্দন বর্ষণ।

ভারতীয় ক্রিকেটাররা ছুটে এলেন কপিলদেবের কাছে। বুকে জড়িয়ে ধরলেন তাকে।

পাক ব্যাটধারীরা এগিয়ে গিয়ে করমর্দ্দন করলেন। করমর্দ্দন করলেন ব্যাট হাতে মাঠে নেমে বিদায়ী অধিনায়ক আসিক ইকবাল।

তৃতীয় দিনের ক্রিকেটে লাভের লাভ হয়েছিল এইটুকু যা—নচেৎ ক্রিকেটে এমন কিছু ছিল না, যার জন্য একমাথা রোদ নিয়ে যে দর্শকেরা বসে থাকতে পারেন সেই দীর্ঘ ছ'ঘণ্টা এক বিরক্তিকর সময়।

তৃতীয় দিনের ক্রিকেট যখন সাঙ্গ হলো তখন পাকদলের রান দাঁড়ালো ৪ উইকেটে ২৬৩ রান! ইডেন কোনরকমে পার করলো ক্ল্যান্তিকর একটি দিন! এই ম্যাচে কোন দলই জয় পরাজয়ের ঝুঁকি নিতে রাজি নয়—এটা পরিষ্কার বুঝেই কলকাতার মানুষ অসস্তি বোধ করছিলেন।

ইডেনকে চাঙ্গা করলেন আসিফ ইকবাল

চতুর্থদিন সকালে মাঠে হাজির হয়েছিলেন সকলে জেনে শুনে বিষ পান করার মন নিয়েই। ক্রিকেট যে আর ক্রিকেট নেই, এই ম্যাচ যে সৌজন্যমূলক প্রীতি খেলায় পরিণত হতে চলেছে, এটা পরিষ্কার ভাবে জানার পর বড় রকমের কোন উত্তেজনা বোধ করছিলেন না কেউ। তবু সকলে এসেছেন মাঠে ক্রিকেট দেখতে, কেবলমাত্র ক্রিকেটের প্রচেষ্টাফল রক্ষার্থে! কেউ কেউ বললেন, আসিফ আউট হলেই চলে যাব। এইতো ওর শেষ ক্রিকেট—দেখি ভদ্রলোক কেমন খেলেন। একজন প্রতিভাশালী ক্রিকেটারের শেষ ম্যাচ উপস্থিত থাকাটা একটা শিষ্ঠাচার। কারো বা আবার মনে ছিল গাভাসকারের ব্যাটিং দেখবার ইচ্ছা।

আসিফ শনিবারের সাত সকালে সকলের সমস্ত ভাবনা চিন্তাকে

একেবারে উল্টে দিয়ে ঘুমন্ত ক্রিকেটকে স্বইচ্ছায় কান ধরে টেনে তুলে চাঙা করলেন।

ক্রিকেট জাগলো।

ইডেনের হাজার হাজার মানুষ একেবারে অবাক। একি তাঁরা দেখলেন। ৫৯ রানে পিছিয়ে থাকা ইকবাল দান ছেড়ে দিয়েছেন ভারতের হাতে।

গুঞ্জন উঠলো।

তাবদ ক্রিকেট বিশেযজ্ঞর দল রেকর্ড বই'-এর পাতা খুলে দেখতে লাগলেন এই ধরনের কোন নজির আগে আর কখনও আছে কিনা।

শুরু হলো দানছাড়া নিয়ে মতামত বিনিময়ের পর্ব। কেউ বললেন বড় বেশী ঝুঁকি নিয়েছেন ইকবাল। কেউবা বললেন ; সুযোগ নেওয়ার পেছনে কোন একটা কারণ আছে। হয়ত—দেখাই যাক না কি ব্যাপার হয়!

ভারতীয় ব্যাটিং পর্ব শুরু হলো।

গতানুগতিক ধারার ব্যাতিক্রম। সানির জায়গায় দলের গোড়া-পত্তন করতে এলেন চৌহান ও বিনি। শুরুতেই বিপর্যয় ঘটালেন পাকদল। গাভাসকার হীন ভারতীয় দল পাক আক্রমনের সামনে দাঁড়াতেই পারলো না স্বকীয় মহিমাকে প্রতিষ্ঠা করে। ইমরান খানের লালবলের আগ্নেয় মুর্তির প্রভাব ভারতীয় ব্যাটধারীদের মনে এমন ভাবে চেপে বসেছিল যে মাত্র একঘণ্টার মধ্যেই তরতাজা ভারতীয়দলটি হয়ে গেল এলোমেলো। সাত রানে বিনি, এগারো রানে কিরমানি ও তেত্রিশরানে ফিরলেন বিশ্বনাথ। যে ক্রিকেটকে ঘিরে চতুর্থ দিন সকালে কোন রকম উত্তেজনা বোধ করেন নি ইডেনের মানুষ—সেই তারাই মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে ইকবালের কুটনীতির জালে পড়ে হাঁসফাঁস করতে লাগলেন। স্পষ্টত বোঝা গেল ইকবাল দান ছেড়ে দিয়ে পাকদলের সামনে যে সুযোগ এনে দিয়েছেন—সেই সুযোগ এখন

অনুকুলতার মধ্যে টুঁটি চিপে ধরেছে ভারতীয় দলের। প্রাথমিক পর্বের অভাবনীয় সাফল্য পাকিস্তানী বোলারদের মনবল বাড়িয়ে দিয়েছিল। ইমরান চমৎকার বোলিং করেছেন। দীর্ঘদিন বাদে ইডেন দেখতে পেলো একজন সত্যিকার জাত পেশ বোলারকে। উইকেট যদি ইডেনের নিজস্ব চেহারায় থাকতো, তাহলে সেদিন কি রূপে ইমরানকে দেখা যেত সেই কথা ভেবেই শিহরণ জেগেছে ভারতবাসীর মনে।

নিস্তেজ ভারতীয় ব্যাটিং বিপর্যয়ের মধ্যে চটুল ক্রিকেট খেললেন পাতিল। নবাগত ব্যাটধারী খেলা যেমন ছিল সাবলীল তেমনি ছিল তেজস্বিতায় ভরপূর। উইকেটের চারপাশে মেরে খেলেছেন পাতিল। তার ব্যাট থেকে রানও এসেছে বিস্তর। একসময় ইডেন আশস্ত হয়েছিল পাতিল সানির যৌথ ভূমিকার গরিমা প্রত্যক্ষ করে। গাভাস-কার সে দলের পক্ষে কতখানি অপরিহার্য এই ইনিংশ ছিল তারি প্রমাণ। অসুস্থ গাভাসকার স্বাভাবিক ভাবে ক্রিকেট খেলতে না পারলেও তার সাবলীলতার অভাব ছিল না। তার ব্যাট যখন রানের জন্য জমে উঠেছিল পাতিল সহচার্যে, ঠিক তখনই ভুল বোঝাবুঝির জন্য রান আউট হয়ে ফিরে এলেন পাতিল। এই দুখুঃজনক বিদায়ের খানিকবাদে উইকেটের ক্ষত স্থান থেকে অভাবনীয় বাউন্স আদায় করে ইমরান বুদ্ধিদীপ্ত কৌশল-তায় তুলে নিয়ে গেলেন গাভাসকারকে। গাভাসকারের বিদায় দস্তুর-মতো চিন্তায় ফেলেছিল ইডেনকে। সকলের মনে তখন দানা বেধেছিল একটি প্রশ্ন—ম্যাচ বাঁচবে তো? ইডেন এই বিপর্যয়ের মধ্যে সহসা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো কপিলদেব আবির্ভাবে। কপিলের আবির্ভাব মানেই ক্রিকেটে সজীবতা ফিয়ে আসা। কপিল কি পারবে? পারবে কি তার ব্যাটের মুর্ছনীয় আপন গন্তব্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে। ভেসে উঠেছিল ক্লাব হাউসে উপস্থিত বিশেযজ্ঞের চোখে রেকর্ড বই'এর পাতা। শত উইকেট সহ হাজার রান—ক্রিকেটের এই যোগ্য সম্মান ভারতবাসী হিসাবে আদায় করেছেন ভিনু মানকদ। কপিলদেব কি পারবে ইডেনের বুকে একমাত্র নয়া ইতিহাস রচনা করতে।

তার সামনে যে সমস্যা অনেক।

দল এখন বিপদগ্রস্থ।

কপিল উইকেটে এসে শুরু করলেন আত্মরক্ষা মূলক ক্রিকেট। তার ব্যাটিং রীতি বুঝিয়ে দিচ্ছিল, যে তিনি তার নিজের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে সচেতন।

মন্থর গতিতে পরে একেকটা রান আসতে লাগলো। কমতে লাগল হাজার হাজার রানের ব্যবধান। দর্শকেরা উদ্বেল হয়ে উঠলেন। গোটা মাঠ তখন কপিলের সৌভাগ্য কামনায় অধির। ভুলে গেল দলীয় বিপর্যয়ের কথা। মুহূর্তের অভিব্যক্তি তখন এমন ছিল, ম্যাচ হারলেও ক্ষতি নেই, ইডেনে কপিলদেব যেন হাজার রান সংগ্রহ করতে পারেন পরাজয়ের বিনিময়ে।

হাজার হাজার মানুষের প্রত্যাশাকে সফল করে কপিল পুরণ করলেন তার গৌরবের রান অঙ্ক। গোটা মাঠ ভরে গেল চিৎকারে। চিৎকারে কানপাতা দায় ছিল। ইডেনের চিৎকারে কেঁপে উঠলো চৌরঙ্গী এলাকার মাটি—কপিল—সাবাস কপিল।

হাজার রান পুরণ হওয়া মাত্র তাকে সবার আগে অভিনন্দিত করলেন যশপাল শর্মা। তারপর একে একে পাকিস্তানী ক্রিকেটারেরা।

ক্লাব হাউস উত্তেজনায় ফেটে পড়লো। পটকা ফাটলো স্টেডিয়ামে।

উত্তাল জনসমুদ্র থেকে বিপুল সমারহে ভেসে আসছিল করতালি অভিনন্দিত এক হৃদয়বাণী 'কপিলদেব, তুমি ভারতীয় ক্রিকেটের গর্ব —তোমার জন্য আমরা ভারতীয়রা আজ স্ফীত বক্ষে বিশ্বের কাছে মাথা তুলে দাড়াতে পেরেছি।

শত থেকে সহস্র—
সাবাস কপিলদেব

ভারতীয় ক্রিকেটের কাছে কপিলের এই গৌরব এক অম্লান নজির। কোন ভারতীয় পেশবোলার এখন পর্যন্ত শত উইকটে লাভের গৌরব অর্জন করেন নি। শত উইকেট যারা পেয়েছেন, তারা সকলেই স্পিন বোলার। মানকাদ শত উইকেটের সঙ্গে হাজার রান পেয়েছেন একজন কৃতি স্পিনার হিসাবে। কপিলদেব মাত্র ২৫

টি টেস্টে চৌত্রিশটি ইনিংস ব্যাট করে গড়েছেন এই রেকর্ড। তাছাড়া কপিলের এই ডাবলস লাভ হয়েছে মাত্র ২১ বছর বয়সে—এত অল্প-বয়সে এমন একটা রেকর্ড গড়ার নজির তিনিই প্রথম সৃষ্টি করলেন বিশ্ব ক্রিকেটে। আর একটি কথা হলো কপিলদেব যে দলের সঙ্গে খেলে জীবনের প্রথম উইকেটটি সংগ্রহ করেছিলেন, সেই দলের বিরুদ্ধেই তিনি পুরণ করলেন একই টেস্টের একই ইনিংসে হাজার রান সহ শত উইকেট —এই নজির বিশ্ব ক্রিকেটে এই প্রথম।

কপিলের হাজার রানে খুশী হয়েছে ইডেন। ইডেন ক্রিকেটের তীর্থ ভূমি। ক্রিকেট গৌরবমণ্ডিত নন্দন কাননে কপিলের এই অনন্য কীর্তি চিরকাল উদভাসিক থাকবে। যতদিন ক্রিকেট থাকবে ততোদিন অনন্য নজির হিসাবে উচ্চারিত কপিলদেবের নাম।

> চতুর্থ দিনের ক্রিকেট ছিল দুজনের এক-জন ইকবাল অন্যজন কপিলদেব।

পাকিস্থান কপিলদেবের রেকর্ড প্রসঙ্গ।

ফিরে আসি ক্রিকেট প্রসঙ্গে।

কপিলের হাজার রান পুরে যাওয়া মাত্র মনের আনন্দে ব্যাট তুলে বেশ কয়েকটি স্ট্রোক করলেন তিনি। যশপাল এই সময় আউট হওয়ায় ক্রিকেট আরো সতেজ হয়ে উঠলো। ৯২ রানে ৬টি উইকেট পতনের পর রান এসেছিল একশ পঁয়ত্রিশে। এবার ফিরলেন যশপালের পর সেই কপিলদেব। মাত্র তিরিশটি রান করে কপিলদেব ইকবাল কাশিমের বলে বড় স্ট্রোক করার চেষ্টা করলে, তিনি সরাসরি হলেন বোল্ড আউট!

ভারতীয় তাঁবুতে তখন নিদারুণ শোকচিত্র।

কপিল ফিরে গেলেন, এলেন শিবলাল যাদব।

ঘাউড়ি যাদবের ভূমিকা সেদিন ক্রিকেটের মানরক্ষা যে কতখানি করেছিল, তা উপস্থিত দর্শকেরা সকলেই জানেন। চমৎকার খেলেছেন যাদব। ঘাউড়ি তার সতেজ প্রতিভাকে বিস্তার করতে চেষ্টার ত্রুটি রাখেন নি। রান বেড়েছিল। সময় পার হয়েছিল। সময়ের সঙ্গে পাল্লা

দিয়ে রান···রানের সঙ্গে এক পাল্লার সময়, উত্তেজনায় উন্মুখ করে রেখেছিল ইডেনকে ! যাদব আউট। গোটা মাঠ মুষড়ে গিয়েছিল !

শেষ ব্যাটধারী ঘাউড়ি সঙ্গী হলেন দিলীপ দোশী।

তবে কি পরাজয় এড়ানো যাবে না।

আসিফের চালে কি ভারত হেরে যাবে শেষ খেলায়। সময়ের হিসাবে রানের অঙ্ক এমন কিছু নয়। এই রান তুলতে কতক্ষণ বা সময় নেবে আর পাকীস্তানীরা। তারা তো জানে কিভাবে সময়ের হাত থেকে দ্রুত রানকে গতিতে ছুটিয়ে নিয়ে যেতে হয়।

ইমরান, সিকিন্দর, এহতেসামউদ্দিন সকলকে দিয়েই চেষ্টা করলেন আসিফ ইকবাল। তীরে এসে তরী ডোবাতে তিনি রাজি নন। হায়রে আসিফ—আল্লা যে তোমার ওপর বিরূপ, তুমি কি তা জানতে না। তুমি কি ভেবেছিলে তোমার জীবনের শেষ ম্যাচ বলে আল্লা তোমায় মুঠোমুঠো করুণা বর্ষণ করবেন।

না—আসিফ ইকবাল পারলেন না। শত চেষ্টা সত্ত্বেও পারলেন না চতুর্থ দিনে ভারতের শেষ জুটিকে উপড়ে ফেলতে। অপেক্ষা তাকে করতেই পঞ্চমদিন সকালের জন্য।

হে ক্রিকেট, বিদায়, চিরবিদায়

গোটা মাঠ জুড়ে করতালি। করতালির বৃষ্টি করছে যেন। হৃদয়ের সমস্ত ভালোবাসা উজাড় করে ক্রিকেট যেন মুখর অনুভবে মুহূর্তটিকে চীর স্মরনীয় করে রাখতে চাইছে।

সবাই দাড়িয়ে।

আসন ছেড়ে আবেগ করতালিতে অভিনন্দিত করছেন ইডেনের মানুষ। যেন রাজা চলে যাচ্ছেন···চলে যাচ্ছেন তার সাজানো অধিকারের দাবী ছেড়ে বনবাসে।

মাঠের মধ্যিখানে এসে দাঁড়িয়েছেন ভারতীয় খেলোয়াড়েরা। আম্পায়ারদ্বয়। সবাই তাকিয়ে। করতালির শব্দ মিলিয়ে যাচ্ছে না।

রাজা যেন মুখরিত অভিনন্দনের তরঙ্গ ভেদ করে এগিয়ে চলেছেন নির্দ্বিধায়। আবহ সঙ্গীতে যদি সেদিনের এই ক্রিকেট দৃশ্যটি ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হতো তাহলে অবশ্যই সারেঙ্গিতে বাজানো হতো বেহাগের সুরমূর্ছনা। প্যাভেলিয়ানের দুধারে দাঁড়িয়ে পাকিস্তানী ক্রিকেটাররা। দাঁড়িয়ে ভারতের শ্রেষ্ঠ ক্রিকেটার ও প্রাক্তন অধিনায়ক গাভাসকার।

সমস্ত করতালির উত্তাল তরঙ্গ অতিক্রম করে আসিফ প্রবেশ করছেন প্যাভেলিয়ানে। সামনেই দাঁড়িয়ে একজন সতীর্থ। হাত বাড়িয়ে অধিনায়কের মাথা থেকে তিনি টুপিটা খুলে নিলেন।

তারপর এক ঝলক চাউনি।

দুচোখ ভরা আবেগাশ্রু।

মাঠে নামলেন আসিফের শূন্যস্থানে ইমরান।

ইডেন বহুক্ষণ স্তব্ধতায় স্থির হয়েছিল!

আবেগে কাঁপছিল!

কি যেন ঘটে গেল।

কি ঘটে গেল—এইতো জীবন, এই ভাবেই তো একজন যায় অন্যজন আসে। ভবিষ্যতকে পথ করে দেওয়াই তো বর্তমানের লক্ষ্য।

ক্রিকেটের শেষ দিনে যে ভাবনা চিন্তা নিয়ে দর্শকেরা মাঠে এসেছিলেন, তারি একটা কাল্পনিক খণ্ডিত চিত্র শেষ দিনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

ভারতের শেষ জুটিকে সরাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও নিদেন পক্ষে ৪০ মিমিট সময় নষ্ট করতে হয়েছিল আসিফ ইকবালকে। পাক দল যখন ব্যাট করার সুযোগ পেল, তখন তাদের দরকার ছিল ২৬৫ রান। সময় যে এই রান তোলার পক্ষে ছিল না তা নয়। সময় ছিল বাধ্যতামূলক কুড়ি ওভার সহ ২৩০ মিনিট···অর্থাৎ চেষ্টা করলে পাক দলের পক্ষে এই রান সংগ্রহ করা এমন কোন কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল না।

ইডেনে গুঞ্জন উঠেছিল।

বিশেষজ্ঞর দল নানান মন্তব্য করলেন। মোটামোটা চোখ করে হাজার হাজার মানুষ উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন বাইশ গজ জায়গা জুড়ে কেন্দ্রীভূত ব্যাট বলের লড়াই দেখার জন্য।

খেলার শুরুতে তসলিম আরিফের সাহসভরা ড্রাইভ ও কাট দেখে মনে হয়েছিল পাক দল যথার্থ লড়াই করার জন্যই মাঠে নেমেছেন। কিন্তু খানিকবাদে প্রতিশ্রুত খেলার ধরণ বদলে গেল। ৫০ মিনিটে রান উঠলো ২৪টি। ম্যাচ জেতার পক্ষে এই রান-গতি যথেষ্ট ছিল না। ভারতীয় বোলিং যে যথেষ্ট উন্নত পর্যায়ে উঠেছিল তার প্রমাণ ছিল পাক দলের অস্বস্তিকর ব্যাটিং। এই ইনিংসে চমৎকার বোলিং করে ছিলেন দোসী। তার লেংথ মাপা বলের টানে পাকদল গুটিয়ে থাকতে বাধ্য হয়েছিল। প্রথম আঘাত এনেছিলেন ঘাউড়ি। তার বাঁহাতি কাটিং বল প্যাড ও ব্যাটের মাঝখান দিয়ে গলে গিয়ে ভেঙ্গে দেয় প্রথম সাদিকের উইকেট। এই টেস্টে পাকদলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তারকা জাহির আব্বাস দলে ছিলেন না। তাঁর জায়গায় তিন নম্বর ব্যাট-ধারী হিসেবে খেলতে এলেন মজিদ খাঁ। মারমুখী ক্রিকেটার হিসাবে মজিদের সুনাম থাকায় ইডেন কিছুটা শংকিত ছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, যে মজিদের মারমুখী ক্রিকেটার হিসাবে এত সুনাম, সেই তিনি ৫০ মিনিট সময় ব্যাট করার পর মাত্র ১১ রানে সরাসরি বোল্ড আউট হলেন বাঁহাতি স্পিনার দোসীর ঝোলানো বলে। তসলিম এই ইনিংসেও সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন যথেষ্ট। তাঁর ব্যাট থেকে নির্গত হয়েছিল বেশ কয়েকটি চোখজুড়ানো লেট কাট ও ড্রাইভ। পাকিস্তানীরা যে ইডেনের নিষ্প্রাণ উইকেট থেকে দ্রুত রান তোলার চেষ্টা করতে কসুর করেন নি, তার প্রমাণ মিলেছে মজিদ ও তসলিমের আউটের ভঙ্গিমা দেখে। ইচ্ছাকৃত ভাবে দান শেষ করার ইচ্ছে না থাকলে কোন ব্যাটধারীর পক্ষে অকারণে এমন মারমুখী হওয়া সম্ভব নয়। এই সময় মিয়াঁদাদ ও রাজা উইকেটে থাকায় পাকদলের সাহস এসেছিল রান তোলায়। হয়ত তাঁরা মনে মনে একটা স্ট্যাটেজিও ঠিক

করে ফেলেছিলেন। আর তারই ফলে অহেতুক রান নেওয়ার চেষ্টা করায় রান আউটের বলি হতে হয়েছিল রাজাকে।

ইডেনের ক্রিকেট চিত্রের পরিবর্তন ঘটলো অধিনায়ক আসিফ ইকবাল আসার পর।

এই সময় শুরু হয় বাধ্যতামুলক ওভার।

ক্রিকেটের এক নয়া রূপ মুহূর্তে প্রতিফলিত হলো ইডেনের দরাজ বুকে। জীবনের শেষ ইনিংসটিকে রমনীয় করার চেষ্টায় আসিফ ইকবাল নিজে স্বহস্তে নিলেন দলীয় দায়িত্ব।

বাধ্যতামুলক ওভার শুরু হওয়া মাত্র শুরু হলো শ্বাসরুদ্ধকারী মুহূর্ত। কপিলদেব ও দোসী শুরু করলেন আক্রমণ। ব্যাটের সঙ্গে বলের লড়াই।

এ-একটা দেখার মতো দৃশ্য! বিরল এই ক্রিকেট দৃশ্যকে যারা সেদিন প্রত্যক্ষ করেছিলেন তারা ভাগ্যবান। ইকবাল ও মিয়াঁদাদের ক্রিকেটে শুরু হলো মুখরিত পর্ব।

ওভার পিছু তেরো রান।

হাতের বল ব্যাট ছুয়ে গড়িয়ে যাওয়ার আগেই রান। বল উইকেট রক্ষক কিরমানির হাতে···আশ্চর্য্য তৎপরতায় জায়গা বদলে নিয়েছেন দুই ব্যাটধারী। একি সম্ভব।

আশ্চর্য্য ক্রিকেট খেলছিলেন দুজন ব্যাটধারী।

প্রথম চার ওভারে রান উঠেছিল আঠাশ। অর্থাৎ ওভার পিছু সাতটি করে রান। ভারতীয় ফিল্ডসম্যানেরা অসহায় বোধ করছিলেন। কে কেথায় দাঁড়িয়ে কি ভাবে রান বাঁচাবেন তাই একটা সমস্যা হয়ে উঠেছিল। উত্তেজনায় অধির হয়ে উঠেছিল ইডেন।

নবাগত অধিনায়ক বিশ্বনাথের মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল পাক ব্যাট-ধারীদের রানের বহর দেখে। এই তো সেই ক্রিকেট—এই ক্রিকেটের অভিজ্ঞতাতো ভারতীয় ক্রিকেটারদের আছে। মাত্র বছর দুই আগে এমননি এক ঝড়ো ক্রিকেট খেলেছিলেন আসিফ ইকবাল আর মিয়াঁদাদ

সে কথা বিশ্বনাথের ভোলার নয়। তিনি তো সেই দলে ছিলেন। চিন্তায় বুক শুকিয়ে গিয়েছিল।

বেড়ে গিয়েছিল স্নায়ুর চাপ।

দেখতে দেখতে বেশ বোঝা যাচ্ছিল ভায়তীয় ফিল্ডিং ছত্রখান হয়ে যাচ্ছে। কপিলদেব-দোশী পারলেন না এই দুই পাক ব্যাটধারীকে দাবিয়ে রাখতে। বরং তাদের দলবদ্ধ ব্যাটিং গরিমা ধীরে ধীরে ইডেনকে যেন সম্মোহিত করে তুলছিল।

জীবনের শেষ ইনিংসটিকে রমনীয় নজির হিসাবে সৃষ্টি করার প্রেরনায় চেষ্টার ত্রুটি রাখলেন না আসিফ ইকবাল। সমস্ত অর্জিত শিক্ষা ও রীতি কৌশল দিয়ে তিনি ইনিংসটিকে সচল গরিমার শ্রেষ্ঠত্বে পৌঁছে দেবার প্রানপণ চেষ্টা সত্বেও ব্যর্থ হলেন কেবল মাত্র মন্দ ভাগ্যের জন্য। তার ক্রিকেট জীবনের শেষ ইনিংসটির প্রতি আল্লার কোন কারুণ্য ছিল না।

ক্রিকেট সুন্দরী—তার রোমাঞ্চিত মনের বেহিসাবি খেয়াল যে কোন কল্পনার পর্দায় স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে না—এটি যেন তারই প্রমাণ। তা না হলে আসিফ ইকবাল, যিনি রান-বিটউইন-উইকেটের একজন শ্রেষ্ঠ ক্রিকেটার, তাকে এমন রোমহর্ষক মুহূর্তে অপ্রত্যাশিতভাবে পা পিছলে পড়ে যেতে হলো কেন?

উত্তেজনায় উদ্বেল হয়ে উঠেছিল সারামাঠ!

হাউজ ছাট। গগণভেদী আবেদন!

আর পিছু দিকে তাকাতে পারেন নি পাকদলপতি আসিফ ইকবাল। ব্যাট হাতে নিয়ে ব্যর্থ মনরথে মাথা নিচু করে তিনি পা চালিয়েছেন প্যাভেলিয়ানের দিকে।

মুখরিত সারামাঠ!

করতালির অবিরাম বর্ষনে মুখর হয়ে উঠেছিল চরপাশ।

সারামাঠের মানুষ একসঙ্গে সে যার আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে শেষ অভিনন্দন জানিয়েছিল বিদায়ী দলপতি ইকবালকে। পৃথিবীর ক্রিকেটে

বিরল দৃশ্য কাব্যের একটি শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত। মনের ক্যানভাসে এমন স্পষ্ট আকা আছে সেই ছবি। এহেন রাজসিক বিদায় মুহূর্ত ইডেন এর আগে কখনও দেখেনি।

বড় রানের অনেক বীরপনার ছবি গড়তে বহুজনকে বহুবার দেখা গিয়েছে—কিন্তু এমন হৃদয় বিদারক ভালোবাসার ছবি এর আগে কখন গড়েছে বলে জানা নেই।

বড় কোন রানের অঙ্ক সেদিন গড়তে পারেন নি আসিফ ইকবাল, তবু ইডেন তাকে দিয়েছে রাজসিক সম্মানের শ্রেষ্ঠ আন্তরিকতার নজির, যা ছাপিয়ে গিয়েছে ক্রিকেটের যুগাপুরুষ স্যার জন ব্রাডম্যানের বিদায় দশ্যটিকে। ইডেন বুঝি এখানেই সেরা! এখানেই বুঝি তার সঙ্গে তফাত আর সকলের।

ইডেনের এই অভিবাদনে বিদায়ী ক্রিকেটার মুগ্ধ চিত্তে তাই বললেন বিদায় ক্রিকেট। আমি কলকাতায় ইডেনে শেষ টেষ্ট ম্যাচ খেলার সৌভাগ্য অর্জনে তৃপ্ত। শেষ টেস্টে আমি দর্শকদের আনন্দ দিতে চেয়েছিলাম। চেয়েছিলাম এই খেলায় আমরা জিততে। কিন্তু শেষ দিনে আর এল না আমার সেই প্রতিশ্রুত ব্যাটিং! ভারতে এসে শুধু খেলায় হেরেছি নয়, ভালোবাসাতেও হেরেছি।

এই ম্যাচ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে আবেগ ভরা গলায় আসিফ ইকবাল বলেছেন আমার জীবনের শেষ ইনিংসটি শেষ করে দিয়ে আসার সময়

> ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের পরাজয়ের কারণ, সানি ও কপিল দেবের ভাবমূর্তি। আমার ধারণায় কপিলদেব এখন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ অলরাউণ্ডার। বোথমের সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে কপিলদেবই শ্রেষ্ঠ।
>
> —আসিফ ইকবাল

যে অভিনন্দন আমি পেয়েছি, তা আমি কোনদিন ভুলতে পারবো না। হাজার হাজার মানুষের মুখরিত করতালি উচ্ছ্বাসিত অভিনন্দন আমার

সারাজীবনের শ্রেষ্ঠ স্মৃতি হিসাবে গাথা থাকবে। দুঃখ একটাই যা চেয়েছিলাম তা হলো না!"

সত্যি আসিফ ইকবাল যা চেয়েছিল তা আর হলো না। তার বিদায়ের খানিকবাদেই দোশীর বলে সরাসরি ক্যাচ তুলে ফিরে এলেন মিয়াঁদাদ—এই বিদায়ের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ক্রিকেটের চেহারা গেল বদলে। বাকি সময় ইমরান ও ওয়াসিম বারী আত্মরক্ষামূলক ক্রিকেট খেলে সময় কাটিয়ে গেলেন সারাক্ষণ।

ইডেনের ক্রিকেট পর্ব শেষ! সেই সঙ্গে সাঙ্গ হলো পাক-ভারত ক্রিকেটের পর্ব। এই ঐতিহাসিক সিরিজ শেষে কপিল শ্রেষ্ঠ পুরস্কার "ম্যান অফ দ্যা সিরিজ"।

একজন ক্রিকেটারের পক্ষে পরপর দুটি সিরিজে শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় নির্বাচিত হওয়া কম গৌরবের কথা নয়—কজনের ভাগ্য এমন ঘটে, যা ঘটেছে আমাদের প্রিয় কপিলদেবের।

মানুষ হিসাবে কপিল এখনও বড় ছেলেমানুষ!

তার কাছে ক্রিকেট যত না প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক, ততোবেশী আনন্দের। ক্রিকেটতো আনন্দের খেলা।

ব্যাট বলের দুরন্ত লহরীতে তাই কপিল বেঁধেছেন জীবন আনন্দের সুর। কোথাও এই সুর উচ্ছ্বাস মাদকতায় ভরপুর, কোথাও বা আবার তা গভীর হৃদয় অনুভবে মগ্ন।

কপিল উচ্ছ্বাস প্রবন। তার হাতের ব্যাটে এই উচ্ছ্বাসিত প্রবাহের আনবীল স্বতস্ফূর্ততা বারবার ধরা পড়েছে। দর্শকদের চিত্ত বিনোদনের জন্য কপিলের ব্যাট দেদার মেজাজে হেসেছে প্রান খোলা হাসি, যার বিস্তারিত প্রভা উন্মাদনায় প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে ক্রিকেট। তার ব্যাট থেকে বড় রান গড়ার গতি এইউচ্ছ্বাসিত মানসিকতার জন্যই ব্যহত হয়েছে অনেকবার। এই প্রসঙ্গে গাভাসকার একদা কপিলদেব সম্পর্কে সাবধানবাণী উচ্চারিত করে বলেছিলেন: "কপিল যেভাবে ক্রিকেট

খেলছে, তাতে তার ব্যাট থেকে বড় রান পাওয়া খুব কঠিন হয়ে উঠবে। সেনচুরি তো দূরের কথা, হয়ত তার পক্ষে সম্ভব না পঞ্চাশ রান করা। পরে গাভাসকার তার যুক্তি সমর্থনে আত্মবিশ্বাসী ক্রিকেট মন নিয়ে বলেছেন ; দর্শকেরা উত্তেজনা চায়। উচ্ছ্বাস প্রবল দর্শকদের কাছে বেপরোয়া ক্রিকেট ভাল হলেও, ক্রিকেটের কাছে একজন ক্রিকেটারের সংযত রূপই গ্রহণীয়। এখনও সময় আছে, কপিলদেবের উচিত আত্মরক্ষার কথা চিন্তা করে ব্যাটিং করা!"

কপিলদেব চিরকালই সমালোচনা প্রিয়। তার প্রশংসায় পিঠ চাপড়ালে সে ক্ষুব্ধ হয়। তার ধারণায়, স্তাবকতা মানুষের উন্নতির পথে মস্ত বাধা। প্রিয়জনের মুখোশ পরে, তারাই সামনে এসে দাঁড়ায় প্রকৃত শত্রু হয়ে। আমি সমালোচনা ভালোবাসি। ভালোবাসি তাকেই যে আমাকে আমার দুর্বলতাকে স্পষ্টভাবে ধরিয়ে দিতে পারবে।

এই প্রসঙ্গে ছোট্ট একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। সেটা ছিল ১৯৭৮ সাল।

তরুন কপিলদেব নির্বাচিত হয়েছেন ভারতীয় দলে!

দেখা করলেন পাকিস্তানে পাড়ি দেবার দিন কয়েক আগে ক্রিকেট গুরু আজাদের সঙ্গে।

গুরু শিষ্যের এক আন্তরিক মিলনপর্ব।

শিষ্য প্রনাম করে গুরুকে বললেন, স্যার আমি তো আপনার আশীর্বাদ নিয়ে পাকিস্তানে যাচ্ছি, কিন্তু আপনি তো আমার সঙ্গে যেতে পারছেন না। তাই আমার খেলা দেখার যাতে কোন অসুবিধে আপনার না হয় তার জন্য আমি একটা টি ভি এনেছি আপানার জন্য। আপনি আমার খেলাকে লক্ষ্য করবেন।" শিষ্যের ক্রিকেট গুরুজী প্রাণভরে দেখে তৃপ্তি পেয়েছিলেন সেদিন।

পাক সফর শেষ করে চমক আনা তরুণ কপিলদেব গুরুর কথা ভুলে যান নি। মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যেই তিনি চণ্ডীগড়ে পৌঁছে গুরু গৃহে এসে হাজির হয়েছিলেন।

এই মিলন অনুষ্ঠানে সেদিন প্রথম কথা বলেছিলেন কপিলদেব। স্যার আমার খেলার কি ত্রুটি দেখেছেন, বলুন।

গুরু আজাদ বিস্ময়ে হতবাক।

তিনি কোন জবাব দিতে পারেন নি।

এই হলেন কপিলদেব।

মেজাজে কপিলদেব পৃথিবীর অন্যান্য ফাস্ট বোলাদের তুলনায় সম্পূর্ণ আলাদা। প্রথমত কপিল বড্ড বেশী ছটফটে। একজায়গায় স্থির হয়ে আত্মনিমগ্ন থাকা তার ধাতে সয় না। ছোট বয়স থেকে তার এই স্বভাব —কিছুটা এ্যাডভেনচারাস বললে মনে হয় ভুল হবে না। দুর্জয় সাহস নিয়ে মনের আবেগে সে পারে যে কোন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে। অযথা চটাচটি, মন কষাকষি তার স্বভাববিরুদ্ধ। সাধারণত আমরা পেশ বোলাদের উগ্র মেজাজের হতে দেখেছি। দেখেছি মাঠের মধ্যে উত্তেজিত অবস্থায় আম্পায়ারের সঙ্গে তর্ক করতে, অশালিন ব্যবহার করতে। কিংবা কোন ব্যাটধারীকে জব্দ করতে না পারলে তাকে অহেতুক 'বাউনসার' প্রয়োগে বিব্রত করতে। কিন্তু কপিলদেব অনেক আলাদা। সে যেমন শান্ত, তেমনি ঠাণ্ডা মেজাজের। তাকে ঘিরে এখন পর্যন্ত কোন অঘটন ক্রিকেট মাঠে ঘটেনি। বেলার হিসাবে সে বাউনসারের বড় একটা পক্ষপাতি নয়। বরং সে চায় বুদ্ধিদীপ্ত কৌশলে হাত জমা ব্যাটধারীকে দাবিয়ে রেখে নিজের প্রভাবকে প্রতিষ্ঠা করতে। তার এই চাওয়াই তার বোলিং এর মূলমন্ত্র।

কপিলদেব ভারতীয় ক্রিকেটের সব্যসাচী—যার এক হাতে মুক্তির অগ্নিবীনা, অন্যহাতে সম্ভবনার প্রতিশ্রুতি। ক্রিকেটের অগ্নিঋষি কপিলের হাতেই যেন মানায় মুক্তির অগ্নিবীনা, বিল্লবের বিষাণ। তার বিঘোষিত আন্তরিক হৃদয় উচ্ছ্বাসে কান পাতলে শোনা যায় সেই চেনা সুর,—"আমি যুগেযুগে আসি আসিয়াছি পুনঃ

মহাবিপ্লব হেতু

এই স্রষ্টার শনি মহাকাল ধূমকেতু।'

———

পরিশিষ্ট

সিরিজ পিছু কপিলদেবের ব্যাটিং হিসাব
(১৯৭৮-১৯৮০ জুবিলী টেস্ট পর্যন্ত)

সিরিজ	বিপক্ষ	টেস্ট	ইংনিস	নঃ আউট	সঃ রান	মোঃরান	গড়
১৯৭৮	পাকিস্তান	৩	৫	—	৫৯	১৬০	৩২·০০
১৯৭৮-৭৯	ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ	৬	৭	২	১২১*	৩২৯	৬৫·৮০
১৯৭৯	ইংল্যাণ্ড	৪	৬	০	২১	৪৫	৭·৫০
”	অস্ট্রেলিয়া	৬	৭	১	৮৩	২১০	৩৫·০০
১৯৭৯-৮০	পাকিস্তান	৬	৯	০	৮৪	২৭৮	৩০·৮৯
১৯৮০	ইংল্যাণ্ড (জুবিলী টেস্ট)	১	২	১	৪৫*	৪৫	৪৫·০০

* নট আউট

সিরিজ পিছু বোলিং হিসাব

সিরিজ	বিপক্ষ	টেস্ট	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট	গড়
১৯৭৮	পাকিস্তান	৩	১১৭	১১	৪২৬	৭	৬০·৮৫
১৯৭৮-৭৯	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	৬	১৬৭·৪	২৮	৫৬৫	১৭	৩৩·২৩
১৯৭৯	ইংল্যাণ্ড	৪	১৬৯·৫	৩৯	৪৯৫	১৬	৩০·৯৩
”	অস্ট্রেলিয়া	৬	২১৯	৫২	৬২৬	২৮	২২·৩৫
১৯৭৯-৮০	পাকিস্তান	৬	২১১·৫	৫৩	৫৬৩	৩২	১৭·৫৯
১৯৮০	ইংল্যাণ্ড (জুবিলী টেস্ট)	১	৩৭	১০	৮৫	৩	২৮·৩৩

কপিলদেবের ইনিংস পিছু রান (১৯৭৮-৮০) জুবিলী টেস্ট পর্যন্ত

সিরিজ	বিপক্ষ	স্থান	টেস্ট	ইনিংস ১ম	২য়
১৯৭৮	পাকিস্তান	ফৈজালাবাদ	১ম	৯	০
১৯৭৮	পাকিস্তান	লাহোর	২য়	১৫	৪৩
"	"	করাচী	৩য়	৫৯	৩৪
১৯৭৮	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	বোম্বাই	১ম	৪২	—
"	"	বাঙালোর	২য়	১২	—
"	"	কলকাতা	৩য়	৬১	—
"	"	মাদ্রাজ	৪র্থ	০	২৬*
"	"	দিল্লী	৫ম	১২৬*	—
"	"	কানপুর	৬ষ্ঠ	৬২	—
১৯৭৯	ইংল্যাণ্ড	এজবাস্টন	১ম	১	২১
"	"	লর্ডস	২য়	৪	—
"	"	লীডস	৩য়	৩	—
"	"	ওভাল	৪র্থ	১৬	০
১৯৮৯	অস্ট্রেলিয়া	মাদ্রাজ	১ম	৮৩	—
"	"	বাঙালোর	২য়	৩৮*	—
"	"	কানপুর	৩য়	৩	১০
"	"	দিল্লী	৪র্থ	২৯	—
"	"	কলকাতা	৫ম	৩	—
"	"	বোম্বাই	৬ষ্ঠ	১৭	—
১৯৭৯-৮০	পাকিস্তান	বাঙালোর	১ম	৩৮	—
		দিল্লী	২য়	১৫	২১
		বোম্বাই	৩য়	৬৯	৩
		কানপুর	৪র্থ	২	—
		মাদ্রাজ	৫ম	৮৪	—
		কলকাতা	৬ষ্ঠ	১৬	৩০
১৯৮০ জুবিলী	ইংল্যাণ্ড	বোম্বাই	১ম	০	৪১*

* নট আউট

ইনিংস পিছু বোলিং হিসাব

সিরিজ	বিপক্ষ	স্থান	টেস্ট	ইনিংস	ও	মে	রাণ	উইঃ
১৯৭৮	পাকিস্তান	ফৈজালাবাদ	১ম	১ম	১৬	২	৭১	০
				২য়	১২	৩	২৫	১
”	”	লাহোর	২য়	১ম	২৮	১	৯৮	১
				২য়	১০	১	৫৩	১
”	”	করাচী	৩য়	১ম	৪২	৪	১৩২	৩
				২য়	৯	০	৪৭	১
					১১৭—	১১—	৪২৬—	৭
১৯৭৮	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	বোম্বাই	১ম	১ম	১৯	৩	৭০	১
				২য়	—	—	—	—
		বাঙালোর	২য়	১ম	২০	৫	৭৯	১
				২য়	২৩	২	৩৪	২
”	”	কলকাতা	৩য়	১ম	২০·৪	৩	৮৮	২
				২য়	১৩	৬	২১	০
”	”	মাদ্রাজ	৪র্থ	১ম	১৪	০	৩৮	৪
				২য়	১৪	৩	৪৬	৩
”	”	দিল্লী	৫ম	১ম	১৫	২	৫৯	৩
				২য়	৯	৪	৩২	০
	”	কানপুর	৬ষ্ঠ	১ম	২০	—	৯৮	১
				২য়	—	—	—	—
					১৬৭·৪—	২৮—	৫৬৫—	৭

সিরিজ	বিপক্ষ	স্থান	টেস্ট	ইনিংস	ওভার	মে	রান	উই
১৯৭৮	ইংল্যাণ্ড	এজবাসটন	১ম	১ম	৪৪—	৫—	১৪৬ —	৫
				২য়	—	—	—	—
	,,	লর্ডস	২য়	১ম	৩৮	১১	৯৩	৩
				২য়	—	—	—	—
	,,	লীডস	৩য়	১ম	২৭	৭	৮৪	৩
				২য়	—	—	—	—
	,,	ওভাল	৪র্থ	১ম	৩২	১২	৮৩	৩
				২য়	২৮.৫	৪	৮৯	২
					১৬৯.৫	৩৯	৪৯৫	১৬
১৯৭৯	অস্ট্রেলিয়া	মাদ্রাজ	১ম	১ম	২৫.৪	৩	৯৫	২
				২য়	৯	৩	৩০	১
	,,	বাঙালোর	২য়	১ম	২৫	৪	৮৯	২
				২য়	৩	২	১	০
	,,	কানপুর	৩য়	১ম	২৭	৫	৭৮	২
				২য়	১৬.২	৫	৩০	৪
	,,	দিল্লী	৪র্থ	১ম	৩২	৭	৮২	৫
				২য়	২০	৭	৪৯	২
	,,	কলকাতা	৫ম	১ম	৩১.৫	৮	৭৪	৫
				২য়	১১	৩	৩৩	১
	,,	বোম্বাই	৬ষ্ঠ	১ম	৪	০	২৬	০
				২য়	১৪.১	৫	৩৯	৪
					২১৯—	৫২—	৬২৬ —	২৮

সিরিজ	বিপক্ষ	স্থান		ইনিংস	ওভার	মে	রান	উইঃ
১৯৭৯-৮০	পাকিস্তান	বাঙালোর	১ম	১ম	২৪	৪	৬৭	২
				২য়	৪	২	৬	০
,,		দিল্লী	২য়	১ম	২৩.৫	৮	৫৮	৫
				২য়	২২.৫	৬	৬৩	৪
,,		বোম্বাই	৩য়	১ম	১৪.৩	৪	২৩	১
				২য়	৬	১	২৬	১
,,		কানপুর	৪র্থ	১ম	২৮	৫	৬৩	৬
				২য়	—	—	—	—
,,		মাদ্রাজ	৫ম	১ম	১৯	৫	৯০	৭
				২য়	২৩.৪	৭	৫৩	৭
,,		কলকাতা	৬ষ্ঠ	১ম	২৬	৪	৬৫	২
				২য়	২০	৭	৪৯	—
					২১১.৫	৫৩	৫৬৩	৩২
১৯৮০	ইংল্যাণ্ড	বোম্বাই	১ম	১ম	২৯	৮	৬৪	৩
	(জুবিলী টেস্ট)			২য়	৮	২	২১	০
					৩৭	১০	৮৫	৩

কোন দেশের বিরুদ্ধে কত রান

পাকিস্তান

সিরিজ	টেস্ট	ইনিংস	নঃ আউট	সঃ রান	মোট রান	গড়
১৯৭৮	৩	৫	০	৫৯	১৬০	৩২'০
১৯৭৯-৮০	৬	৯	০	৮৪	২৭৮	৩০'৮৯
	৯	১৪	০	৮৪	৪৩৮	৩১'২৯

ইংল্যাণ্ড

সিরিজ	টেস্ট	ইনিংস	নঃ আউট	সঃ রান	মোট রান	গড়
১৯৭৯	৪	৬	০	২১	৪৫	৭'৫০
১৯৮০ (জুবিলী টেস্ট)	১	২	১	৪৫*	৪৫	৪৫'০০
	৫	৮	১	৪৫	৯০	১২'৮৫

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ

সিরিজ	টেস্ট	ইনিংস	নঃ আউট	সঃ রান	মোট রান	গড়
১৯৭৮-৭৯	৬	৭	২	১২১*	৩২৯	৬৫'৮০
	৬	৭	২	১২১	৩২৯	৬৫'৮০

অস্ট্রেলিয়া

সিরিজ	টেস্ট	ইনিংস	নঃ আউট	সঃ রান	মোট রান	গড়
১৯৭৯	৬	৭	১	৮৩	২১০	৩৫ ০০
	৬	৭	১	৮৩	২১০	৩৫'০০

মোট হিসাব : ব্যাটিং
টেস্ট : ২৬
ইনিংস : ৩৬
নঃ আউট : ৪
সঃ রাণ : ১২১*
মোট রান : ১০৬৭ গড় : ৩৩'৩৪

সর্বোচ্চ রান :
পাকিস্তানের বিরুদ্ধে : ৮৪ রান
ইংল্যাণ্ডের " ৪৫* "
ওয়েস্ট ইণ্ডিজ " ১২১*
অস্ট্রেলিয়া " ৮৩ "

কোন দেশের বিরুদ্ধে কত উইকেট

পাকিস্তান

সিরিজ	টেস্ট	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট	গড়
১৯৭৮	৩	১১৭	১১	৪২৬	৭	৬০·৮৫
১৯৭৯-৮০	৬	২১১·৫	৫৩	৫৬৩	৩২	১৭·৫৯
	৯	৩২৮·৫	৬৪	৯৮৯	৩৯	২৫·৩৫

ইংল্যাণ্ড

সিরিজ	টেস্ট	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট	গড়
১৯৭৯	৪	১৬৯·৫	৩৯	৪৯৫	১৬	২৯·১১
১৯৮০	১	৩৭	১০	৮৫	৩	২৮·৩৩
	৫	২০৬·৫	৪৯	৫৮০	১৯	৩০·৫২

অস্ট্রেলিয়া

সিরিজ	টেস্ট	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট	গড়
১৯৭৯	৬	২১৯	৫২	৬২৬	২৮	২২·৩৫
	৬	২১৯	৫২	৬২৬	২৮	২২·৩৫

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ

সিরিজ	টেস্ট	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট	গড়
১৯৭৮-৭৯	৬	১৬৭·৪	২৮	৫৬৫	১৭	৩৩·২৩
	৬	১৬৭·৪	২৮	৫৬৫	১৭	৩৩·২৩

মোট হিসাব : বোলিং

টেস্ট : ২৬

ওভার : ৯২২

মেডেন : ১৯৩

রান : ২৭৬০

উইকেট : ১০৩ গড় : ২৬·৮০

সংগৃহীত উইকেট :

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে : ৩৯টি

ইংল্যাণ্ডের " ১৯ টি

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের " ১৭ "

অস্ট্রেলিয়ার " ২৮ "

যাদের নিয়ে কপিলদেবের শত উইকেট

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ(সংগৃহীত উইকেট ১৭উইকেট) পাকিস্তান(সংগৃহীত উইকেট ৩২টি)

ডেভিড মারে	৩ বার	মুদ্দাসার নজর	৭ বার
ল্যারী গোমস	২ ,,	জাহির আব্বাস	৫ ,,
শিউ শিবনারায়ণ	২ ,,	মজিদ খান	৪ ,,
নরবার্ট ফিলিপ	২ ,,	*সাদিক মহম্মদ	৪ ,,
আলভিন কালীচরণ	১ ,,	সিকন্দর বখত	৪ ,,
রাফিক জুমাদিন	১ ,,	ওয়াসিম রাজা	৩ ,,
হারবার্ট স্যামুয়েল চ্যাং	১ ,,	জাভেদ মিয়াঁদাদ	৩ ,,
আহামুল ব্যাকাস	১ ,,	আসিফ ইকবাল	২ ,,
আলভিন গ্রিনিজ	১ ,,	আবদুল কাদের	২ ,,
ডেরেক প্যারী	১ ,,	ইমরান খান	১ ,,
ভ্যানবার্ন হোলডার	১ ,,	সরফরাজ	১ ,,
ম্যালকম মার্শেল	১ ,,	ওয়াসিম বারি	১ ,,
		*** তসলিম আরিফ	১ ,,

অস্ট্রেলিয়া (সংগৃহীত উইকেট ২৮টি) ইংল্যাণ্ড (সংগৃহীত উইকেট ৮টি)

কিম হিউজ	৫ বার	গ্রাহাম ওচ	৪ বার
রিক ডারলিং	৪ ,,	জিওক বয়কট	৩ ,,
এ্যালান বর্ডার	৩ ,,	ডেভিড গাওয়ার	৩ ,,
এনড্রু হিলচি	৩ ,,	মাইক ব্রিয়ারলি	৩ ,,
জিওফ ডিমক	২ ,,	ডেভিড ব্যাসট্রো	২ ,,
গ্রাহাম ইয়ালোপ	২ ,,	ইয়ান বোথম	১ ,,
জিম হিগস	২ ,,	ডেরেক র‍্যানডেল	১ ,,
ডেভ ওয়াটমোর	২ ,,	পিটার এডমণ্ডস	১ ,,
**রডনি হক	২ ,,	বব টেলার	১ ,,
ব্রুস ইয়ার্ডলি	১ ,,		
গ্রাহাম উড	১ ,,		
ক্যাভিন রাইট	১ ,,		

* কপিলের টেস্ট পর্যায়ের প্রথম উইকেট
** ,, ,, ,, ৫০ তম ,,
*** ,, ,, ,, ১০০ ,, ,,

কপিলদেব কার বলে কতবার আউট হয়েছেন

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ (সাতটি ইনিংস)	
ভ্যানবার্ন হোলডার	১ বার
সিলভেসটার ক্লার্ক	২ বার
রফিক জুমাদ্দিন	১ বার
ডেরেক প্যারী	১ বার

* দুইবার নট আউট

পাকিস্তান (চোদ্দটি ইনিংস)	
সিকিন্দর বখত	৩ বার
ইকবাল কশিন	৩ বার
সরফরাজ	৩ বার
ইমরাম খান	২ বার
মজিদ খান	১ বার
মুদাসার নজর	১ বার

অস্ট্রেলিয়া (সাতটি ইনিংস)	
জিওফ্রি ডিমক	৩ বার
রডনি হক	১ বার
এ্যালান বর্ডার	১ বার
জিম হিগস	১ বার

* একবার নট আউট

ইংল্যণ্ড (আটটি ইনিংস)	
ইয়ান বোথম	৪ বার
পিটার উইলি	১ বার
জিওফ মিলার	১ বার
এম হেনড্রিকস্	১ ,,

* একবার নট আউট

কপিলদেব কতবার কি ভাবে আউট হয়েছেন

টেস্ট	ইনিংস	নঃ আউট	বোল্ড	ক্যাচ	লেঃ বি	স্ট্যাপ	রাঃ আঃ
২৬	৩৬	৪	৭	২০	৪	১	—

কপিলদেবের শত উইকেট কি ভাবে এসেছে

টেস্ট	ওভার	রান	উইকেট	ক্যাচ	বোল্ড	এল. বি ডবলু
২৬	৯২২	২৭৬০	১০৩	৫২	২১	৩০

সিরিজ পর্যায়ে হিসাব

সিরিজ	টেস্ট	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট	ক্যাচ	বোল্ড	এল. বি. ডাব্লু.
১৯৭৮	৩	১১৭	১১	৪২৬	৭	৫	২	—
১৯৭৮-৭৯	৬	১৬৭.৪	২৮	৫৬৫	১৭	৯	৫	৩
১৯৭৯	৪	১৬৯.৫	৩৯	৪৯৫	১৬	৮৬	২	৬
১৯৭৯	৬	২১৯	৫২	৬২৬	২৮	১১	৬	১১
১৯৭৯-৮০	৬	২১১.৫	৫৩	৫৬৩	৩২	১৯	৬	৭
১৯৮০	১	৩৭	১০	৮৫	৩	—	—	৩

কোন মাঠে কত রান

স্বদেশের মাঠে রাণ		বিদেশের মাঠে রাণ	
বোম্বাই	১৫৬	ফৈজাবাদ	৯
মাদ্রাজ	১৯৩	লাহোর	৫৮
কানপুর	৭৭	করাচী	৯৩
বাঙ্গালোর	৮৮	এজবাসটন	২২
দিল্লী	১৯২	লর্ডস	৪
কলকাতা	১৩৭	লীডস	৩
		ওভাল	১৬
মোট রান	৮৬২	মোট রান	২০৫

১৯টি টেস্টে স্বদেশের মাঠে রান = ৮৬২

৭,, ,, বিদেশের ,, ,, ২০৫

২৬টি টেস্টে সংগৃহীত রান ১০৬৭

প্রথম ইনিংসের রান = ৮৩৪

দ্বিতীয় ইনিংসের রান = ২৩৩

কোন মাঠে কত উইকেট

স্বদেশের মাঠে		বিদেশের মাঠের	
বোম্বাই	১০টি	ফৈজালাবাদ	১টি
মাদ্রাজ	২১টি	লাহোর	২,,
কানপুর	১৩টি	করাচী	৪,,
বাঙালোর	৭টি	এজবাস্টন	৫,,
দিল্লী	১৯টি	লর্ডস	৩,,
কলকাতা	১০টি	লীডস	৩,,
		ওভাল	৩,,
মোট	৮০টি	মোট	২৩টি

১৯টি টেস্টে স্বদেশের মাঠে ৮০ টি উইকেট

৭,, ,, বিদেশের মাঠে ২২ টি ,,

২৬টি টেস্টে সংগৃহীত উইকেট ১০৩ ,,

প্রথম ইনিংসের উইকেট ৬৯ টি

দ্বিতীয় ইনিংসের উইকেট ৩৪ টি

কপিলদেবের সাফল্যময় বোলিং-এর নজির

টেস্ট পর্যায়ে

সিরিজ	বিপক্ষ	স্থান	টেস্ট	ইনিংস	ওভার	মেডেন	রান	উইঃ
১৯৭৮	ইংল্যাণ্ড	এজবাসটন	১ম	১ম	৪৪	৫	১৪৬	৫
১০৭৯	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	দিল্লী	৪র্থ	১ম	৩২	৭	৮২	৫
১৯৭৯	,,	কলকাতা	৫ম	১ম	৩১.৫	৮	৭৪	৫
১৯৭৯	পাকিস্তান	দিল্লী	২য়	১ম	২৩.৫	৮	৫৮	৫
১৯৭৯	,,	কানপুর	৪র্থ	১ম	২৮	৫	৬৩	৬
১৯৭৯	,,	মাদ্রাজ	৫ম	২য়	২৩.৪	৭	৫৩	৭

প্রথম শ্রেণীর খেলায় বোলিং হিসাব

সাল	বিপক্ষ	স্থান	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট
১৯৭৯	ওয়েস্ট জোন	দিল্লী	২৪	৪	৬৫	৭

একটি টেস্টে ভাল বোলিংএর নজির

সিরিজ	বিপক্ষ	টেস্ট	ইনিংস	ওভার	মেডেন	রান	উই
১৯৭৯	পাকিস্তান	৫ম	১ম	১৯	৫	৯০	৪
			২য়	২৩.৪	৭	৫৩	৭
,,	পাকিস্তান	২য়	১ম	২৩.৫	৮	৫৮	৫
			২য়	২২.৫	৬	৬৩	৪

কপিলদেবের স্মরণীয় রেকর্ড

* ১৯৭৯ সালে কপিলদেব মাত্র ১৭টি টেস্টে সংগ্রহ করেন ৭৫টি উইকেট। কপিলের এই রেকর্ড বিশ্বের একটি অনন্য নজির। ১৯৬৪ সালে অস্ট্রেলিয়ার গ্রাহাম ম্যাকাঞ্জির সংগৃহীত (এক বছরে) উইকেট সংখ্যা ছিল ১৪টি টেস্টে ৭১টি।
* কপিলদেব এক বছরের মধ্যে ১৭টি টেস্টে শুধু ৭৪টি উইকেট সংগ্রহ করেন নি—সেই সঙ্গে সংগ্রহ করেছিলেন ৬১৯টি রান। প্রসঙ্গ উল্লেখ্য ইয়ান বোথমের সংগৃহীত রান এক বছরের হিসাবে (১৯৭৮) ১২টি টেস্টে ৫৫৫ রান।
* একটি সিরিজে ২৫০ রান সহ ২৫টি উইকেট সংগ্রহ করার নজির কপিলদেবকে নিয়ে বিশ্ব ক্রিকেটে মাত্র পাঁচজন। এই পাঁচজন যথাক্রমে, জর্জ গ্রিফিন (অস্ট্রেলিয়া) ৪৭৫ রান সহ ৩৪টি উইকেট, ১৮৯৪-৯৫ সালে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে। জি. এ. ফকনার (দঃ আফ্রিকা) ৫৪৫ রান সহ ২৯ উইকেট ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ১৯০৯-১০ সালে। রিচি বেনাড (অস্ট্রেলিয়া) ৩২৯ রানসহ ৩০টি উইকেট দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ১৯৫৭-৫৮ সালে। চতুর্থ ট্রেডার গর্ডার (দক্ষিণ আফ্রিকা) অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১৯৬৬-৬৭ সালে ২৯৪ রানসহ ২৬টি উইকেট। পঞ্চম ব্যাক্তিত্ব ভারতের চৌকশ ক্রিকেটার কপিলদেব। ১৯৭৯-৮০ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তার সংগ্রহ ২৭৮ রানসহ ৩২টি উইকেট।

* পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা কনিষ্ঠতম ক্রিকেটার হিসাবে ডাবলস'এর সম্মান লাভে কপিলদেবের ক্রিকেট জীবনের একটি সেরা নজির। মাত্র ২১ বছর বয়সে তিনি সলোমাসের ক্রিকেটে ২৫টি টেস্টে এই সম্মান লাভ করেছেন। কপিলদেবের আগে এই সম্মান প্রাপ্তির একমাত্র অধিকারি ছিলেন ভারতের ভিনু মানকাদ। মানকাদ ২৩টি টেস্টে এই নজির সৃষ্টি করেছিলেন। বলা বাহুল্য মানকাদের এই নজির ভাঙেন ২১টি টেস্টে ইংল্যাণ্ডের ইয়ান বোথম।
* কপিলদেবের সংগৃহীত টেস্ট পর্যায়ের প্রথম উইকেট পাকিস্তানের সাদিক মহম্মদ ফৈজালাবাদের প্রথম টেস্টে ১৯৭৮ সালে।
* কপিলদেবের ৫০ তম উইকেট সংগ্রহ রডনি হগ (অস্ট্রেলিয়া) ১৯৭৯ সালে কানপুরের তৃতীয় টেস্টে।
* কপিলদেবের ১০০তম উইকেট সংগ্রহ পাকিস্তানের তসলিম আরিফ ইডেন গাডেনস্ (১৯৮০) ষষ্ঠ টেস্টে।
* ৬ষ্ঠ উইকেটে শতরানের জুটি মহিন্দর অমরনাথের সঙ্গে ১০২ রান কানপুরে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বিরুদ্ধে।
* "ম্যান অফ দ্যা সিরিজ" এর সম্মান পর্যায়ক্রমে দুবার। প্রথম ১৯৭৯ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ও ১৯৭৯-৮০ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে।

  ২৬টি টেস্টে "ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ" পেয়েছেন পাঁচবার।
* যে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ১৯৭৮ সালে কপিলের আত্মপ্রকাশ সেই পাক দলের বিরুদ্ধেই কপিলদেব পূরণ করেছেন ডাবলস্। এটি একটি ক্রিকেটের নজির।

  একটি টেস্টে হাজার রান পূরণ ও শত উইকেট লাভ কপিলদেবের ক্রিকেটে একটি বিস্ময়কর নজির। কপিলদেব "ডাবলস" এর সম্মান লাভ করেন ১৯৮০ সালে পাকদলের বিরুদ্ধে ষষ্ঠ টেস্টে।

পুরো নাম	কপিলদেব নিখাঞ্জি
জন্মস্থান	চণ্ডীগড়, ৬. ১. ১৯৫৯
উচ্চতা	৬´ ২´
শিক্ষাগুরু	দেশপ্রেম আজাদ
প্রথম টেস্ট	১৯৭৮ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কৈজালাবাদ

টেস্ট শততম উইকেট	১৯৮০ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ইডেনের মাঠে টেস্ট ম্যাচে।
টেস্টপর্যায়ে সংগৃহীতউইকেট	১০৩ টি
টেস্ট পর্যায়ের রান	১০৬৭
সেনচুরি	একটি
অর্ধ সেনচুরি	ছয়টি
শূন্য রান	তিনটি
প্রথম শ্রেণীর খেলায় বড় রান	পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়দলের জয়ে অন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতায় করেছিলেন ৩২৭ রান
টেস্টে বড় রান	১২১ ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে ১৯৭৮
এক বছরে মোট সংগৃহীত উইকেট ও রান	৭৪টি উইকেট সহ ৬১৯ রান (১৯৭৯) ১৭টি টেস্টে
মোট ক্যাচের সংখ্যা	১৬টি
রেকর্ড	মাত্র ১৬ মাসে ২১ বছর বয়সে ডাবলের অধিকারী। এক বছরে ৭৪টি উইকেট সহ ৬১৯ রান বিশ্ব ক্রিকেটের একটি সেরা নজির। একটি সিরিজে ২৫০ রান সহ ২৫ টি উইকেট লাভ কপিলের জীবনের একটি সেরা সম্মান !
সেরা খেলা	উভয় ইনিংসে সংগৃহীত উইকেট সংখ্যা ১১টি উইকেট সহ ৮৪ রান পাকদলের বিরুদ্ধে ১৯৭৯ সালে মাদ্রাজের পঞ্চম টেস্টে।

জুবিলী টেস্টের পর

জুবিলী টেস্টের পর কপিল যেন একটানা ক্রিকেট খেলার ফলে কিছুটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে তিনি খুব একটা সুবিধা করতে পারলেন না। বরং তাকে আবার নিজস্ব চেহারায় দেখা গেল ১৯৮২ সালে ইংল্যাণ্ড সফরে। এই সফরে কপিল দুরন্ত মেজাজে ক্রিকেট খেলে দৃষ্টি কেড়ে নিলেন বৃটিশ সমর্থকদের। লর্ডস, লীডস, ওভালে তিনি করলেন যথাক্রমে ৬৫, ৮৯, ও ৯৭ রান। সঙ্গে উইকেট সংগ্রহ করলেন তিনটি টেস্টে চোদ্দটি। এত করেও কিন্তু কপিল ভারতীয় দলকে পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে পারলো না। প্রকৃতপক্ষে এই সফর থেকেই ভারতীয় ক্রিকেটের অবক্ষয় শুরু হয়েছিল। বিশ্বনাথ ফর্ম হারালেন। গাভাসকার আগের মতো সুনাম বজায় রাখতে পারলেন না। এই অবস্থায় পাকিস্তান সফর ভারতীয় ক্রিকেটের মর্যাদার ওপর নির্লজ্জভাবে আঘাত হানলো। প্রতিটি টেস্টে ভারতীয় দল শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দিলেন। ইমরান-ভীতি যেন আতঙ্কিত করে তুলেছিল অভিজ্ঞ ভারতীয় ক্রিকেটারদের। মহীন্দর অমরনাথ ছাড়া ব্যাটিং-এ আর কেউ সুবিধা করতে পারলেন না। যে বিশ্বনাথ ও গাভাসকারকে নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটের গর্ব ছিল, সেই তারাই ব্যর্থ হলেন। সিরিজ হারলো ভারতীয় দল ৩—০ ম্যাচে। মহীন্দর লড়াই করে সংগ্রহ করলেন ৫৮৪ রান, সঙ্গে কপিলের সংগ্রহে এলো ১৭৮ রান সহ ২৪টি উইকেট। এই সফর শেষে কপিলের টেস্ট ম্যাচে খতিয়ান দাঁড়ালো ৪৮টি টেস্টে ১৯৯৯ রান সহ উইকেট সংগ্রহ ১৮৫টি।

দেশে ফিরলেন ভারতীয় দল। শোচনীয় ব্যর্থতার চুলচেরা বিচারে সর্বাগ্রে দোষী সাবস্ত হলেন অধিনায়ক গাভাসকার। গুঞ্জন উঠলো আসন্ন ওয়েস্টইণ্ডিজ সফরের জন্য নতুন অধিনায়ক চাই—চাই নতুন কিছু মুখ। এই নতুন ভাবনার ফলশ্রুতি হিসাবে অধিনায়কের দায়িত্ব এসে পড়লো কপিলের হাতে।

অধিনায়ক কপিলদেব

পাকিস্তান সফরে দলগত ব্যর্থতার পরিণাম হিসাবেই জনপ্রিয় সানি গাভাসকারকে তার দায়িত্ব থেকে সরে যেতে হলো। কর্মকর্তাদের এহেন দুঃসাহসিক আচরণ অবশ্য সনাতন ভারতীয় সমালোচকেরা মন থেকে মেনে

নিতে পারলেন না। তারা আসন্ন ওয়েস্টইণ্ডিজ সফরের প্রতি ইঙ্গিত করে প্রকাশ্যে প্রতিবাদের ঝড় তুলে বললেন; দল নির্বাচন ঠিক আছে, তবে অধিনায়ক নির্বাচন সঠিক হয়নি। গাভাসকারের অপরাধ কোথায়? পাকিস্তানে ভারতীয় ক্রিকেটারদের দলগত ব্যর্থতার জন্য গাভাসকারকে দায়ী করে লাভ কি? মনে হয় কপিলের নির্বাচন দলগত সংহতিকে অনেকখানি নষ্ট করবে। দলের নৈতিক মান এ'হেন নির্বাচনে ধুলিসাৎ হতে বাধ্য। চটুল সমালোচনা সত্ত্বেও কিন্তু নির্বাচকমণ্ডলী মোটেই দুর্বলতা প্রকাশ করলেন না। বরং তারা কপিল-পক্ষ সমর্থন করে বললেন, নতুনকে সুযোগ দিয়ে দেখাই যাক

> …I Sincerely feel
> The ball is there to be hit."
>
> —**Kapil Dev.**

না, কিছু সে করতে পারে কি না। আমাদের বিশ্বাস কপিলের ওপর আছে। সে একজন জীবন দরদী লড়িয়ে ক্রিকেটার। দলকে পরিচালনা করার মতো বুদ্ধি ও সাহস তার আছে। তাছাড়া আগামী দিনের জন্য কাউকে তো তৈরী করতে হবে।

বিতর্কিত কপিল অধিনায়ক হিসাবে দল নিয়ে চললেন ওয়েস্টইণ্ডিজে। গত পাক সফরের ব্যর্থতা ভুলে গিয়ে দলকে নতুন প্রেরণায় উজ্জীবিত করে দলনায়ক বললেন, "আমার ওপর গুরুদায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এটা এক ধরনের চ্যালেঞ্জ। আমি এই চ্যালেঞ্জকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমার বিশ্বাস, আমার দলের সহকর্মীরা আমাকে সাহায্য করতে চেষ্টার কসুর করবে না। যদি আমরা সবাই আমাদের দায়িত্ব বুঝে নিয়ে খেলতে পারি, তাহলে ওয়েস্টইণ্ডিজ সফর আমাদের কাছে সুখকর হয়ে উঠবে।"

ওয়েস্টইণ্ডিজে পৌঁছে কপিল তার কথা রাখার চেষ্টা করলেন। দুরন্ত ব্যাটবলের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড লড়াই করলেন ভারতীয় ব্যাটধারীরা। এই সফরে আবার আগের মতো দর্পিত ক্রিকেটের পরিচয় দিলেন মাহীন্দর অমরনাথ সহ অধিনায়ক কপিলদেব। ৫টি টেস্টের ফলাফলে ভারত ২—০ ম্যাচে সিরিজ হারলেও অমরনাথ প্রমাণ দিয়ে এলেন, তিনি এখন বিশ্বের সেরা ব্যাটধারীদের একজন। ৫টি টেস্টে তার ব্যাট থেকে বেরিয়ে এলো ৫৯৮টি ঝকঝকে প্রাণবন্ত রান। কপিল সংগ্রহ করলেন ২৫৪ রান সহ ১৭টি উইকেট। এই সংগ্রহের

ফাঁকেই কপিল ভারতীয় ক্রিকেটের মর্যাদা বাড়িয়ে নিজেকে যুক্ত করলেন একটি অনবদ্য রেকর্ডের সঙ্গে। প্রথম টেস্টে প্রথম ইনিংসে তিনি সাবিনাপার্কে ৫ রান সংগ্রহ করলেও, তার ক্রিকেট খাতায় জমা হলো ৪৯টি টেস্টে ২০০০ রান। এই ম্যাচে তার সংগ্রহে ছিল মোট আটটি উইকেট। অধিনায়ক হিসাবে ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ দলের বিরুদ্ধে প্রথম রানটি সংগ্রহের মধ্যেই তার এই নজির তৈরী হলো। অপেক্ষা করছিল কপিলের জন্য আরও কিছু গরিমা, যা এলো পরের ম্যাচে কুইন্স পার্ক ওভালে। এই টেস্টে অধিনায়ক কপিল শুধু শতরান করলেন না, সেই সঙ্গে সংগ্রহ করলেন টেস্ট ক্রিকেটের ২০০টি উইকেট। এ্যাণ্ডি রবার্টসকে আউট করা মাত্র কপিল হয়ে গেলেন বিশ্বের চতুর্থ নায়ক—যারা টেস্ট ক্রিকেটে সংগ্রহ করেছেন ২০০০ হাজার রান সহ ২০০টি উইকেট। নতুন অধিনায়কের এই কীর্তি নিঃসন্দেহে ভারতীয় ক্রিকেটের কাছে গর্বের বিষয়। যে রেকর্ড করেছেন স্যার গ্যারী সোবার্স, রিচি বেনো, ইয়ান বোথাম সেই রেকর্ড করলেন ভারতের তরুণ দলনায়ক কপিলদেব। তার প্রাণবন্ত মারমুখী গতিময় ক্রিকেট প্রশংসা পেল লয়েড-রিচার্ডের দেশে। ভারতীয় ক্রিকেটাররা দলগত সংহতি ও ঐক্য যেন অনেকখানি ফিরে পেলেন। এরই ফাঁকে একটি আন্তর্জাতিক সীমিত ওভারের খেলায় জয় পেল কপিলের দল। সিরিজ হারলেও, উচ্ছ্বসিত ক্যারিবিয়ান সমর্থকেরা কপিল প্রশংসায় মুখর হয়ে বললেন; "চমৎকার ক্রিকেটার। কপিলের মধ্যে যুদ্ধ করার মেজাজ আছে। সে যেমন নিজে লড়াই করতে ভালোবাসে তেমনি দলকে লড়াই করার প্রেরণা দিতে পারে।"

কপিল ফিরলেন। মাত্র কয়েক সপ্তাহের ব্যবধান—সামনে বিশ্বকাপ আসর। কপিল বিশ্বকাপে দল নিয়ে যাচ্ছেন। আগামী দিনের ক্রিকেট নিয়ে বিশ্বযুদ্ধের জন্য মনে মনে তৈরী হলেন কপিলদেব।

বিশ্বকাপে কপিলদেব

শীতের কুয়াশা সরে গ্রীষ্মের সূর্য উঁকি দিলো। বরফ গলতে শুরু করলো। সবুজ উদ্যানে দেখা গেল প্রাণের সজীবতা। ইংল্যাণ্ডের মাঠে মাঠে শোনা গেল ব্যাটবলের তরঙ্গিত মূর্চ্ছনা। শুরু হলো সামার ক্রিকেট।

১৯৮৩।

ইংল্যাণ্ডের মরশুম এবার জমজমাট। জুনের গোড়াতেই বিশ্বের সেরা ক্রিকেটারেরা এসে হাজির হলেন ইংল্যাণ্ডে। শুরু হলো ক্রিকেট ঘিরে বিশ্বযুদ্ধ।

ক্রিকেটের বিশ্বযুদ্ধ অর্থাৎ বিশ্বকাপের খেলা প্রথম শুরু হয় ১৯৭৫ সালে। সীমিত ওভারের এই খেলায় বিগত দু'দুবার বিশ্বচ্যাম্পিয়ান হয়েছে লয়েডের চোস্ত দল। এবার তাদের সামনে তৃতীয়বার বিশ্বজয়ের প্রত্যাশা। ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ কি তিরাশির আসরে বিশ্বকাপ জয় করতে পারবে—এই প্রশ্ন নিয়ে চুলচেরা বিচারে বসে গেলেন পণ্ডিতের দল। তথ্য আর রেকর্ডের পাতা উল্টে গবেষকেরা বললেন, বড় ধরনের কোন অঘটন না ঘটলে এবারের আসরেও ওয়েস্টইণ্ডিজ বাজিমাৎ করবে। তবে ফাইনালে তারা কাদের সঙ্গে লড়াই করবে এটাই হলো দেখার। তবে যতদূর অঙ্ক কষে বোঝা যাচ্ছে তাতে মনে হয় ইংল্যাণ্ডের সম্ভাবনাই বেশী।

তিরাশির বিশ্বকাপে মোট আটটি দলকে দুটি বিভাগে ভাগ করা হলো। ভারতের দিকে পড়লো দুটি শক্তিশালী দল—একটি বিগত চ্যাম্পিয়ান ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ, অন্য দল কিম হিউজেসের অস্ট্রেলিয়া। এছাড়া ভারতের দিকে থাকলো নবাগত জিম্বাবোয়ে।

৯ই জুন শুরু হলো বিশ্বকাপ ক্রিকেটের উদ্বোধন। উদ্বোধনী ক্রিকেটে ভারত বিভাগীয় প্রথম ম্যাচেই ঘটালো অঘটন। ক্রিকেট যে অনিশ্চয়তার খেলা তার প্রকৃত প্রমাণ মিললো ওল্ডট্রাফোর্ড মাঠে। বিশ্বজনকে অবাক করে দিয়ে ভারত প্রথম ম্যাচেই জিতে গেল। ৩৪ রানে হার স্বীকার করলেন বিশ্বজয়ী ওয়েস্টইণ্ডিজ। ভারতের ২৬২ রানের প্রত্যুত্তরে লয়েড দল ঘায়েল হলো মাত্র ৫৪·২ ওভারের খেলায় ২২৬ রানে। ভারতের স্লো মিডিয়াম পেশম্যানেরা সুন্দর বোলিং করে উন্নাসিক শ্বেতাঙ্গ পণ্ডিতদের চোখে বিস্ময় জাগিয়ে তুললেন—সেই সঙ্গে চমৎকার ব্যাটিং করলেন মাহীন্দর অমরনাথ, পাতিল, যশপাল শর্মা সহ মদনলাল। প্রথম ম্যাচে ব্যাট বলে কপিল সুবিধে করতে না পারলেও দল পরিচালনার দক্ষতায় দৃষ্টি কেড়ে নিলেন সকলের। পরের ম্যাচে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে সহজে জয় পেল ভারতীয় দল। লীগের প্রথম পর্যায়ের শেষ খেলা পড়লো অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে। দুটো ম্যাচ জেতা ভারতীয় দল কিন্তু তৃতীয় খেলায় সফল হতে পারলো না। অস্ট্রেলীয় ব্যাট-ধারীরা বেদম প্রহার করলেন ভারতীয় বোলারদের। একমাত্র কপিলদেব লেংথ-লাইন সঠিক ভাবে বজায় রেখে মাত্র ৪৩ রানে সংগ্রহ করলেন ৫টি উইকেট। অস্ট্রেলিয়া ট্রেভার চ্যাপেলের অনবদ্য সেনচুরির সুবাদে ৬০ ওভারে সংগ্রহ করলো ৩২০ রান। এত বড় রানের বিরুদ্ধে একমাত্র কপিল ও

শ্রীকান্ত ছাড়া আর কেউই সাহসী ক্রিকেটের মেজাজকে ধরে রাখতে পারলো না। ম্যাকলের অনবদ্য বোলিংয়ের কাছে ১৫৮ রানে গুড়িয়ে গেল ভারতীয় দল। দুরন্ত কপিল একমাত্র শ্রীকান্তকে সঙ্গী করে দলকে রক্ষা করার চেষ্টা সত্ত্বেও ব্যর্থ হলেন। তার উদ্ধত ব্যাটের প্রহারে বেরিয়ে এলো তরতাজা ৪০টি রান। শ্রীকান্ত ৩৯ সঙ্গে মদনলালের ২৭ রান।

প্রথম পর্যায়ের খেলা শেষ হলো। শুরু হলো বিভাগীয় দ্বিতীয় পর্বের খেলা।

ওভালে ক্লাইভ লয়েড বিভাগীয় লীগ ম্যাচের দ্বিতীয় পর্যায়ের খেলায় ভারতকে ৬৬ রানে হারিয়ে পূর্ব পরাজয়ের বদলা নিলেন। ৬০ ওভারের নির্ধারিত খেলায় লয়েড দল মারমুখী ক্রিকেট খেলে দান শেষ করলো ২৮২ রানে। ভিভ রিচার্ডস দীর্ঘদিন হাত গুটিয়ে রাখার পর এই প্রথম দিনে হাত খুলে ক্রিকেট খেলার পরিচয় দিলেন। তার অনবদ্য ব্যাটিংয়ের জন্যই লয়েড এই ম্যাচে জয়ের মুখ দেখতে পেলেন। তবে ভারতীয় দল কিন্তু সহজে এই পরাজয়কে মেনে নিতে চায়নি। ব্যাট-বলের জোরদার লড়াই হয়েছিল ওভালে। একসময় বেঙ্গসরকার ও অমরনাথ যে মেজাজে খেলছিলেন তাতে মনে হয়েছিল লয়েডের দলকে দ্বিতীয়বার ম্যাচ হারতে হতে পারে। কপিলের দুর্ভাগ্য—মার্শালের বলে বেঙ্গসরকার আহত হলেন। তিনি মাঠ ছাড়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মরণদশা শুরু হয়ে গেল ভারতীয় ইনিংসের। শবযাত্রার মৌন মিছিলের মতো ভারতের শেষ পাঁচটি উইকেটের পতন ঘটলো মাত্র ২৩ রানে। ওয়েস্টইণ্ডিজের কাছে পরাজিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের সমস্ত ভরসা যেন ধুলিস্যাৎ হয়ে গেল। বোদ্ধার দল চুরুটে টান মেরে বললেন; ভারত আগের দুটো বিশ্বকাপের তুলনায় এবারের আসরে ভাল খেলার চেষ্টা করেছে। তবে এই ভাল খেলা মানে এই নয় যে, তাদের নিয়ে আমাদের আলোচনায় বসতে হবে।

শ্বেতাঙ্গ পাত্রীদের এহেন উন্নাসিক মন্তব্য মনে হয় ভারতীয় দলপতির কর্ণগোচর হয়েছিল। মনে মনে তিনি হয়ত সংকল্প করেছিলেন, বাকি দুটো খেলায় এমন কিছু করতে হবে যা সবাইকে তাক লাগিয়ে দিতে পারে। হলোও তাই।

জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে দুরন্ত কপিলদেব খেললেন এক অসাধারণ ক্রিকেট, যা বিশ্ব ক্রিকেটের কাছে এক চিরস্মরণীয় ইনিংস হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। এই ইনিংসটিকেই কপিলদেবের জীবনে সেরা ব্যাটিং ইনিংস বলা যায়।

কপিলের সেরা ব্যাটিং

ক্রিকেটে একাল পর্যন্ত বহু চিত্তাকর্ষক ও দুরন্ত ইনিংসের নজির রেখেছেন বহু ক্রিকেটার। ব্র্যাডম্যান, সোবার্স, হাটন, মে, স্পনফোর্ড, জর্জ হেডলি প্রত্যেকেই তাদের ক্রিকেট জীবনে এমন কিছু স্মরণীয় ইনিংস খেলে গেছেন যা ক্রিকেটের কাছে আজও মহিমাময় হয়ে আছে। কিন্তু কপিলের এই ইনিংসটি আমি কার সঙ্গে তুলনা করবো ? এ যে এক বিস্ময়কর অনন্য নজির। এমন একটি রমণীয় ইনিংসের স্বপ্ন দেখার কথা ভাবতেও শিউরে উঠবেন যে কোন ক্রিকেটার। হায় নেভিলকার্ডাস, এমন একটি বীরোচিত গতিময় ক্রিকেট তোমার সাহিত্যে স্থান না পাওয়ার জন্য বড় কষ্ট হচ্ছে। কপিলের ক্রিকেট প্রত্যক্ষ করলে হয়তো তোমার পক্ষেও বর্ণনা দেওয়া কঠিন হয়ে উঠতো। সত্যি করে বলতো, মাত্র সতেরো রানে পাঁচ-পাঁচটি উইকেট পতনের পর এমন মারমুখী ক্রিকেট খেলতে ডন ব্র্যাডম্যান, ম্যাকটার্নী, অথবা স্যার গ্যারী কি সাহস পেতেন ? মনে হয় নিশ্চিত পতনের মুখে দাঁড়িয়ে এমন দুর্জয় সাহসী সংগ্রামের পরিচয় দিতে পারতেন স্বয়ং নাৎসী নেতা হিটলার। কপিল যা করেছেন, তা একমাত্র তার মতো মারমুখী নেতার পক্ষেই করা সম্ভব। বিপদে রক্ষা করার প্রার্থনা নয়, তিনি চেয়েছিলেন সংগ্রামের সাহস। তার বীর্যদীপ্ত হাতের ব্যাট নাটকীয় রীতিতে হয়ে উঠেছিল অগ্নিগর্ভ। তার উদ্ধত ব্যাটের প্রহারে লাল বল ঘনঘন ছুটে গিয়েছে মাঠের বাইরে। মনে হয় ক্রিকেট দেবতা সেদিন স্বয়ং উপস্থিত থেকে কপিলের ক্রিকেটকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। প্রথমে মদনলাল ও পরে কিরমানিকে সঙ্গী করে এক কপিল ভরাডুবি থেকে রক্ষা করেছিলেন ভারতীয় ক্রিকেটের মান-মর্যাদা। চার আর চার। বাউণ্ডারী আর ওভার বাউণ্ডারীর বন্যা-ধারায় গোটা মাঠ হয়ে উঠেছিল উদ্বেল। দুরন্ত কপিলের উদ্ধত ব্যাটের গতির সঙ্গে মনে হয় তাল মেলাতে সময় সময় অপারক হয়ে উঠছিল ইলেকট্রনিকস্ স্কোরবোর্ড। শুধু বিশ্বকাপের ইতিহাসে নয়, বিশ্ব ক্রিকেটের বুকে এক স্মরণীয় ইনিংস গড়লেন কপিল। বুঝিয়ে দিলেন কঠিন ও জটিল লাল বলের দুরূহ সমস্যাকে কত সহজভাবে মোকাবিলা করা যায়। তার মারমুখী ব্যাটের প্রহারে জিম্বাবোয়ের বোলারেরা লেংথ—লাইন বজায় রাখতে পারলেন না। মাত্র ৯০টি বল খেলে কপিল করলেন অবর্ণনীয় ১৭৫ রান। ভারতের ইনিংস যেখানে অৰ্দ্ধশত রান সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়েছিল, সেখানে কপিল ৬০ ওভারে দান শেষ করলেন ৮ উইকেটের বিনিময়ে ২৬৬ রানে।

যারা সেদিন ভারতীয় অধিনায়কের এই বীরোচিত ইনিংসটি প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেয়েছেন, তারা নিঃসন্দেহে ভাগ্যবান। ভাগ্য অনুকূল না হলে এমন বিরল ক্রিকেট ইনিংস দেখার সৌভাগ্য বরা-ত জোটে না। বলাবাহুল্য ভারতকে এই ম্যাচে একমাত্র তিনিই জেতালেন।

নবাগত জিম্বাবোয়ে ভারতীয় আক্রমণের সামনে জোরদার আত্মরক্ষার দুর্গ গড়ে তুলেও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হলো। ২৩৪ রানে গুড়িয়ে গেল তাদের গোটা দল। ভারত ম্যাচ জিতলো—জেতালেন কপিলদেব। ক্রিকেটের দেবতা মনে হয় খুশী হয়েই সেদিন সবার অলক্ষ্যে সৌভাগ্যের জয়টিকা এঁকে দিয়েছিলেন কপিলের প্রশস্ত ললাটে। যদি তা না হয়—তাহলে শেষ ম্যাচে ভারত কি ভাবে হারালো দুর্ধর্ষ অস্ট্রেলিয়ানদের। গত ম্যাচে সে ব্র্যাডম্যান উত্তরসূরীর দল মারমুখী ক্রিকেট খেলেছিলেন, সেই তারাই অপ্রত্যাশিতভাবে ম্যাচ হারলেন। ভারতের স্লো-মিডিয়াম পেশম্যানদের আক্রমণের সামনে ধস নামলো অস্ট্রেলীয় ইনিংসের। মদনলাল ও বিনির বলের ধাক্কায় আস্ত একটা শক্তিশালী দল গুটিয়ে গেল মাত্র ১২৯ রানে।

এই অভাবনীয় জয়ের সুবাদেই ভারতীয় দল উঠলো সেমি-ফাইনালে।

বিশ্বজয়ী কপিলদেব

ভারত বিশ্বজয়ী। স্বপ্নময় এই রমণীয় অধ্যায়ের অন্যতম নায়ক হলেন ভারতের দলপতি কপিলদেব। ক্রিকেট ঘিরে বিশ্বযুদ্ধে ভারতীয় দল যে ঐক্যবদ্ধ প্রেরণায় বিশ্বের সেরা দলগুলিকে এমন শোচনীয়ভাবে হারাতে পারবে মনে হয় এই বিশ্বাস স্বয়ং ভারতীয় দলপতি নিজেও কল্পনা করতে পারেন নি। বিশ্বের সেরা ক্রিকেট গবেষকদের সমস্ত অঙ্ক ও গবেষণা ভুল প্রমাণ করে প্রথম ভারতীয় দল চমক আনলো সেমি-ফাইনালে অতি দাম্ভিক বৃটিশ ক্রিকেটারদের অতি সহজে জনসমক্ষে কচুকাটা করে। ভারত যে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে এই ম্যাচে জয় পাবে এই ধারণা অতি বড় ক্রিকেট লিখিয়ের পক্ষে অনুমান করা সম্ভব হয়নি। স্বয়ং গ্যারি সোবার্স পর্যন্ত ভারতীয় শক্তি সম্পর্কে উদাসীন মনোভাব প্রকাশ করে বৃটিশ ক্রিকেটারদের ফাইনাল খেলাটি সম্পর্কে সচেতন হওয়ার উপদেশ দিয়েছিলেন। গণনায় সবাই ধরে নিয়েছিলেন কমজোরী ভারতীয় দলকে নেট প্র্যাকটিশ মেজাজে হারিয়ে ইংল্যাণ্ড শেষ পর্যন্ত ফাইনাল খেলবে ওয়েস্টইণ্ডিজ দলের বিরুদ্ধে। হায়রে পাণ্ডিত্য—ক্রিকেট যে অনিশ্চয়তার

খেলা, ক্রিকেট যে নাটুকে রসে রসময়, একথা হয়ত তারা সাময়িক ভাবে ভুলে গিয়েছিলেন—ফলে সেমি-ফাইনাল ম্যাচ শেষে চোখের ওপর বৃটিশ ক্রিকেটের শোচনীয় পরাজয় প্রত্যক্ষ করে, দাম্ভিক শেতাঙ্গ পণ্ডিতদের নির্লজ্জের মতো নিজেদের কথা গিলে ফেলতে হলো। কপিলদেবের প্রেরণায় ভারতীয় দল ঐক্যবদ্ধ প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সমবেত চেষ্টা ও আন্তরিকতায় অতি সহজে ম্যাচ জিতে গেল। ইংল্যাণ্ড দলের বাঘাবাঘা ব্যাটধারীদের কমজোরী ভারতীয় আক্রমণের সামনে কেউই মাথা তুলে দাঁড়াতে পারলেন না। ৬০ ওভারের শেষ বলে কপিলদেব উইলিশকে বোল্ড করে বৃটিশ ইনিংসের সমাপ্তি টানলেন ২১৩ রানে। কপিলদেব মাত্র ৩৫ রানে সংগ্রহ করলেন ৩টি উইকেট। এর পরের চিত্র আরও অভাবনীয়। ইংল্যাণ্ডের রান হতে ভারতীয় ব্যাটধারীরা নির্ধারিত ওভার পর্যন্ত সময় নিলেন না। অমরনাথ, যশপাল, পাতিলের মারমুখী রণ-কৌশলে ভারত ৫৪ ওভারে খেলা শেষ করে দিল। উইলিশ, বোথাম, ডিলিকে বেদম প্রহার করলেন যশপাল ও পাতিল। ম্যাচ শেষে কপিলদেব বললেন—এবার বলতো, কেউ কি আমাদের এত সহজে আর নস্যাৎ করতে চাইবে? যারা এই ম্যাচে ইংল্যাণ্ডকে সম্ভাব্য বিজয়ী বলে চিহ্নিত করে বড় বড় কথা বলেছিলেন, এখন তারা কি বলবেন? আমরা কি কেবল সৌভাগ্যের জোরে খেলেছি বলে তাদের অনুমান? খেলার আগে ভারতের বিরুদ্ধে যে হীনমন্য মন্তব্য করা হয়েছিল, তা শুনে আমি এবং আমার দলের সকলে দুঃখ পেলেও মনে মনে আমরা প্রতিজ্ঞা করেছিলাম এইসব অশ্রাব্য মন্তব্যের যোগ্য জবাব দিতে হবে। সেই জবাব আমরা দিতে পারায় খুশী হয়েছি। ফাইনালেও আমরা লড়াই করতে কসুর করবো না।

২৫শে জুন, লর্ডসের ঐতিহাসিক প্রান্তরে শুরু হলো দুই কৃষ্ণাঙ্গ দলের সাদা ক্রিকেট নিয়ে মস্ত লড়াই। দু'বারের বিশ্বজয়ী লয়েড অতি সহজে ম্যাচ জেতার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। টসে জিতে তিনি ভারতীয় ব্যাটধারীদের আগে ইনিংস শুরু করার সুযোগ দিলেন।

লর্ডসের মাঠে ভারতীয় দল যে ক্লাইভ লয়েডের বিশ্বজয়ী দলকে হারিয়ে স্বপ্নময় অধ্যায় সৃষ্টি করে বিশ্বকাপ দখল করবে এমন বিশ্বাস অতিবড় কোন ভারতীয় সমর্থকদের মনে ছিল না। এমন কি ফাইনাল ম্যাচ প্রসঙ্গে কপিলদেব নিজেও জয়ের কোন স্থির প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন নি। কেবল বলেছিলেন—আমরা ভাল খেলার চেষ্টা করবো। লড়াই করবো।

লড়াই সত্যি করেছিলেন ভারতীয় ক্রিকেটারেরা। স্বল্প রানের পুঁজিকে সম্বল করে কেবল দলগত সংহতির বীরোচিত পরিচয় রাখলেন কপিলদেব। লয়েড যখন জয়ের স্বপ্নে স্থির হতে চলেছেন, ভিভ রিচার্ডসের ব্যাট যখন ঠিক মারমুখী হয়ে উঠে খেলাকে সময়ের আগেই গুটিয়ে নেবার জন্য তৎপর হচ্ছিলেন, ঠিক তখনই ক্রিকেট তার অনিশ্চিত ভাগ্যকে বদল করলো। মুহূর্তের নাটকে ভারতীয় স্লো-মিডিয়াম বোলারেরা নিখুঁত লেংথ ও লাইন বজায় রেখে আক্রমণ চালিয়ে আস্ত একটা তরতাজা দলকে গ্রাস করে ফেললেন।

এবার আসি খেলার কথায়। ভারতীয় ব্যাটধারীরা ফাইনালে সুবিধা করতে পারেননি। বরং লয়েড দলের দুর্ধর্ষ পেশসিম্ বোলিংয়ের নিরন্তর চাপের সামনে পড়ে ভারতীয় ব্যাটধারীরা অধিকাংশই ফাঁসবন্দী হয়ে পড়েছিলেন। রানের জন্য প্রতিটি ব্যাটসম্যানকে স্নায়ুর চাপে ভুগতে হয়েছে। মাহীন্দর ও শ্রীকান্ত ছাড়া প্রথম পর্বের ব্যাটধারীরা সবাই শোচনীয় ব্যর্থ হয়েছেন। কপিল-পাতিলের ব্যাট তুরন্ত হয়ে ওঠার আগেই ফুরিয়ে গেছে। শেষদিকে কিছুটা অস্বস্তির মধ্যে থেকেও কোন ক্রমে কিছু রান পেয়ে গেছেন মদনলাল, কিরমানি ও সান্ধু। মাত্র ৫৪'৪ ওভার খেলে ভারত গুঁড়িয়ে গেছে মাত্র ১৮৩ রানে।

লয়েড দলের কাছে ভারতের তৈরী ১৮৩ রান সংগ্রহ করা মোটেই কষ্টসাধ্য ছিল না। বরং ভারতীয় ব্যাটধারীদের শোচনীয় বিপর্যয়ের চেহারা দেখে অনেকেই অনুমান করেছিলেন ফাইনালের মতো একটা গুরুত্বপূর্ণ খেলা সাদামাটা ভাবে সময়ের বহু আগেই হয়ত শেষ হয়ে যাবে। ভারতীয় বোলারদের এমন শক্তি নেই যে তারা বেঁধে রাখবেন হেইনস, গ্রিনিজ, রিচার্ডস, লয়েড, গোমস, ব্যাকাসের মতো চোস্ত ব্যাটসম্যানদের। বিশেষ করে রিচার্ডস'এর ক্রিকেটের ধরন শুরুতেই এমন মারমুখী হয়ে উঠেছিল যে ভারতের অতিবড় কোন সমর্থকের পক্ষে জয়ের কথা ভাবা অথবা মনে মনে জয়ের স্বপ্ন দেখা সম্ভব ছিল না। মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল কপিলের। যখন রিচার্ডস একের পর এক বলকে পৌঁছে দিচ্ছিলেন বাউণ্ডারী সীমানার বাইরে। আত্মবিশ্বাসী রিচার্ড'এর ব্যাটিংয়ের চেহারা দেখে লয়েড হয়ত নিশ্চিন্ত চিত্তে ভাবছিলেন তার ক্রিকেট জীবনের গরিমাদীপ্ত মুহূর্তটির কথা। বার বার তিনবার—চ্যাম্পিয়ান হবে তার দল—তিনি হবেন সেই বিশ্বজয়ী দলের মহানায়ক। হায় রে লয়েড, তুমি তখনও জানতে না অপ্রত্যাশিত ক্রিকেট আধঘণ্টার মধ্যে কি বার্তা তোমার জন্য বহন করে আনছে।

মদনলালের বলে আত্মবিশ্বাসী রিচার্ডস অতিমাত্রায় সাহসী হতে গিয়ে উঁচু ক্যাচ তুললেন। দূর থেকে বেশ কিছুটা ছুটে গিয়ে কপিলদেব ধরে নিলেন সেই ক্যাচ। রিচার্ডস ফিরলেন। তিনি ফিরলেন মানেই শুরু হলো চ্যাম্পিয়ান শিবিরে শোক মিছিল। রিচার্ডস বিদায়ে সেখানে স্কোর ছিল ২ উইকেটে ৫০ রান। সেই চিত্র বদলে আধঘন্টার মধ্যে দাঁড়ালো ৫ উইকেটে ৬৬ রান। লাঞ্চের পর সান্ধুর আউটসুইং বলে ব্যাট চালিয়ে ব্যাকাস প্যাভেলিয়ানে ফেরার সঙ্গে জয় প্রায় ভারতের অনুকূলে নিশ্চিত হয়ে গেল। শেষদিকে ডুজন—মার্শাল জুটি মাটি কামড়ে থাকার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। কপিল অমরনাথকে বল দেওয়া মাত্র অষ্টম উইকেটের পতন ঘটলো। শেষ উইকেটে হোল্ডিং অমরনাথের বলে লেগবিফোর হওয়া মাত্র কপিলদেবের নেতৃত্বে ভারতীয় ক্রিকেট দল হলো বিশ্বজয়ী। স্বপ্নময় সেই অপরাহ্নে ঐতিহাসিক লর্ডসের বুকে ভা ীয় দল সৃষ্টি করলো এক অবিস্মরণীয় ক্রিকেট অধ্যায়—সে অধ্যায়ের নায়ক হলেন কপিলদেব। যিনি প্রমাণ দিলেন, একতা, আন্তরিকতা ও সংঘবদ্ধতার আর এক নাম ভারতবর্ষ, যারা আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী হয়ে বিশ্বের সেরা হওয়ার মর্যাদা পেয়েছে। সত্যি হয়ে উঠেছে কবির অমর বাণী—'ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে'।

ভারত আজ জগৎ শ্রেষ্ঠ—বিশ্বজয়ী ক্রিকেট দল। ম্যাচ শেষে টনিগ্রেগ বললেন—"এটা একটা গোটা দলের জয়। কপিলের টিমস্পিরিট, ক্রিকেটারদের জয়ে উদ্বুদ্ধ করেছে। সত্যি এবারের 'বিশ্বকাপে' কপিল ভারতকে টেনে তুললো।"

ট্রেভারবেলী বললেন—এই জয় গোটা ভারতীয় দলের জয়। কপিলদেবের অধিনায়কত্ব আমাকে মুগ্ধ করেছে।

ফ্রেডি ট্রুম্যান কপিলের প্রশংসা করে বললেন—বিশ্বের ক্রিকেট ইতিহাসে কপিলদেব এক নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করলো।

হে কপিল—তুমি অনন্য—তুমি সেরা।

কপিলের ইনিংস পিছু রান (১৯৮১—৮৩)

সিরিজ	বিপক্ষ	স্থান	টেষ্ট	ইনিংস ১ম	২য়
১৯৮১	অস্ট্রেলিয়া	সিডনি	১ম	২২	১৯
	„	এডিলেড	২য়	২	৭
	„	মেলবোর্ণ	৩য়	৫	০
১৯৮১	নিউজিল্যাণ্ড	ওয়েলিংটন	১ম	০	৯
	„	ক্রাইস্টচার্চ	২য়	০	×
	„	অকল্যাণ্ড	৩য়	৪	১৪
১৯৮১-৮২	ইংল্যাণ্ড	বোম্বাই	১ম	৩৮	৪৬
	„	বাঙ্গালোর	২য়	৫৯	×
	„	দিল্লী	৩য়	৬৬	×
	„	কলকাতা	৪র্থ	৭৪	×
১৯৮২	ইংল্যাণ্ড	লর্ডস	১ম	৪১	৮৯
			২য়	৬৫*	×
			৩য়	৯৭	×
১৯৮২	শ্রীলঙ্কা	মাদ্রাজ	১ম	৩১	৩০
১৯৮২-৮৩	পাকিস্তান	করাচী	১ম	৯	×
		লাহোর	২য়	৭৩	১
		ফয়শালাবাদ	৩য়	৪১	১৬
		হায়দারাবাদ	৪র্থ	৩	২
		লাহোর	৫ম	×	×
		করাচী	৬ষ্ঠ	৩৩	×
১৯৮৩	ওয়েস্টইণ্ডিজ	সাবিনা পার্ক	১ম	৫	১২
	„	কুইন্সপার্ক ওভাল	২য়	১৩	১০০*
	„	জর্জটাউন	৩য়	×	×
	„	বার্বাডোজ	৪র্থ	০	২৬
	„	এন্টিগুয়া	৫ম	৯৮	০*

বোলিং হিসাব (১৯৮১-৮৩)

		ওভার	মেডেন	রান	উইকেট
১৯৮১	অস্ট্রেলিয়া	১১৯.৫	২৬	৩৩৩	১৪ উইকেট
,	নিউজিল্যাণ্ড	৯৮	২৯	২১৩	৮ ,,
১৯৮১-৮২	ইংল্যাণ্ড	১৬৫.৪	২৯	৫২১	১৭ ,,
১৯৮২	ইংল্যাণ্ড	১২৯	১২	৪৪৩	১৩ ,,
১৯৮২	শ্রীলঙ্কা	৪৬.৫	৫	১২৭	৮ ,,
১৯৮২-৮৩	পাকিস্তান	২৯৪.২	২৭	৮৩১	২৪ ,,
১৯৮৩	ওয়েস্টইণ্ডিজ	১৫৩.৩	৩২	৪২৪	১৭ ,,

মোট টেস্ট	রান	উইকেট	সেনচুরি
৫৩	২২৫৩	২০৬	২

১৯৮৩ সালে বিশ্বকাপে কপিলের রান ও উইকেট

	রান		উইকেট	
	১ম খেলা	২য় খেলা	১ম	২য়
ওয়েস্টইণ্ডিজ	৬	৩৬	×	১
জিম্বাবোয়ে	২*	১৭৫*	১	১
অস্ট্রেলিয়া	৪০	২৮.	৫	×
ইংল্যাণ্ড	১ রানে অপরাজিত		৩৫ রানে	৩ উই:
ফাইনালে	১৫ রান		২১ রানে	১ উই:

রেকর্ড : ১৭৫* রান বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ রান। এর আগে রেকর্ড ছিল নিউজিল্যাণ্ডের গ্লেন টার্নারের ১৭১ রান।